পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 275 Saturday, 5 September, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৭৫ সংখ্যা ❋ ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩, শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে জল ছাড়তেই হবে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি, ডিভিসির জল ছাড়া এবং মালদহ-মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙন সমস্যা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ডিভিসির অতিরিক্ত জল ছাড়ার প্রভাব এবং নদী ভাঙনের স্থায়ী সমাধানের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার পাশাপাশি আটকে থাকা ট্রেনযাত্রীদের জন্য প্রশাসনের তরফে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। এদিন আটকে থাকা ট্রেনযাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, চিফ সেক্রেটারির নির্দেশমতো আটকে থাকা সমস্ত ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে খাবার প্যাকেট এবং পানীয় জল বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া রাতেই যাত্রীদের থাকার জন্য সরকারি আবাসনের পাশাপাশি প্রয়োজনে হোটেল বা বাণিজ্যিক লজ ভাড়া করে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে প্রাথমিকভাবে দেওয়া বাস পরিষেবার সংখ্যা বাড়িয়ে এখন ২০টি বাস নামানো হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, লোয়ার দামোদর এলাকা অর্থাৎ বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানের কিছু অংশে একটিও বাঁধ ভাঙার ঘটনা ঘটেনি এবং স্লুইস গেট ও ড্যামগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে জলাধারের ক্ষমতার বাইরে জল জমে যাওয়ায় ডিভিসি বাধ্য হয়ে গত দু'দিন ধরে ১ লাখ কিউসেকের বেশি জল ছাড়ছে। এর ফলে হুগলি গ্রামীণ এলাকার আরামবাগ সাব-ডিভিশনের সাতটি ব্লক ও নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ও আমতা এলাকা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে। প্রশাসন পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং দ্রুত পরিস্থিতি সামলে নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর করা ডিভিসি এবং ম্যান-মেড বন্যা সংক্রান্ত সমালোচনার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড্যাম বা জলাধারের একটা নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অতিরিক্ত জল জমলে জল ছাড়তেই হবে। একে কেন্দ্র করে রাজনীতি না করে বাস্তব পরিস্থিতি মেনে মোকাবিলার পক্ষে সওয়াল করে তিনি

● এরপর ৬ পাতায়...

নিউটাউনে তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক ‘উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার’! শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ মহানায়ক উত্তমকুমারের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে কলকাতার নিউটাউনে গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক ‘উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার’। শুক্রবার সকালে নিউটাউনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের ভূমিপুজো ও শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্যালেন্ডার অ্যাপ বাছুন এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এবং রঞ্জিত মল্লিক সহ আরো অনেকে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে প্রাথমিকভাবে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি আরো জানান, দর্শকদের জন্য এই ফিল্ম সেন্টারে থাকছে ৭৫০ আসনবিশিষ্ট দুটি আধুনিক থিয়েটার এবং ১০০০ আসনের একটি সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহ। সিনেমা নির্মাণের অত্যাধুনিক পরিকাঠামো হিসেবে এখানে তৈরি হচ্ছে অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস, কমিকস এবং উন্নত পোস্ট-প্রোডাকশনের ল্যাবরেটরি ও বিশ্বমানের স্টুডিও। ইতিমধ্যে জমি ও মাটি পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিপিআর-এর কাজ চলছে। বর্ষা শেষ হলেই পুরোদমে এর নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ‘‘শিল্পের প্রতি এই ভালোবাসায় কোনো রাজনৈতিক বিভাজন বা দল নেই, মহানায়ক সমগ্র বাঙালির গর্ব। নরেন্দ্র মোদির অনুপ্রেরণায় ও সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’’ অনুষ্ঠানে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে কালচারাল অ্যাডভাইজার বা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা করার কথা ঘোষণা করা হয়। পুরো কর্মসূচির রূপরেখা ও সমন্বয়ের নেপথ্যে ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং সঞ্চালনা ও আয়োজকের ভূমিকায় ছিলেন যিশু সেনগুপ্ত। পাশাপাশি রঞ্জিত মল্লিক, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও হরনাথ চক্রবর্তীর মতো ব্যক্তিত্বদের সহযোগিতার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এটি কেবল ক্ষণিকের উদযাপন নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে তোলাই এই মহতী প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

ক্রেতাদের সরকারি ফ্ল্যাট ও জমির সম্পূর্ণ মালিকানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যের সরকারি আবাসন দীর্ঘদিনের লিজ প্রথার অবসান ঘটিয়ে সরকারি ফ্ল্যাট ও জমির ক্ষেত্রে এবার থেকে সম্পূর্ণ মালিকানা বা ‘ফ্রি-হোল্ড’ সত্ত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে আবাসনমন্ত্রী দীপক বর্মন একথা জানিয়েছেন। মন্ত্রী জানান, এতদিন সরকারি আবাসনের ফ্ল্যাট লিজের ভিত্তিতে দেওয়া হত। ফলে মালিকানা সংক্রান্ত নানা আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়তেন ক্রেতারা। সেই সমস্যার সমাধানেই এবার থেকে লিজের পরিবর্তে সরাসরি ফ্রি-হোল্ড মালিকানা দেওয়া হবে। নতুন ব্যবস্থার সুবিধা পুরনো ও নতুন-উভয় ধরনের ক্রেতারাই পাবেন। সরকারি আবাসনে দীর্ঘদিন ধরে অবিক্রিত পড়ে থাকা ৩৫৯টি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এতদিন একবার ফ্ল্যাটের জন্য আবেদন করলে দ্বিতীয়বার আবেদন করা যেত না। সেই নিয়ম তুলে দিয়ে এবার ‘ফার্স্ট কাম, ফার্স্ট সার্ভ’ নীতিতে এই ফ্ল্যাটগুলি বরাদ্দ করা হবে। তবে নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। আবাসন ক্ষেত্রে দালালচক্র ও সিন্ডিকেটের প্রভাব কমাতে দফতর একটি ডিজিটাল পোর্টাল চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে ফ্ল্যাটের আবেদন, অভিযোগ দায়ের, শুনানির দিনক্ষণ-সহ সমস্ত পরিষেবা অনলাইনে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে দফতর। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দফতরের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, বিশেষ সচিব শঙ্কর পাল, আবাসন কমিশনার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

যাত্রী সুবিধার্থে বাড়তি সরকারি বাস নামাল পরিবহন দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ফারাক্কার কাছে রেললাইনে হঠাৎ ধস নামায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। কলকাতা, মালদহ এবং শিলিগুড়ির মধ্যে ট্রেন চলাচল ভীষণভাবে ব্যাহত হওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন শত শত যাত্রী। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে এবং যাতায়াত সচল রাখতে তাৎক্ষণিক জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করল রাজ্য পরিবহন দফতর, চালু করা হয়েছে বিশেষ বাস পরিষেবা। ইতিমধ্যেই বিকল্প পথে যাওয়া আসার জন্য বাস পেতে কালঘাম ছুটছে যাত্রীদের। সময়ের সঙ্গে বাড়ছে ভাড়াও। ফলে উত্তরবঙ্গগামী ও দক্ষিণবঙ্গমুখী যাত্রীদের সুগম যাতায়াত সুনিশ্চিত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুটে অতিরিক্ত সরকারি বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবহন দফতরের তরফে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা এবং দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার পরিচালন পরিচালকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, স্টেশনে বা বাস টার্মিনালে যাত্রীদের ভিড় এবং চাহিদার ওপর ভিত্তি করে যেন তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনমতো আরও অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এর পাশাপাশি, এই জরুরি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বেসরকারি বাস চালক বা মালিকরা যাতে যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত বা অন্যায্য ভাড়া আদায় করতে না পারেন, তা সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসকরা স্থানীয় বেসরকারি বাস অপারেটরদের সঙ্গে সরাসরি সমন্বয় রেখে নজরদারি চালাবেন। পরিবহন দফতর জানিয়েছে, সরকারি বাস দিয়েও যদি ভিড় সামাল দেওয়া না যায়, তবে প্রয়োজনে আপকালীন ভিত্তিতে বেসরকারি বাসও অধিগ্রহণ করা হতে পারে। পুরো পরিস্থিতির ওপর ২৪ ঘণ্টা কড়া নজর রাখা হচ্ছে। কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে যাত্রী চলাচল যাতে নিরাপদ, মসৃণ এবং নিরবচ্ছিন্ন থাকে, তার জন্য যা যা পদক্ষেপ প্রয়োজন, তা করছে রাজ্য সরকার।

‘হোয়্যার ইন্ডিয়া ফিলস ডিফারেন্ট’

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের নতুন লোগো উন্মোচন করে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গকে বিশ্ব পর্যটনের মানচিত্রে নতুন মাত্রায় তুলে ধরতে এক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার কলকাতার ধনধান্যে প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ‘দেখব নতুন রূপে, দেখব নতুন চোখে’ - এই নতুন স্লোগান ও পরিচয়ের মাধ্যমে রাজ্য পর্যটন দফতরের নতুন লোগো এবং ব্র্যান্ডিংয়ের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য পর্যটন দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীসহ রাজ্য প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। রাজ্য পর্যটন দফতরের নতুন লোগো ও ব্র্যান্ডিং উন্মোচন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবনে একাধিক বড়সড় প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের পর্যটন খাতকে গতিশীল করতে ৫০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের কথা জানিয়ে তিনি আফসোস প্রকাশ করে বলেন, ‘‘একসময় ‘ডেস্টিনেশন পশ্চিমবঙ্গ’ নাম ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রাজ্যের প্রাণীসম্পদসহ পর্যটনের সম্ভাবনাগুলি নষ্ট করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের ওপর দিয়েই পর্যটকরা সিকিম চলে যান। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতেই আমরা এবার বিশেষ পদক্ষেপ নিচ্ছি।’’ রাজ্যের ভবিষ্যৎ পর্যটন রূপরেখা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সুন্দরবন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা রাজ্য সরকারের সমস্ত ট্যুরিস্ট গেস্ট হাউসগুলির দ্রুত আধুনিকীকরণ করা হবে। গঙ্গা বক্ষকে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক ও পর্যটন পরিবহণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে কলকাতাকে দেশের ১৭তম শহর হিসেবে ‘ওয়াটার মেট্রো’ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নদী বক্ষে পর্যটকদের ঘোরার সুবিধার্থে অত্যাধুনিক নতুন বোট আনার পাশাপাশি ঐতিহাসিক মন্দারমণি সৈকতকে গোয়ার আদলে আন্তর্জাতিক মানে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার ক্ষেত্রে বড় বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সুন্দরবনের ধ্বংস হওয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে চলতি বছরে ২০ লক্ষ ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ

● এরপর ৬ পাতায়...

কুণালের অভিযোগে ঋতব্রতকে নিয়ে রাজ্যকে নির্দেশ শাহর মন্ত্রকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ শুধু মৌখিক আক্রমণ নয়। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একেবারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে লিখিত অভিযোগ বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঋতব্রতর বিরুদ্ধে বালুরঘাটের মহিলার অভিযোগ ও মামলা সংক্রান্ত বিষয় আবার ‘যথাযথভাবে’ খতিয়ে দেখতে হবে রাজ্য সরকারকে। এবং জানাতে হবে বিধায়ক কুণালকে। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই একথা পোস্ট করে জানালেন বেলেঘাটার বিধায়ক। নবান্নকে যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তার কপি তাঁকেও পাঠানো হয়েছে বলে কুণাল জানালেন। ঋতব্রতর বিরুদ্ধে বালুরঘাটের মহিলার অভিযোগ ফের রাজ্যকে খতিয়ে দেখতে অমিত শাহর মন্ত্রক নির্দেশ দিয়েছে জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুণাল লিখেছেন, ‘রাজ্যের মুখ্যসচিবকে লিখিতভাবে এই নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তাঁর দফতরের মাধ্যমে। চিঠির কপি পাঠানো হয়েছে আমাকে। চিঠি আসছে, বিশেষ সূত্র থেকে বার্তা পেয়েছিলাম। জন্মাষ্টমীর দিন এটি হাতে পেলাম। এরপর যথাযথ সময়ে আমি মুখ্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব।’ ঋতব্রতকে অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা বলে উল্লেখ করে তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘যথাযথভাবে’ তদন্ত কীভাবে করাতে হয়, এবার সেই পর্ব শুরু। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর ঋতব্রতর নেতৃত্বে বেশিরভাগ তৃণমূল বিধায়ক বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তার পর থেকে ঋতব্রতকে সমানে আক্রমণ করে চলেছেন কুণাল। ঋতব্রতর বিরুদ্ধে বালুরঘাটের এক মহিলার পুরনো অভিযোগ টেনে টানা নিশানা করেন। সেই অভিযোগই তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় কুণাল লিখেছেন, ‘‘বালুরঘাটের মহিলার অভিযোগসহ বিভিন্ন তথ্য, নথি ও ছবি দিয়ে আমি চিঠি পাঠিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। এসব পচা মালপত্রকে প্রমোট করাটা যে তাঁদের পক্ষেও খারাপ, সেটাও লিখি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠিটি বিবেচনা করে তাঁর দফতরকে দিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠিয়েছেন। বলা হয়েছে ‘যথাযথভা’ দেখতে। আমি কেস রি-ওপেন করার দাবি রেখেছি। মহিলার কী হল, মৃত্যু হয়ে থাকলে তার প্রকৃত কারণ কী, এখন এসব দেখতে হবে।’’ রাজ্য সরকার ঋতব্রতকে আড়াল করবে না বলে আশা প্রকাশ করে কুণাল লিখেছেন, ‘গোটা প্রক্রিয়া নজরে থাকবে। যে অফিসার আড়াল করতে যাবেন, যথাযথ পদক্ষেপ করব। চিঠিতে আমি আরও লিখেছি, যারাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে, তারাই তদন্ত থেকে বাঁচছে, এই ধারণাটা খুব খারাপ হচ্ছে। আমার চিঠিটির বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে, অন্তত এই ইস্যুতে, ধন্যবাদ।’ ঋতব্রতর সঙ্গে থাকা বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কদের বার্তা দিয়ে কুণাল লিখেছেন, ‘যাদের নানা গল্প শুনিয়ে সঙ্গে রাখছে, তাঁরা ভাবুন, এই সঙ্গে থাকবেন? বিবেকে লাগছে না?’ ঋতব্রত এবার দিল্লিও ছুটবেন বলে কটাক্ষ করেছেন কুণাল।

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় গলদ!

অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের একাংশ খালি করার নোটিস দমকলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ বিতর্ক বাড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস ঘিরে। বেসমেন্ট এবং বিল্ডিংয়ের ৬ এবং ৭ তলা খালি করার নোটিস। এই নির্দেশ দিয়েছে দমকল। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় মারাত্মক ত্রুটি এবং ভবনের সুরক্ষাজনিত ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণেই এই চূড়ান্ত নোটিস দেওয়া হয়েছে। বহুতলটির ‘ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট’-এর মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই সার্টিফিকেটের পুনর্নবীকরণ করানো হয়নি। পরিদর্শনের পর দমকলের তরফে স্পষ্ট জানানো হয় যে, বৈধ ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট না থাকা সত্ত্বেও ভবনের ওই অংশগুলি ব্যবহার করা হচ্ছিল, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং বড় ধরনের ঝুঁকির কারণ হতে পারে। নির্দেশে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যতদিন না পর্যন্ত ত্রুটি সংশোধন করে নতুন করে বৈধ ফায়ার সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের বেসমেন্ট, ৬ এবং ৭ তলা কোনও কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। কেবল নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি দমকল বিভাগ, এই সংক্রান্ত নোটিসের কপি ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভা এবং শেক্সপিয়র সরণী থানার পুলিশের কাছে বাস্তবায়নের জন্য পাঠানো হয়েছে। গত সোমবার ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয়ে ফায়ার অডিট ও বিল্ডিং প্ল্যান খতিয়ে দেখতে আচমকাই হাজির হয় পুলিশ ও দমকল বাহিনীর এক যৌথ প্রতিনিধি দল। বহুতলটি দীর্ঘক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করার পর দমকল আধিকারিকদের তরফে দাবি করা হয়েছিল ভবনটির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় একাধিক গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। ভবনের ফায়ার অ্যালার্ম ব্যবস্থা বিকল থাকার

● এরপর ৬ পাতায়...

কাশ্মীরে গুলির লড়াইয়ে খতম জঙ্গি, দুধপাথরির কাছে পর্যটকদের যেতে নিষেধ করল সেনা

সংবাদ সংস্থা, শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বরঃ জম্মু-কাশ্মীরের বদগাম জেলায় জঙ্গি দমন অভিযানে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তাবাহিনী। শুক্রবার গভীর জঙ্গলে সেনা ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে এক জঙ্গি খতম হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গেছে একটি একে রাইফেল। তবে অভিযান এখনও শেষ হয়নি। জঙ্গলে আরও এক জঙ্গি লুকিয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছে বাহিনী। বদগামের আশদার গলি এলাকায় এই যৌথ অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী। নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর আসে, পুলওয়ামা জেলার পাকেরপোরা এলাকা থেকে একদল সন্দেহভাজন জঙ্গি বদগামের ইউসমার্গের দিকে এগিয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার জঙ্গলের মধ্যে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। অভিযানের সময় সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে জওয়ানদের। এরপরই জঙ্গিদের আত্মসমর্পণের জন্য সতর্ক করা হয়। পাল্টা গুলি চালায় জঙ্গিরা। শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই। সেই সংঘর্ষেই এক জঙ্গি নিহত হয়। তবে এখনও তার পরিচয় জানা যায়নি। এদিকে জঙ্গলে তল্লাশি জারি রেখেছে নিরাপত্তাবাহিনী। আরও এক জঙ্গি ওই এলাকায় আত্মগোপন করে থাকতে পারে বলে অনুমান। ফলে জঙ্গলের প্রতিটি অংশ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযানের এলাকা ঘিরে নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। শ্রীনগর-ভিত্তিক এক সেনা বাহিনীও সামাজিক মাধ্যমে অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত

● এরপর ৬ পাতায়...

আরজি কর-কাণ্ডে পানিহাটির প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে মারা হল ডিম-ইট

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ডিম-ইট-পাটকেল ছোড়া হতে পারে, এই আশঙ্কা ছিলই। সেই মতো থানা থেকে বার করার সময়ে মাথায় হেলমেটও পরানো হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে রেহাই পেলেন না আরজি কর সংকারকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া সোমনাথ দে। পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেও পানিহাটির পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথকে লক্ষ্য করে ডিম-ইট-পাটকেল ছোড়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ভোরে বেঙ্গালুরু থেকে সোমনাথকে কলকাতা বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে বৃষ্টির মধ্যেই তাঁকে খড়দহ থানায় নিয়ে যান তদন্তকারীরা। তার পর থেকেই থানার বাইরে জড়ো হতে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। পরে দুপুরে সোমনাথকে ব্যারাকপুর আদালতে নিয়ে যাওয়ার জন্য খড়দহ থানা থেকে তাঁকে বের করা হলে শুরু হয় বিক্ষোভ। অভিযোগ, সেই সময়ে সোমনাথকে লক্ষ্য করে ডিমের পাশাপাশি ইট-পাটকেলও ছোড়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত তাঁকে ঘিরে ফেলেন পুলিশকর্মীরা। তাঁর মাথায় হেলমেট পরিয়ে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়। বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইট-পাটকেলের আঘাতে কয়েক জন পুলিশকর্মীও সামান্য আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। এর পরে কোনও রকমে সোমনাথকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। কড়া নিরাপত্তায় তাঁকে নিয়ে রওনা দেয় পুলিশ। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, আরজি কর-কাণ্ডে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের পাশাপাশি তাঁর ভূমিকা নিয়ে ওঠা অভিযোগের তদন্তে পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন জানাবে। আদালত সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে কী নির্দেশ দেয়, এখন সে দিকেই নজর রয়েছে।

নেপালে নিখোঁজ অন্তত ৬০০ শিশু, ১২টি স্কুলের অস্তিত্বই নেই!

সন্তানদের অপেক্ষায় দিন কাটছে না বাবা-মায়ের

কাঠমান্ডু, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ধ্বংসস্তূপের নীচে ঠিক কী কী রয়ে গিয়েছে, সেই হিসাব কষার আর মানসিক অবস্থা নেই শত শত নেপালি পরিবারের। গত সপ্তাহের বিধ্বংসী বন্যার পর তাঁদের মনকে কুড়ে খাচ্ছে একটিই প্রশ্ন, ‘আমাদের সন্তানরা কোথায়? ওরা কি আদৌ বেঁচে আছে?’ ‘দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভয়াবহ বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রসুয়া এবং নুয়াকোট, এই দুটি জেলাতেই অন্তত ৬০০ শিশুর কোনও খোঁজ মিলছে না। যে স্কুলগুলি এতদিন শিশুদের নিরাপত্তা ও উপস্থিতির হিসাব রাখত, তার অনেকগুলিরই অস্তিত্ব মুছে গিয়েছে জলের তোড়ে। তার ওপর পুরো এলাকার টেলিকম ও মোবাইল নেটওয়ার্ক একবারে ভেঙে পড়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই থমকে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ শিশুটি সুস্থ বা নিরাপদে আছে কি না, একটা ফোন করে তা জেনে নেওয়ার সুযোগটুকুও ছিনিয়ে নিয়েছে এই বিপর্যয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, অন্তত ১২টি স্কুল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, যার মধ্যে ৪টি রয়েছে রসুয়া এবং ৮টি নুয়াকোট জেলায়। ২৬ আগস্টের সেই ভয়াবহ বন্যার এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা এখন থিতিয়ে এলেও পুরো পরিস্থিতি যেন এক নিস্তব্ধ ও যন্ত্রণাদায়ক পর্বে প্রবেশ করেছে। এ এক এমন এক পর্যায়, যেখানে শুধু অপেক্ষা, ব্যাকুল হয়ে খোঁজাখুঁজি আর অসম্পূর্ণ খবরের টুকরো জুড়ে সত্যিটা জানার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যে পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের বিষয়ে কোনও খবর পায়নি কিংবা কোনও সরকারি তালিকায় নাম মেলেনি, তারা এখন আশা ও আশঙ্কার মাঝে ঝুলছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা আবার চালু হচ্ছে এবং আধিকারিকরা সরেজমিনে গিয়ে বেঁচে থাকা মানুষদের শনাক্ত করতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই কয়েকশো শিশুর ভাগ্য তলিয়ে রয়েছে অন্ধকারেই। উদ্ধার ও শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল রূপ নিয়েছে কারণ দুর্গত অঞ্চলের বড় একটি অংশ জুড়ে যোগাযোগ পরিকাঠামো একেবারেই অকেজো হয়ে রয়েছে। এর ফলে প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দলগুলিকে নির্ভরশীল হতে হচ্ছে স্কুল, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পরিবার ও বিভিন্ন উদ্ধারকারী দলের পাঠানো অসম্পূর্ণ ও খাপছাড়া তথ্যের উপর। শিশুদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও বেশি করুণ হয়ে ওঠার প্রধান কারণ হল স্কুলগুলির ধ্বংস হয়ে যাওয়া। সাধারণত কোনও বিপর্যয়ের পর প্রশাসনিকভাবে শিশুদের উপস্থিতি ট্র্যাক করতে এবং পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগের মূল সেতু হিসেবে কাজ করে এই স্কুলগুলিই। কিন্তু সেই পরিকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় পুরো ব্যবস্থাটিই ভেঙে পড়েছে। নুয়াকোট শিক্ষা উন্নয়ন ও সমন্বয় ইউনিটের প্রধান সূর্য বাহাদুর খতরি ‘দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট’-কে জানিয়েছেন, নিখোঁজ শিক্ষার্থীদের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা তৈরি করতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি সচল না থাকায় নিশ্চিত ও সঠিক সংখ্যাটি দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কথায়, যদিও খুব সামান্য কিছু নিখোঁজ শিক্ষার্থীকে শেষমেশ খুঁজে পাওয়া গেছে, কিন্তু প্রতিদিন বিভিন্ন স্কুল থেকে আরও নতুন নতুন শিশুর নিখোঁজ হওয়ার খবর আসছে। আমাদের প্রাথমিক অনুমান, শুধু

● এরপর ৬ পাতায়...

জন্মাষ্টমীতে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ শুক্রবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মাদী। তিনি এ দিন সমাজ মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ দিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, জন্মাষ্টমীর এই শুভক্ষণে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য বাণীতে নিঃস্বার্থ কর্মের গভীর অনুপ্রেরণা নিহিত রয়েছে, যা মানবজাতিকে নিরন্তর পথপ্রদর্শন করে চলেছে। তাঁর ভক্তি ও আরাধনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই পবিত্র উপলক্ষ সকলের জীবনে ইতিবাচক শক্তি ও সামর্থ্যের সঞ্চার করুক। জয় শ্রী কৃষ্ণ!

হংকং'কে ধরাশায়ী করে এশিয়া কাপের শেষ চারে ভারত

দুবাই, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়া কাপে প্রথম দেশ হিসেবে ভারতের মহিলা দল এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল । বৃহস্পতিবার হংকং'কে ১৩৭ রানে হারিয়ে শেষ চারে গেল হরমনপ্রীত কৌরের দল । প্রথম ব্যাট করে ভারতীয় দল ১৯৩ রান করে। এই রানের জবাবে মাত্র ৫৬ রানেই শেষ হয়ে যায় হংকং । ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি(১২৪) করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন ওপেনার স্মৃতি মন্ধানা ।এদিন তাঁর ব্যাটেই বড় রানের ইনিংস গড়ে সাতবারের এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়নরা । আর টি-২০ তে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করে এদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের (১০,৮৮০ রান) মালিক হয়ে যান এই ভারতীয় ওপেনার । তিনি টপকে যান ভারতেরই প্রাক্তন অধিনায়িকা মিতালি রাজ'কে (১০,৮৬৮ রান) । পাশাপাশি লরা উলভার্ডট ও মেগ ল্যানিং'কে টপকে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির রেকর্ডও এদিন করেন মন্ধানা ।এদিন ভারতের হয়ে সর্বাধিক ৯ রানে তিন উইকেট নেন দীপ্তি শর্মা । ২টি করে উইকেট নেন নন্দনী শর্মা, শ্রী চরণি ও প্রেমা রাওয়াতের ।

১০ দিন পর নেপালে সুড়ঙ্গ থেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার ব্যক্তি

কাঠমান্ডু, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ নেপালে ভয়াবহ বন্যার ১০ দিন পর একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গ থেকে জীবিত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিশূলী-৩ 'এ'জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে।গত ২৬ আগস্ট নেপালে ভয়াবহ বন্যার সময় প্রকল্পটির সুড়ঙ্গের ভিতরে কয়েকজন আটকে পড়েছিলেন। বৃহস্পতিবার উদ্ধার অভিযানের সময় তাঁদের মধ্যে একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে আসে নেপালের সেনাবাহিনী। শুক্রবার নেপালের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চলাকালীন সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে কারওর ক্ষীণ আওয়াজ শুনে সেখানে আটকে পড়া ব্যক্তিদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করা হয়।দীর্ঘ ১০ দিন পর সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে এক ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হওয়ায় ঘটনাটিকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে উদ্ধারকারী দল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

গত এক দশকে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে অংশীদারিত্বে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে বৃহস্পতিবার বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডে ওয়েভারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করা নিয়ে হয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। এর আগে এদিন সকালে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানান বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী।হায়দরাবাদ হাউসে মোদী ও ওয়েভারের উপস্থিতিতে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে প্রতিরক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমঝোতা চুক্তি বিনিময় হয়। দুই নেতা প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন, সেমিকন্ডাক্টর, ফিনটেক, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, জনগণের মধ্যে সম্পর্ক এবং একাডেমিক ও গবেষণা সহযোগিতার উপর আলোকপাত করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ পরিসর পর্যালোচনা করেছেন। তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় নিয়েও মতবিনিময় করেছেন এবং ভারত-বেলজিয়াম ঘনিষ্ঠ ও বহুমুখী অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। উভয় পক্ষ আগামী পাঁচ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করতে, একটি ব্যবসায়িক ফোরাম, একটি বিনিয়োগ ফোরাম এবং একটি কনস্যুলার সংলাপ প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়েছে। উভয় নেতা প্রতিরক্ষা, নবায়নযোগ্য শক্তি, অপরাধ দমন এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারক বিনিময়ের সাক্ষী হয়েছেন।পরে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১০ বছর আগে আমার বেলজিয়াম সফরের সুযোগ হয়েছিল এবং গত দশকে আমাদের অংশীদারিত্বের যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে তা দেখে আমি আনন্দিত। এখন আমাদের সহযোগিতার পরিধি প্রচলিত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে প্রতিরক্ষা এবং পরিবেশবান্ধব শক্তির মতো কৌশলগত ক্ষেত্রগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমরা জোরাওয়ার ট্যাঙ্কের মতো আধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নিয়ে একসঙ্গে কাজ করছি। এছাড়াও আমরা অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ায়

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম পরিবেশবান্ধব অ্যামোনিয়া প্রকল্প গড়ে তুলছি। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, গত এক দশকে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে অংশীদারিত্বে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অন্যদিকে ভারত ও বেলজিয়াম উভয়ই আইনের শাসনে বিশ্বাসী, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডে ওয়েভারের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ঘটনাবলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ভারত ও বেলজিয়াম উভয়ই আইনের শাসন, সংলাপ ও কূটনীতিতে বিশ্বাসী। ইউক্রেন হোক অথবা পশ্চিম এশিয়া, আমরা সংঘাতের দ্রুত অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি এছাড়াও সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা আমাদের যৌথ অঙ্গীকার। গত মাসে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডস যৌথভাবে হকি বিশ্বকাপের আয়োজন করেছিল। এই বিশ্বকাপের চমকার আয়োজনের জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি আমাদের খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রম ও পারফরম্যান্সেরও প্রশংসা করি। হীরার বন্ধনে ভারত ও বেলজিয়াম দীর্ঘকাল ধরে আবদ্ধ। এখন আমরা এই ঐতিহাসিক বন্ধনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত করছি।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, স্বচ্ছ জ্বালানি ভবিষ্যৎ ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ ব্যবস্থা আমাদের যৌথ অগ্রাধিকার। আজ স্বাক্ষরিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক সমঝোতা স্মারকটি আমাদের সুস্থায়ী সহযোগিতাকে নতুন গতি দেবে। গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে, আমরা প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহারে সহযোগিতা প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে, বেলজিয়ামের দক্ষতা এবং ভারতের পরিধি অত্যন্ত পরিপূরক। এই লক্ষ্যে, আমরা বেলজিয়ামের আইএমইসি ইনস্টিটিউটকে ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করতে একসঙ্গে কাজ করব।অন্যদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং গত বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী থিও ফ্রাঙ্কেনের সঙ্গে প্রতিনিধি-পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে আপনার দ্বিতীয়বার আমাদের দেশে আগমনকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা জানেন, বিশ্ব বর্তমানে এক গভীর ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর বেশিরভাগই আমাদের সৃষ্ট নয়, তবুও এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা আমাদেরই করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে, আপনার মতো একজন বন্ধু ও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের সঙ্গে সাক্ষা মতবিনিময় ও দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের একটি চমকার সুযোগ করে দেয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নিয়ম-ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতি অভিন্ন অঙ্গীকারের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে উষ্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ভারত-বেলজিয়াম কৌশলগত আলোচনা প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করেছে। আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রসারে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি এবং বেলজিয়াম ও ভারতের প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর মধ্যে আরও বৃহত্তর সহযোগিতাকে স্বাগত জানাই।বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী থিও ফ্রাঙ্কেন বলেন, এখানে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ২০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম কোনও বেলজিয়ান প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সুন্দর দেশটিতে সফর করছেন। আমাদের কর্মসূচি বেশ ব্যস্ততাপূর্ণ-এর মধ্যে রয়েছে চুক্তি স্বাক্ষরের একাধিক অনুষ্ঠান এবং প্রধানমন্ত্রী, প্রশাসনিক প্রধান ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আমাদের যেসব ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে, সে বিষয়ে আপনারা যা বলেছেন তা অত্যন্ত যথার্থ। এই পরিস্থিতি আমরা নিজেরা তৈরি করিনি বা সবসময় এমনটা চাইনি কিন্তু আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আর বেলজিয়াম ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই আমরা তা করতে পারি। আপনাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আপনারা উচ্চ-প্রযুক্তিসম্পন্ন একটি দেশ। আপনারা বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আমাদের সত্যিই একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন কারণ বেলজিয়াম উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন একটি পুরোনো পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ হলেও ভারতের মতো দেশের সহায়তা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। ভবিষ্য প্রকল্পগুলোতে আমাদের যৌথভাবে কাজ করতে হবে এবং বেলজিয়ামের জন্য এটাই হলো অগ্রগতির পথ।

শতবর্ষে মহানায়ক, নিউ টাউনে গড়ে উঠছে উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য বড় উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। নিউটাউনে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা ' ফিল্ম সেন্টার'-এর ভিত্তিপ্রস্তর শুক্রবার স্থাপন করা হবে। এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নন্দন প্রাঙ্গণে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে শুরু হয়েছে শতবর্ষ উদযাপন।উল্লেখ্য, 'উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার'-এর তিনটি অংশ থাকবে। প্রথম অংশে থাকবে ৭০০ থেকে ৭৫০ আসনের দু'টি সিনেমা হল, একটি প্রিভিউ থিয়েটার, ফুড কোর্ট এবং কার পার্কিং। দ্বিতীয় অংশে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ১০০০ আসনের অডিটোরিয়াম এবং ওপেন এয়ার থিয়েটার।তৃতীয় অংশে থাকবে অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস, এক্সটেন্ডেড রিয়্যালিটি এবং সিনেমার পোস্ট প্রোডাকশনের ল্যাবরেটরি ও স্টুডিও, যা মিডিয়া এবং এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি-র বিশেষ সহায়ক হিসাবে গড়ে উঠবে।সরকারের আশা, নতুন প্রযুক্তির পরিকাঠামো বাংলা চলচ্চিত্রে অ্যাডভেঞ্চার ও ফ্যান্টাসি-সহ বিভিন্ন ঘরানার কাজকে আরও উৎসাহিত করবে। একই সঙ্গে স্থানীয় তরুণদের চলচ্চিত্র-প্রযুক্তিতে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকল্পের নির্মাণকাজ শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আজকে।

প্রয়াগরাজে গঙ্গা-যমুনার জলস্তর বিপদসীমার নিচে

প্রয়াগরাজ, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে গঙ্গা ও যমুনার জলস্তরে ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন জলস্তর ৮২.৫৮ মিটার, যা ৫ সেন্টিমিটার নিচে নেমেছে। জেলায় গঙ্গা ও যমুনার বিপদসীমা নির্ধারিত রয়েছে ৮৪.৭৩৪ মিটার। সেই

এলাকায় জলস্তরের ওঠানামা লক্ষ্য করা গেলেও দুই নদীর জলস্তরই এখনও বিপদসীমার নিচে রয়েছে।এদিন সকালে নৈনীতে যমুনার জলস্তর রেকর্ড করা হয়েছে ৮২.৪৮ মিটার, যা গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ সেন্টিমিটার কমেছে। অন্যদিকে, ফাফামৌ এলাকায় গঙ্গার জলস্তর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩.০২ মিটার। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে জলস্তর বেড়েছে ৯ সেন্টিমিটার। ছতনাগে গঙ্গার জলস্তর ৮২.০৬ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ সেন্টিমিটার কমেছে। অন্যদিকে, বক্সি বাঁধ সংলগ্ন এসটিপি এলাকায় তুলনায় বর্তমানে দুই নদীর জলস্তরই বিপদসীমার নিচে রয়েছে। তবে ফাফামৌ এলাকায় গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধির কারণে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ দফতর।বন্যা নিয়ন্ত্রণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত জেলার সমস্ত বাঁধ নিরাপদ রয়েছে। নদীর জলস্তরের পরিবর্তনের দিকে নজর রাখা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে বাড়ানো হয়েছে পর্যবেক্ষণ।প্রয়াগরাজ বন্যা নিয়ন্ত্রণ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিখিল প্রসাদ জানান, গঙ্গা ও যমুনার জলস্তরে ওঠানামা চলছে।

বার্ষিক ট্যাক্স কনফারেন্সের আগে সাংবাদিক সম্মেলন ডিটিপিএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ আগামী রবিবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস প্রফেশনালস অ্যাসোসিয়েশনের (ডিটিপিএ) বার্ষিক ট্যাক্স কনফারেন্স। তার আগে বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে কর (ট্যাক্স) বিশেষজ্ঞদের এই সংগঠন একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এ দিন জানানো হয়, আগামী রবিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে কলকাতার হোটেল তাজ বেঙ্গলে অনুষ্ঠিত হবে এই বার্ষিক ট্যাক্স কনফারেন্স। সম্মেলনে কর ব্যবস্থা, প্রত্যক্ষ কর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্থনীতি ও উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হবে। এ দিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিএ মহেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, সিএ শ্যাম আগরওয়াল, সংগঠনের সভাপতি সিএ মঞ্জু লতা শুক্লা, অ্যাডভোকেট নারায়ণ প্রসাদ জৈন, সিএ কেদারনাথ গুপ্তা এবং সিএ

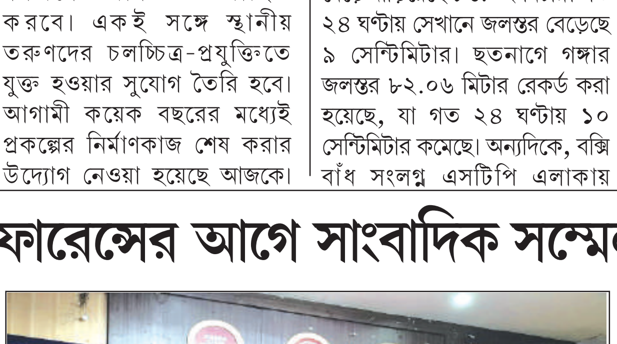

নেহা সুলতানা সহ বিশিষ্টরা। সংগঠনের সভাপতি মঞ্জু লতা শুক্লা জানান, ৬ সেপ্টেম্বরের সম্মেলনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পৃথক পৃথক অধিবেশনে আলোচনা হবে। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি তথা মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর নারায়ণ প্রসাদ জৈন বলেন, ডিটিপিএ প্রতি বছরই এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। তবে এবারের সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর দাবি, প্রথমবার সংগঠনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকার সম্মতি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কর সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়েও এবারের সম্মেলনে বিশেষ আলোচনা হবে। রাজ্যে কীভাবে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায়, শিল্পের প্রসার ঘটানো যায় এবং তরুণ প্রজন্মকে কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যের বাইরে চলে যাওয়া থেকে ফিরিয়ে আনা যায়, সেই বিষয়গুলিও আলোচনায় উঠে আসবে। ব্যাঙ্ক ঋণ এবং শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিয়েও এই সম্মেলনে আলোচনা হবে বলে জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের কথা বললেই হবে না, রাজ্যে নতুন শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পরিবেশ তৈরি করতে হবে।সংগঠনের পক্ষ থেকে এও জানানো হয়, এবারের সম্মেলনের মূল ভাবনা 'ইনোভেশন, গভর্নমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ'। বক্তাদের মতে, উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিষয়কে সামনে রেখেই এবারের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন, অর্থনীতি, শিল্প, কর্মসংস্থান এবং আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের মতামত তুলে ধরবেন। পাশাপাশি প্রত্যক্ষ কর এবং আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও বিশেষজ্ঞদের আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

জন্মাষ্টমী ও লোকনাথ জয়ন্তীতে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুক্রবার তিনি সমাজ মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি প্রকাশ করেছেন এবং সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় এ দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, অধর্মের বিনাশে, ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন এই বসুন্ধরায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার জ্ঞানে আলোকিত হোক সকলের জীবন। সবার ঘরে আসুক শান্তি, সমৃদ্ধি ও আনন্দ। সকলকে জানাই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর আন্তরিক শুভেচ্ছাও অভিনন্দন। জয় গোপাল! জয় শ্রীকৃষ্ণ!মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার লোকনাথ জয়ন্তী উপলক্ষেও রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি এদিন সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, জয় বাবা লোকনাথ। লোকনাথ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

উপগ্রহ ইওএস-০৫-এর সফল উৎক্ষেপণে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইটকে জিওসিনক্রোনাস কক্ষপথে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করার জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী মোদী সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, ইসরো-র আরও একটি অসামান্য সাফল্য এবং আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের একটি মুহূর্ত।জিওসিনক্রোনাস অরবিট-এ ভারতের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইট ইওএস-০৫ বহনে সক্ষম জিএসএলভি-এফ১৭-এর সফল উৎক্ষেপণ হলো উৎকর্ষতা, উদ্ভাবন এবং ক্রমবর্ধমান দক্ষতার প্রতিফলন। যা ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে।ইসরো এবং ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব আমাদের মহাকাশ কর্মসূচিকে এক নতুন শক্তি ও বিস্তৃতি প্রদান করছে এবং সমগ্র মহাকাশ পরিমণ্ডল জুড়েই ভারতের সক্ষমতাকে প্রসারিত করছে।উল্লেখ্য, ৪ সেপ্টেম্বর রাত ০২ঃ৫৫ মিনিটে এটিকে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। ইওএস-০৫ মিশনের মূল উদ্দেশ্য হলো সাব-জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে স্থাপিত উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার তিনি সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ।সেই সঙ্গে এ দিন মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভি এইচ পি)-এর ৬২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পরিষদের সমস্ত কার্যকর্তা, শুভানুধ্যায়ী ও সনাতনী ভাই-বোনেদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।১৯৬৪ সালের পুণ্য শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর তিথিতে সনাতন সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা, ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষা এবং মানবসেবার মহান লক্ষ্য নিয়ে এই সংগঠনের সূচনা হয়েছিল। বিগত ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সনাতন ঐতিহ্যের ধ্বজ তুলে ধরতে এবং পীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের সেবায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অবদান অনস্বীকার্য।ঐতিহাসিক শ্রীরাম জন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন থেকে শুরু করে সমাজের অন্তিম ব্যক্তির সেবা, পরিষদের অগণিত নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী কার্যকর্তাদের অবিচল সংকল্প আমাদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে।

চিনির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের ' চিনি সত্যাগ্রহ'

রাযপুর, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ চিনির ক্রমবর্ধমান দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুক্রবার ছত্তিশগড় জুড়ে ' চিনি সত্যাগ্রহ' কর্মসূচি পালন করবে কংগ্রেস। এ উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত জেলা সদর দফতরে একদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচির নির্দেশ দিয়েছে ছত্তিশগড় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।দলীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই কর্মসূচিতে প্রদেশ, জেলা ও ব্লক কংগ্রেস কমিটির পদাধিকারীদের পাশাপাশি দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন, বিভাগ ও সেলের প্রতিনিধিদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। উপস্থিত থাকার কথা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রবীণ নেতা এবং বিভিন্ন স্তরের দলীয় কর্মীদেরও।কংগ্রেসের অভিযোগ, চিনির দাম লাগাতার বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি আর্থিক চাপ পড়ছে। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদেই রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের মাধ্যমে সরকারের কাছে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরবে কংগ্রেস।

শ্রীনগর বিমানবন্দরে খুঁটিতে ধাক্কা ইন্ডিগো বিমানের, নিরাপদ সব যাত্রী

শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রীনগর বিমানবন্দরে শুক্রবার নবি মুম্বই থেকে শ্রীনগরগামী ইন্ডিগোর একটি বিমান পার্কিংয়ের সময় খুঁটিতে ধাক্কা মারে। বিমানের ক্ষতি হলেও যাত্রী বা কোনও ক্রু সদস্য আহত হননি।এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই) জানিয়েছে, ইন্ডিগোর ৬ই ২২৫ (ভিটি-এনওজি) বিমানটি সকাল ৯টা ২ মিনিটে ৬ নম্বর বে-তে পার্কিং করা হচ্ছিল। সেই সময় পার্কিংয়ের প্রক্রিয়ায় বিমানটি ভিজ্যুয়াল ডকিং গাইডেন্স সিস্টেমের (ভিডিজিএস) একটি খুঁটিতে ধাক্কা মারে। বিমানে থাকা সব যাত্রী ও ক্রু সদস্য নিরাপদ রয়েছেন।এএআই জানায়, ম্যানুয়াল সিঁড়ি ব্যবহার করে যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়। নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী ঘটনার তদন্ত করা হবে। তদন্ত শেষ হওয়ার পরই ঘটনার সঠিক পরিস্থিতি ও কারণ জানা যাবে। আপাতত দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়নি। এদিকে, বিমানবন্দরের পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বিমান ওঠানামা করছে।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ বিভিন্ন পরিস্থিতি আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। বিশেষ করে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহের যোগ।
বৃষঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য দারুণ হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক শক্তি আপনার আশপাশের মানুষদেরও প্রভাবিত করবে। সংসারে শান্তি।
মিথুনঃবন্ধু বান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু যত্নশীল হোন কারণ অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সকালটি খারাপ করতে পারে। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। প্রেম আসে।
কর্কটঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। একজন নিমন্ত্রিত অতিথি আজ আপনার বাড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে পৌঁছে যেতে পারে।
সিংহ ঃ আজ আপনার দিনটি উসাহ ও ইতিবাচকতায় পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার স্বাভাবিক নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আজ সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যা আপনার আশপাশের মানুষদের উপর গভীর প্রভাব ফেলবে। আপনি দুর্দান্ত সব ভাবনা ও অনুপ্রেরণায় ভরপুর থাকবেন।।
কন্যাঃ আজ আপনি নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতার নতুন উচ্চতা স্পর্শ করতে সক্ষম হবেন। আপনি যে কাজেই হাত দেবেন, তাতেই সাফল্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।
তুলাঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি কমিশন- ডিভিডেন্ট- বা রয়্যালটি থেকে বেনিফিট পাবেন। কোন ধর্মীয় স্থানে বা আত্মীয়ের কাছে যাওয়া আপনার জন্য সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে। প্রেমে অপ্রত্যাশিত মোড়। ।
বৃশ্চিকঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। শুভদিন হবে
ধনুঃ আজ আপনার দিনটি ইতিবাচকতা ও শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। নিজের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি করার জন্য আপনি নিজেকে উন্মুক্ত অনুভব করবেন। এই সময় আপনি নিজের লক্ষ্যগুলির দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে পারেন। কাজের যোগ হবে
মকরঃ আজ আপনার দিনটি অত্যন্ত ইতিবাচক ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ থাকবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে
কুম্ভঃ আপনি অন্যদের সমালোচনার অভ্যাসের জন্য সমালোচিত হবেন। আপনি আপনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং আত্মভরিতা কমান ও আপনি সাঙ্কেতিক মন্তব্য বন্ধ করে একটি ভাল অবস্থানে থাকুন।
মীনঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে বিনোদনের জন্য খুব বেশি সময় ও অর্থের অপচয় করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। দিনটির পরের ভাগে অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ পুরো পরিবারের জন্য খুশি এবং উচ্ছলতা আনবে। প্রতিদিন যোগা আসন করা উচিত। সন্তান হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হতে পারে, তবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। একই অবস্থা চলতে পারে সপ্তাহান্তে শনি এবং রবিবার। এরপর আগামী সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে।এদিকে, শুক্রবার উত্তরের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার, এই পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে আগামী কয়েকদিন এই দুর্যোগের প্রভাব বজায় থাকতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। শুক্রবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে। শুক্রবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৯০ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৯মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ২০মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫২মিনিটে হতে পারে।

শহর ও শহরতলী

বেহালা বিমানবন্দর ফের চালু করতে তৎপর সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃদীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে থাকা বেহালা বিমানবন্দর ফের চালু করতে রাজ্য সরকার তৎপর হয়েছে। এই লক্ষ্যে গতকাল নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডুর সঙ্গে বৈঠক করেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। বৈঠকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর লেখা একটি চিঠি কেন্দ্রয় মন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে দ্রুত বেহালা বিমানবন্দর পুনরুজ্জীবিত করার আবেদন জানান। ওই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, বেহালা বিমানবন্দরের ৯১৫ মিটার দীর্ঘ রানওয়ে ATR-৭২ বিমান, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স ও চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালনার জন্য উপযুক্ত। সাম্প্রতিক ড্রোন সমীক্ষায় বিমানবন্দরের ২১৫ একরের বেশি জমিরও উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, বেহালা বিমানবন্দর চালু হলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উপর চাপ কমবে। একই সঙ্গে কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিল্পোন্নয়ন, আঞ্চলিক যোগাযোগ, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা, পর্যটন ও বাণিজ্যে গতি আসবে। তিনি উড়ান প্রকল্পের আওতায় দ্রুত বাণিজ্যিক বিমান চলাচল শুরু করার আবেদন জানিয়ে জমি, নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে রাজ্যের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামমোহন নাইডুও সমাজমাধ্যমে জানান, পশ্চিমবঙ্গে বিমান পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং বেহালা বিমানবন্দর সচল করার সম্ভাবনা নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

ফোনেই সিঁধ কেটে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফাঁকা! কলকাতায় মার্কিন প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতায় ফের সাইবার প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালাল পুলিশ। মার্কিন নাগরিকদের ফোন করে প্রতারণা করার অভিযোগে বেনিয়াপুকুর লেনের একটি ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ওই ফ্ল্যাটে গোপনে একটি অবৈধ কল সেন্টার চালানো হচ্ছিল। সেখান থেকেই ভিওআইপি কলের মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতারণার জাল ছড়ানো হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ আনাস, আয়ান হোসেন এবং সৈয়দ জায়েদ। গতকাল রাতে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বেনিয়াপুকুর লেনের ওই ফ্ল্যাটে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে একাধিক মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাব, চেকবুক এবং বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে নগদ ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে তদন্তকারীরা। পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সন্দেহজনক নথিও পুলিশের হাতে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ধৃতরা নিজেদের জনপ্রিয় অনলাইন পেমেন্ট সংস্থা ' কর্মী হিসেবে পরিচয় দিত। সেই পরিচয় ব্যবহার করেই মার্কিন নাগরিকদের ফোন করা হত। ভিওআইপি প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদেশে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করত অভিযুক্তরা। এরপর বিভিন্ন

কৌশলে তাঁদের কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইসে রিমোট অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করা হত বলে অভিযোগ। পুলিশের দাবি, রিমোট কম্পিউটার অ্যাক্সেস সংক্রান্ত বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে টার্গেট করা ব্যক্তিদের ডিভাইসে প্রবেশের চেষ্টা করত প্রতারকরা। একবার ডিভাইসে প্রবেশাধিকার পাওয়ার পর সেখান থেকে ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ব্যক্তিগত তথ্য এবং অন্যান্য গোপনীয় শংসাপত্র সংগ্রহ করা হত। সেই তথ্য ব্যবহার করেই পরবর্তীতে আর্থিক প্রতারণা চালানো হয়েছে বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ। তদন্তকারীরা মনে করছেন, বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া টাকা সরাসরি এক জায়গায় জমা না রেখে বিভিন্ন নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হত। প্রতারণার টাকা কীভাবে কোথায় পৌঁছত, সেই আর্থিক লেনদেনের সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ডিজিটাল লেনদেনের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর। অভিযানের সময় ফ্ল্যাট থেকে মোট পাঁচটি মোবাইল ফোন, চারটি ল্যাপটপ, একটি ট্যাব এবং ছ'টি চেকবুক উদ্ধার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নগদ ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি পরীক্ষা করে প্রতারণার পরিমাণ এবং চক্রটির কাজের ধরন সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন সাইবার তদন্তকারীরা। পুলিশের কাছে এখন মূল প্রশ্ন, এই কল সেঃ টার কতদিন ধরে চলছিল এবং এর মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত কতজন মার্কিন নাগরিক প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে কলকাতার বাইরে বা বিদেশে থাকা আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মূল হোতাদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে। কলকাতায় বসে বিদেশি নাগরিকদের টার্গেট করে সাইবার প্রতারণার ঘটনা নতুন নয়। তবে একটি ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে সংগঠিতভাবে ভিওআইপি কল করে প্রতারণা চালানোর অভিযোগ ফের শহরের সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তদন্ত যত এগোবে, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার নাম সামনে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর পুলিশের।

যৌথ পরিবার ভেঙে আলাদা রেশন কার্ডে ফের সুযোগ, আবাস দুর্নীতির জেরে বন্ধ 'ব্লক খুলল খাদ্য দফতর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ এক পরিবার, কিন্তু আলাদা হাঁড়ি। সামাজিক ও পারিবারিক নানা কারণে যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক সংসার পেতেছেন অনেকেই। কিন্তু রেশন ব্যবস্থায় সেই পৃথক সংসারের স্বীকৃতি না মেলায় দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল প্রকৃত উপভোক্তাদের। এবার সেই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হল রাজ্যের খাদ্য দফতর। যৌথ পরিবার থেকে বাস্তবিক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একক সংসারগুলির পৃথক ডিজিটাল রেশন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে এতদিন যে 'ব্লক ছিল, তা তুলে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিলেই এবার থেকে যাচাই সাপেক্ষে পৃথক রেশন ব্যবস্থার আওতায় আসার সুযোগ মিলবে। জানা গিয়েছে, কয়েক বছর ধরে রাজ্যে ডিজিটাল রেশন কার্ডের ডেটাবেস তৈরির কাজ চলছে। সেই সময় বহু পরিবারকে যৌথ পরিবার হিসেবেই নথিভুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে পারিবারিক ও সামাজিক কারণে সেই পরিবারের সদস্যদের একাংশ আলাদা সংসার শুরু করেন। কিন্তু সরকারি নথিতে তাঁরা থেকে যান একই পরিবারের অংশ হিসেবে। ফলে পৃথক সংসার হলেও রেশন ব্যবস্থায় তাঁদের আলাদা পরিবারের স্বীকৃতি মিলছিল না। সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে আবাস যোজনাকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর। অভিযোগ ওঠে, যৌথ পরিবারকে কাগজে-কলমে একাধিক 'জয়েন্ট ফ্যামিলি' হিসেবে দেখিয়ে পৃথক পৃথক আবাসের বাড়ি পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিভাগীয় তদন্তে এমন ঘটনাও সামনে আসে বলে জানা যায়, যেখানে বাস্তবে পরিবার যৌথ থাকা সত্ত্বেও নথিপত্রে পরিবারের সদস্যদের আলাদা করে দেখানো হয়েছে। পরিবারের প্রধান কর্তা এবং তাঁর দুই ছেলের নামে পৃথক আবাসের বাড়ির জন্য আবেদন করার মতো অভিযোগও ওঠে।

এই ধরনের অনিয়ম ঠেকাতেই যৌথ পরিবারের সদস্যদের পৃথক রেশন কার্ড তৈরির আবেদন প্রক্রিয়ায় 'সিস্টেম ব্লক' করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু এর ফলে বিপাকে পড়েন প্রকৃত অর্থেই যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষজন। পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে আলাদা সংসার করলেও তাঁরা নতুন করে নিজেদের পরিবারের জন্য রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না। এর জেরে অনেক ক্ষেত্রে রেশন পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছিল। এই সমস্যার কথা তুলে ধরে কয়েক মাস আগে খাদ্য দফতরের কাছে চিঠি দিয়েছিল রেশন ডিলারদের সংগঠন ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলারস ফেডারেশন। সংগঠনের অভিযোগ ছিল, পুরনো ডেটাবেসের বিভিন্ন ত্রুটি এবং পৃথক পরিবার তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ থাকার কারণে বহু দরিদ্র ও প্রকৃত উপভোক্তা রেশন পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এর প্রভাব পড়ছিল রেশন ডিলারদের উপরেও। বিভিন্ন এলাকায় উপভোক্তাদের অভিযোগ সামলাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল তাঁদের। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানান, 'ফরম ১৪' অথবা অনলাইন ' ডিভিশন'-এর মাধ্যমে যৌথ পরিবার থেকে পৃথক হওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, তা বন্ধ থাকায় বহু মানুষ সমস্যায় পড়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পুরনো তথ্যের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় যাচাইয়ের সময় একই পরিবারের সদস্যদের একটি আর্থিক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। ফলে পরিবারের কোনও সদস্য আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ায় তাঁর রেশন কার্ড বাতিল করার প্রক্রিয়ায় একই প্রোফাইলে থাকা অন্য দরিদ্র ও যোগ্য সদস্যের কার্ডও বাতিল হয়ে যাচ্ছিল।

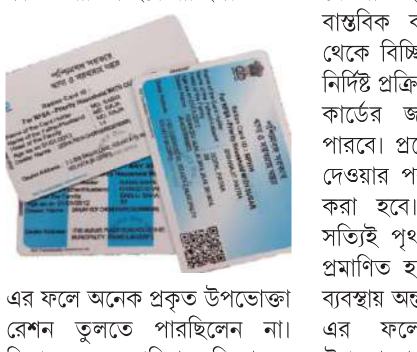

এর ফলে অনেক প্রকৃত উপভোক্তা রেশন তুলতে পারছিলেন না। বিশেষ করে যে পরিবারগুলি বাস্তবে আলাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পুরনো রেশন ডেটাবেসে এখনও যৌথ পরিবারের অংশ হিসেবে রয়েছে, তাদের সমস্যাই ছিল বেশি। বিষয়টি খাদ্য দফতরের নজরে আনার পরই পুরনো ' তুলে দিয়ে পৃথকীকরণের সুযোগ ফের চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে বাস্তবিক কারণে যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া পরিবারগুলি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে আলাদা রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট তথ্য যাচাই করা হবে। যাচাইয়ে পরিবারটি সত্যিই পৃথক হয়ে গিয়েছে বলে প্রমাণিত হলে নতুন করে রেশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ মিলবে। এর ফলে একদিকে প্রকৃত উপভোক্তাদের রেশন পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে আবাস যোজনার মতো সরকারি প্রকল্পে কাগজে-কলমে পরিবার ভাগ করে সুবিধা নেওয়ার প্রবণতাও নজরদারির আওতায় রাখা যাবে।

জন্মাষ্টমীর দিন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিপজ্জনক পুরানো বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ জন্মাষ্টমীর দিনই উত্তর কলকাতায় ভেঙে পড়ল একটি পুরনো বাড়ি। শুক্রবার দুপুরে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের উপর আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ভগ্নদশায় থাকা বাড়িটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটিকে বেশ কিছুদিন আগেই বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছিল কলকাতা পুরসভা। কিন্তু সেই ঘোষণার পরেও বাড়িটির ভিতরে কয়েক জন বাসিন্দা থাকতেন বলে স্থানীয়দের দাবি। ফলে বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর ছড়াতেই এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। সূত্রের খবর, শুক্রবার দুপুর প্রায় ৩টে নাগাদ আচমকাই বাড়িটির একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বাড়িটি। ঘটনার পরেই স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ ও প্রশাসনকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। কলকাতা পুরসভার কর্মীরাও সেখানে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। দমকলের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে রয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ আটকে পড়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে শুরু হয়েছে তল্লাশি। পুলিশ কুকুরও ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের বিভিন্ন অংশে তল্লাশি চালিয়ে কোনও ব্যক্তি আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় কেউ আহত হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই বাড়িটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। পুরসভার তরফে সেটিকে বিপজ্জনক ঘোষণা করা হলেও সেখানে কয়েক জন বসবাস করছিলেন বলে অভিযোগ। বাড়িটির এমন বেহাল অবস্থার মধ্যেও কেন সেখানে মানুষ থাকছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গত কয়েক দিন ধরে কলকাতায় বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বৃষ্টির জেরে পুরনো ও দুর্বল হয়ে পড়া বাড়িটির কাঠামো আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে বলে স্থানীয়দের একাংশের অনুমান। যদিও ঠিক কী কারণে বাড়িটি ভেঙে পড়ল, তা এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আচমকা পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আপাতত উদ্ধারকাজকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ধ্বংসস্তূপ সরানোর পাশাপাশি বাড়িটির ভিতরে বা আশপাশে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা।

চুঁচুড়া পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারের রেস্তোরাঁ থেকে উদ্ধার মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া,৪ সেপ্টেম্বর ঃ চুঁচুড়ার গঙ্গার ধারের এই রেস্তোরাঁয় হানা দিয়ে সেখানকার পরিবেশ দেখে চক্ষু চড়কগাছ প্রশাসনের। এ বার চুঁচুড়া ময়ূরপঙ্ক্ষী ঘাটের একটি রেস্তোরাঁয় যৌথ অভিযান চালাল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও জেলা প্রশাসন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্গমৌলি কর, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) দেবযানী বসু মল্লিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য ঘোষ এবং প্রশাসনের কর্তারা। প্রশাসন সূত্রে খবর, এ দিন স্বাস্থ্য দপ্তর, খাদ্য নিরাপত্তা দপ্তর, জেলা প্রশাসন যৌথ ভাবে সকাল ১১টা নাগাদ গঙ্গাতীর লাগোয়া ওই রেস্তোরাঁয় হানা দেন। চুঁচুড়া পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার তথা তৃণমূল নেত্রী মৌসুমি সাহার মালিকানায় থাকা রেস্তোরাঁ থেকে উদ্ধার হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয়, চিজ, শিশুদের খাবার ও বাসি, পচা মাংস। পাশাপাশি, জমিয়ে রাখা ঘি, যার কোনও ব্যাচ নম্বর ও মেয়াদের তারিখের উল্লেখ নেই। অতিরিক্ত জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) দেবযানী বসু মল্লিক বলেন, 'গঙ্গার ধারে একটি রেস্তোরাঁ থেকে একাধিক মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার, পচা মাংস উদ্ধার করা হয়েছিল। সেগুলি নষ্ট করা হয়েছে। ১৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।' এ বিষয়ে রেস্তোরাঁর কেউ মন্তব্য করতে চাননি। রেস্তোরাঁর রান্নাঘরের অবস্থাও খারাপ। চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে মাথা ঘুরে যায় প্রশাসনের কর্তাদের। দেরি না করে সমস্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ বিপজ্জনক খাবার পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়।

কোন্নগরে মঠে জন্মাষ্টমী উৎসব পালন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর হুগলিঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, কোন্নগরের রাজ রাজেশ্বরী সেবা মঠে জন্মাষ্টমী উসব উপলক্ষে সকাল থেকেই পুণ্যার্থীর ভিড় । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাথীর সংখ্যা আরো বাড়তে থাকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার সব রকম ব্যবস্থা রাখা হয় ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ কে ভোগ দেওয়া হয়। সেবা মঠের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচিচত স্বরূপ এবং শ্রীধর দ্বিবেদী বলেন, প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর পূজোয় কয়েকশত ভক্তের সমাগম হয় এই মন্দিরে, এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদনে ছিল দুধ, দই, মাখন, পাসে, চাটনি, পোলাও, মধু, ফল বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, খিচুড়ি, তালের বড়া, পাঁচ রকমের ভাজা, চিনি, জল প্রভৃতি। উৎসব উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার। মন্দিরে মঙ্গলারতীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মন্ত্র এবং স্রোত পাঠের মাধ্যমে বিশেষ পূজা পাঠ করা হয়। মঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দেখতে ভোর থেকেই মানুষের ঢল নামে সারাদিন ধরে চলে পূজা পাঠ, হোম , যজ্ঞ। মন্দিরে আরো বিগ্রহ রয়েছে। জন্মাষ্টমীতে সেগুলির সাথে ৬৪ টি যোগেনীর পূজা হয়। সকালে শোভাযাত্রা বের হয় এতে কয়েকশত ভক্ত সামিল হন। শান্তি -শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ছিল ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা। এ বিষয়ে রাজ রাজেশ্বরী সেবা মঠের পক্ষ থেকে শ্রীধর দ্বিবেদী বলেন জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমরা দুই দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করি। মঙ্গল আরতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মঠের সাধু সন্তদের কীর্তন সকলের দৃষ্টি কাড়ে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই বিরাট পুজোর আয়োজনে ছিলেন প্রভাত পাচৌরি, রবিশঙ্কর দ্বিবেদী,সুনীল দাগা, শ্রীমতি লক্ষ্মী পোদ্দার, সহ অন্যান্য ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এনআরএসে চিকিৎসা বিভ্রাটের অভিযোগ, গোপালকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের

কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পিত্তথলির পাথরের অস্ত্রোপচারের পরিবর্তে ভুল করে অ্যাপেনডিক্সের অস্ত্রোপচার করে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে কয়েক দিন ধরেই বিতর্ক চলছে। সেই ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসার পর এবার রোগী গোপাল পোড়েলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দপ্তর। রোগীর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে তাঁকে জানানো হয়েছে, চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অনুমোদন দিয়েছেন। একই সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্রও চেয়ে পাঠানো হয়েছে। পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটার প্রান্তিক পরিবারের বাসিন্দা ৪৭ বছরের গোপাল পোড়েল। তিনি একশো দিনের কাজ করে সংসার চালান। বেশ কয়েক দিন ধরে পেটের ডান দিকে ব্যথা অনুভব করছিলেন তিনি। চিকিৎসকের পরামর্শে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করানো হলে তাঁর পিত্তথলিতে পাথর ধরা পড়ে। এরপর নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য যান গোপালবাবু। গোপালবাবুর অভিযোগ, এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের সার্জারি বিভাগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর গলব্লাডার স্টোনের অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অস্ত্রোপচারের সময় ভুলবশত তাঁর অ্যাপেনডিক্স কেটে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি সামনে আসার পর তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আনেন গোপালবাবুর এলাকার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। অভিযোগ অনুযায়ী, পিত্তথলিতে পাথরের অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে গেলেও অন্য অস্ত্রোপচার হয়ে যাওয়ায় পরে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে গলব্লাডার স্টোনের চিকিৎসা করানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই চিকিৎসার খরচ বহন করা গোপালবাবুর মতো প্রান্তিক পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর স্বাস্থ্য দফতরের তরফেও বিষয়টি নিয়ে নড়াচড়া শুরু হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে রিপোর্ট তলব করেছিলেন বলে জানা যায়। যদিও মঙ্গলবার এনআরএস হাসপাতালে চিকিৎসা বিভ্রাটের অভিযোগ উড়িয়ে দেন তিনি। ফলে একদিকে চিকিৎসা বিভ্রাটের অভিযোগ এবং অন্যদিকে স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্য-দুইয়ের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

এর মধ্যেই গোপাল পোড়েলের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা এল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে। বিষয়টি জানার পর মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে প্রথমে বিধায়ক কুণাল ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরপর সরাসরি ফোনে কথা বলা হয় গোপালবাবুর সঙ্গে। রোগীর দাবি, ফোনে তাঁকে আর্থিক সহায়তার বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে। গোপাল পোড়েল বলেন, আর্থিকভাবে তিনি অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় রয়েছেন। চিকিৎসার খরচ বহন করা তাঁর পক্ষে কঠিন। তাঁর কথায়, আর্থিকভাবেও আমি নিঃস্ব। এই পরিস্থিতিতে মাননীয় কুণাল ঘোষ আমার জন্য দরবার করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আমায় সাহায্য করার কথা জানিয়েছেন। গোপালবাবুর আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে তাঁকে জানানো হয়েছে যে, আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অনুমোদন দিয়েছেন। পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় নথিপত্র চেয়ে পাঠানো হয়েছে। সেই নথি খতিয়ে দেখার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন, এনআরএসে ঠিক কী ঘটেছিল এবং গোপাল পোড়েলের অস্ত্রোপচার নিয়ে ওঠা অভিযোগের সত্যতা কতটা। পাশাপাশি প্রান্তিক পরিবারের এই রোগীর পরবর্তী চিকিৎসার খরচ কীভাবে মেটানো হবে, তা নিয়েও নজর রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস সেই দিক থেকে গোপালবাবুর পরিবারের কাছে কিছুটা স্বস্তির বার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে।

দুর্গাপুজোর দখল নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, ডোমজুড়ে ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ি, প্রতিরোধে র‍্যাফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডোমজুড়, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজো কমিটির পরিচালনার দায়িত্ব কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হাওড়ার ডোমজুড়। পুজো কমিটির মাথায় কারা থাকবেন, তা নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে চাপানউতোর চলছিল। বৃহস্পতিবার সেই বিরোধ প্রকাশ্যে হাতাহাতি এবং ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ির ঘটনায় গড়ায়। সংঘর্ষে একাধিক ব্যক্তি জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। পরে মোতায়েন করা হয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স বা র‍্যাফ। ডোমজুড়ের রাজাপুর জাগদাপোতা এলাকায় দীর্ঘদিনের একটি বারোয়ারি দুর্গাপুজো রয়েছে। স্থানীয় বাসিঃদাদের একাংশের দাবি, বছরের পর বছর ধরে ওই পুজোর আয়োজন এবং পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। এ বারও পুজো কমিটির পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের হাতেই থাকবে বলে দাবি তৃণমূলের। অন্যদিকে, বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বক্তব্য, এ বার পুজোর পরিচালনায় তাঁদেরও ভূমিকা থাকবে। এই নিয়েই গত কয়েক দিন ধরে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধ চলছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি আচমকাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতিতে পৌঁছয়। অভিযোগ, একে অপরকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেলও ছোড়া হয়। ঘটনায় কয়েক জন আহত হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে র‍্যাফ নামানো হয়। ঘটনা নিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিজেপি কর্মী বিক্রম আদকের দাবি, ওই এলাকায় একটি মঃিদর রয়েছে। সেখানেই খুঁটিপুজো করে দুর্গাপ্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরাই সেই কাজের দেখভাল করছিলেন। আচমকাই তৃণমূলের লোকজন সেখানে গিয়ে মঃিদরে তালা ঝুলিয়ে দেন বলে অভিযোগ তাঁর। এর প্রতিবাদ করতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে গোলমাল শুরু হয় বলে দাবি করেন তিনি। বিক্রমের আরও অভিযোগ, এত দিন তৃণমূলের শাসনকালে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের এই পুজো থেকে দূরে রাখা হত। এ বার বিজেপির তরফে এলাকার সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পুজো আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সেই উদ্যোগে বাধা দিচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। যদিও বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দাবি, ওই বারোয়ারি দুর্গাপুজোর সঙ্গে তাঁরাই দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত এবং তাঁরাই পুজোর উদ্যোক্তা। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি রাজনৈতিকভাবে পুজোর দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে। পুজো পরিচালনার বিষয়টিকে কেঃদ্র করে অযথা রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করা হচ্ছে বলেও দাবি তৃণমূলের। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবারের সংঘর্ষের পর বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নতুন করে যাতে কোনও ধরনের উত্তেজনা বা সংঘর্ষের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। তবে পুজো পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে যে মূল বিরোধ, তার এখনও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। দুর্গাপুজোকে কেঃদ্র করে রাজনৈতিক সংঘর্ষের এই ঘটনা নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে। এ বার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বারোয়ারি পুজোর পরিচালনা এবং দখল নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধের অভিযোগ সামনে এসেছে।

ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L24239WB1980PLCO32554

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৭ই নীলাম্বর বিল্ডিং, ২৮বি, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোনঃ ০৩৩-২২৮৭ ৫০৭৩ / ২২৪০ ৩৩০৬

ই-মেইলঃ companysecretary@groupmanjushree.com

ওয়েবসাইট ঃwww.vcmil.com

পঁয়তাল্লিশতম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বুক ক্লোজার ও রেকর্ড ডেট সংক্রান্ত ঘোষণা

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩' এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সেইসাথে MCA ও SEBI-র নির্দেশিকা বা সার্কুলারসমূহ মেনে 'ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' (কোম্পানি)-এর ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার বিকেল ৩.০০টায় (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

AGM-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৫-২৬)-এর ইলেকট্রনিক কপি (e-copy) কোম্পানির ওয়েবসাইট www.vcmil.com, ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** এবং ক্ষ্ত্ক্ষ্ক্ষ্-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এ পাওয়া যাবে। সদস্যরা শুধুমাত্র VCOAVM সুবিধার মাধ্যমেই AGM-এ যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সভার নোটিশে উল্লেখ থাকবে। VCOAVM সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের 'কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩'-এর ১০৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী সভার কোরাম (quorum) গণনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

যেসব সদস্যের শেয়ার ফিজিক্যাল ফর্মে (কাগজের সার্টিফিকেটের আকারে) রয়েছে এবং যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা RTA অর্থা 'নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড'-কে **nichetechpl@nichetechpl.com** ঠিকানায় ই-মেইল পাঠান। AGM-এর নোটিশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়ার লক্ষ্যে, ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সোমবার বিকেল ৫.০০টার (IST) মধ্যে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর (Folio No.) এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি (self-attested copy) উল্লেখ করে এই ই-মেইলটি পাঠাতে হবে।

যেসব সদস্যের শেয়ার ডিমেট ফর্মে রয়েছে, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট DP-র (ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট) কাছে তাদের তথ্য হালনাগাদ (update) করে নিতে। পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগ এবং MCA-র সার্কুলারসমূহ বিবেচনা করে, কোম্পানি ৪৫তম AGM-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনো ফিজিক্যাল কপি (কাগজের অনুলিপি) সদস্যদের কাছে ডাকযোগে পাঠাবে না। তবে, কোনো সদস্য অনুরোধ করলে ক্ষেত্রবিশেষে তা সরবরাহ করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা, তৎসংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং সেবি (LODR) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে সিডিএসএল (CDSL)-এর মাধ্যমে 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান)-এর সুবিধা প্রদান করছে।

এই রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি **২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শনিবার সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি)** শেষ হবে। এছাড়া, সভা চলাকালীন সময়েও কোম্পানি ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করবে। এজিএম-এর আগে বা সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা থাকবে। এজিএম-এর ভেন্যুতে ভোটগ্রহণ এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী কমল কুমার শর্মা-কে (সিপি রেজিস্ট্রেশন নং ৪০৫৭) 'স্ক্রুটিনাইজার' বা ভোট যাচাইকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির 'সদস্যদের রেজিস্টার' (Register of Members) এবং 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত বই' (Share Transfer Books) ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বৃহস্পতিবার থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-কেশব ছেত্রী
পরিচালক
(DIN): 02177646

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৬

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LIMITED
CIN:L70200WB2018PLC227169
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-11, Kolkata, West Bengal, India, 700001
Phone : +91 33 4450 0500
Email id - secretarial@rdbrealty.com,Website: www.rdbrealty.com

অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **'আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড'**-এর সদস্যদের অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সোমবার সকাল ১১ঃ৩০-এ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (OAVM) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে।কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট স) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) কর্তৃক ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩২০২৫ ও সেবি (SEBI) কর্তৃক ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/ HO/ CFD/ CFDPoD-2/P/ CIR/ 2024/ 133 (সেবি বিজ্ঞপ্তি)-যাকে একত্রে প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে-সেগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে এই বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আহ্বান করা হয়েছে। সভায় সদস্যদের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না।

কোম্পানি আইন-এর ১০৮ নম্বর ধারা এবং উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলোর বিধান মেনে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র ইমেইলের মাধ্যমে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শুক্রবার সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো সম্পন্ন করেছে, যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-অর্থাৎ 'নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড' (Niche Technologies Pvt. Ltd.)-অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপোজিটরি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এজিএম (AGM)-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbrealty.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানি আইন-এর ১০৮ নম্বর ধারা এবং 'কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪'-এর ২০ নম্বর বিধি ' অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া' কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা বিষয়ক সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (SS-2) এবং সেবি (SEBI)-র তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বিধিমালার ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী-সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা (রিমোট ই-ভোটিং)-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিংওভিএএম (VCOVAM)-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডিএল (NSDL)-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। সদস্যদের ভোটিং বা ভোট প্রদানের অধিকার নির্ধারিত হবে **সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬** (কাট-অফ তারিখ)-এ কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাঁদের ধারণ করা ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে।

ডিমেটেরিয়ালাইজড বা ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই-এমন সদস্যদের ক্ষেত্রে এজিএম (AGM)-এর সময় এবং তার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং (remote e-voting)-এর প্রক্রিয়াটি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি **২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শুক্রবার সকাল ৯.০০টায়** (IST) শুরু হবে এবং **২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, রবিবার** বিকেল ৫.০০টায় (IST) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর NSDL কর্তৃক দূরবর্তী ই-ভোটিং ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে সদস্যরা VCOAVM সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেননি-এবং অন্য কোনো কারণে ভোট প্রদানে বাধাগ্রস্ত নন-তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট দেওয়ার পর, সদস্যকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

যেসব সদস্য এজিএম-এর আগেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা VCOAVM-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে তারা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির সদস্য হন এবং 'কাট-অফ তারিখ' অর্থা ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সোমবার)-এ শেয়ার ধারণ করেন, তবে তিনি evoting@nsdl.com বা nichetechpl@nichetechpl.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি (User ID) ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যে ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

যেসব সদস্য এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা এবং ফোন নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের নিচে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে ক) ডিমেটেরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (Depository Participants)-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং ফোন নম্বর নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম (AGM)-এ ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোডস' বিভাগে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQ) এবং সদস্যদের জন্য 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখুন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করুন কিংবা সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব প্রীতম দত্ত-এর সাথে pritamd@nsdl.com /evoting@nsdl.com. ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত /-ঋতিক
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং A80426

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৫.০৯.২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৭৫ সংখ্যা, শনিবার , ১৮ ভাদ্র, ১৪৩৩

রবীন্দ্র প্রেমিক চিত্রলেখা

প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স পড়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস সি। পরে পদার্থ বিজ্ঞানে পি এইচ ডি ডিগ্রী।অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী কিন্তু গানকে ভালবেসেছেন হৃদয় দিয়ে। চমৎকার এক অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন তাঁর ছাত্রী প্রথিতযশা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী চিত্রলেখা চৌধুরী। শান্তিদেব ঘোষ মেজাজী মানুষ। একটা গান শেখাতে হয়ত শুরু করলেন হঠাৎ বর্ষা নামল । তিনি সেই গান ছেড়ে বর্ষার গান শুরু করলেন। হঠাৎ হয়ত কোনও ফুলের গন্ধ ভেসে এলো অমনি গান পাল্টে শুরু করলেন ‘ আজি দখিনা বাতাসে নাম না জানা কোন বনফুল ফুটলো’। খুব সত্যি কথা হল রবীন্দ্রনাথের গানের সুর,কথার ফিলসফি, সাহিত্য সব মিলিয়ে এমন এক আবেদন চিত্রলেখাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। তিনি ফিজিক্সের ছাত্রী ছিলেন স্বভাবত জ্যোতিষ্ক,গ্রহ,উপগ্রহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা। আর জানতেন অন্যান্য অনেক গ্রহের তুলনায় আমাদের পৃথিবী বেশ ছোট। বোধহয় এইসব কারণে ‘ বহে নিরন্তর’, ‘তাই তোমার আনন্দ’ গানগুলো সিগনেফিকেন্স উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল গান শিক্ষার পরে কেন চিত্রলেখা রবীন্দ্রনাথের গান ভালবাসলেন। সেই উত্তর নিজেই দিয়েছেন। এই সংগীতের গায়কী নিশ্চয়ই আছে। সুর, তাল,ভাব সব মিলিয়ে সংগীতের এমন একটি বিশেষ রূপ আছে যা একান্তই অনুভবের বস্তু। সবচেয়ে বড় কথা যারা রবীন্দ্রনাথের গান শোনেন তারা বুঝতে পারেন ইট ইজ সামথিং মোর দ্যান আধুনিক! মেধাবী ছাত্রী চিত্রলেখা চৌধুরী ১৯৬২ সাল থেকে সিটি কলেজে অধ্যাপনা করতে শুরু করেন ঠিক দুই বছর পরে এন সি সি অফিসারস ট্রেনিং নিয়ে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, ১৯৬৭ সালে লেফটেন্যান্ট পোস্ট পেয়েছেন। ১৯৬৮ সালে কানাডায় গিয়েছেন লাভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে। সাড়ে তিন বছর গবেষণার পরে পদার্থ বিজ্ঞানে পি এইচ ডি ডিগ্রী পেলেন। ওইসময় কানাডা টেলিভিশনে (সিবিসি) তে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। যখন চিত্রলেখা রবীন্দ্রনাথের গান কানাডার টেলিভিশনে পরিবেশন করতেন ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে ঘোষণা করা হত। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব যখন ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন তখন চিত্রলেখা খুব ছোট। তাঁর মা প্রতিদিন সকালে তাঁর কাছে নিয়ে যেতেন সরোদ শুনতে। একদিন তিনি শান্তিনিকেতনে গাইয়েদের গান শুনতে বসলেন, তাঁর সামনে অনেকের গলা কেঁপে যায়। সবার শেষে চিত্রলেখাকে একটা গান গাইতে বললেন। চিত্রলেখা তখনও খুব ভাল ভাবে বোঝেন না আলাউদ্দিন খাঁ কত বড় ওস্তাদ, প্রাণের আনন্দে গান শুরু করলেন। আপ্লুত আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বললেন, একে গান শেখাবার জন্য আমার বেঁচে থাকতে হবে। বড় হলে মাইহারে যেতে বলেছিলেন, সংগীত শিক্ষার জন্য যদিও সে সুযোগ আর হয়নি। পরে চিত্রলেখা শিক্ষক হিসেবে পেলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একসময় বিবিদি অর্থাৎ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিখতে আরম্ভ করেন। তিনি চিত্রলেখাকে কোথাও ভর্তি হতে দেননি বাড়িতে বসে যত্ন করে গান শেখাতেন।

দুই শতাব্দীর দেবী পুজা

কলকাতার ব্যস্ত বৈঠকখানা রোডের বুকেই লুকিয়ে রয়েছে নীলমণি সেন বাড়ির প্রায় দুই শতাব্দীর পুরনো দুর্গাপুজোর ইতিহাস। যশোর থেকে কলকাতায় আসা সুবর্ণ বণিক নীলমণি সেনের পরিবারে প্রথম এই পুজোর সূচনা হয়েছিল জাকারিয়া স্ট্রিটে। পরে তাঁর পৌত্র কানাইলাল সেনের হাত ধরে ১৯১৩ সালে বৈঠকখানা রোডের বাড়িতে শুরু হয় পুজো। কিন্তু এই পুজোর আসল বিস্ময় তার দেবীমূর্তিতে। এখানে নেই দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী, নেই কোনও অস্ত্র, নেই মহিষাসুর। দ্বিভুজা দেবী এক হাতে অভয়, অন্য হাতে বরদামুদ্রা নিয়ে সিংহের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। আবার সন্ধিপুজোয় পরিবারের সদস্যদের রক্ত নিবেদন এবং ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানোর মতো বিশেষ রীতিও রয়েছে। পুরনো কলকাতার ইতিহাস, পারিবারিক বিশ্বাস এবং স্বতন্ত্র দেবীরূপ;সব মিলিয়ে নীলমণি সেন বাড়ির দুর্গাপুজো আজও শহরের বনেদি ঐতিহ্যের এক অনন্য অধ্যায়। কলকাতার ব্যস্ত বৈঠকখানা রোডের বাড়িগুলির ভিড়ে নীলমণি সেন বাড়ি বাইরে থেকে দেখলে হয়তো আর পাঁচটা পুরনো বনেদি বাড়ির মতোই মনে হবে। কিন্তু এই বাড়ির অন্দরমহলে এখনও টিকে রয়েছে এক বিশেষ দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য, যেখানে দেবী মহিষাসুরমর্দিনী নন, তিনি ‘অভয়া দুর্গা’। অস্ত্রহীন, দ্বিভুজা, শান্ত মুখের এই দেবীমূর্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রায় দুই শতাব্দীর পারিবারিক ইতিহাস। এই ইতিহাসের শুরু বৈঠকখানা রোডে নয়। যশোরের বাসিন্দা সুবর্ণ বণিক নীলমণি সেন উনিশ শতকের গোড়ায় কলকাতায় এসে জাকারিয়া স্ট্রিট অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সেখানেই তাঁর পরিবারে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। অর্থাৎ, বর্তমান বাড়িতে পুজো শুরু হওয়ার আগেই সেন পরিবারের দুর্গোৎসবের ঐতিহ্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরে নীলমণি সেনের পৌত্র কানাইলাল সেন বৈঠকখানা রোডে বাড়ি ও ঠাকুরদালান গড়ে তোলেন। ১৯১৩ সাল থেকে সেই বাড়িতে নিয়মিত দুর্গাপুজো শুরু হয়। বৈঠকখানা রোডের বাড়িটির স্থাপত্যেও পুরনো কলকাতার ছাপ স্পষ্ট। তিন খিলানবিশিষ্ট ঠাকুরদালানকে ঘিরে একসময় ছিল সূক্ষ্ম ফুল-লতার কারুকাজ। বাইরের বারান্দার নিচের ব্র্যাকেট এবং উপরের নকশাদার গ্রিলও ঢালাই লোহার তৈরি। সময়ের সঙ্গে বাড়িতে একাধিকবার রং ও সংস্কার হয়েছে। ফলে পুরনো অলংকরণের অনেকটাই এখন আর স্পষ্ট নয়, কিন্তু ঠাকুরদালানের মূল কাঠামো এখনও সেই বনেদি সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। এই পুজোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য অবশ্য স্থাপত্য নয়, দেবীর রূপ। এখানে দুর্গার দশটি হাত নেই।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করেছেন এবং অন্যায় করেছেন। অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ সেই ধৈর্য দেখাতে পারেননি বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর বলতেন বলতেন, দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

‘মহানায়ক’ উত্তমকুমারের লিপে কালজয়ী সঙ্গীত

রবীন্দ্রকুমার শীল

মহানায়ক উত্তমকুমার মানেই হল একটি ফ্লিমি ইন্ডাস্ট্রিতে সাজসাজ রব। টলিউড ব্যস্ত থাকে। কারোর হাতে সময় অপচয় করার কোনও সুযোগ থাকে না। উত্তমকুমারও সময় নষ্ট করতেন না। ছবি করার সময়ে তিনি খুবই সিরিয়াস থাকতেন। বেশি কারোর সাথে কথা বলতেন না। নিজে ধ্যানস্থ থাকতেন। ডয়লগ মুখস্ত করা থেকে শুরু করে গানের লিপ কীভাবে দিতে হবে তা নিয়ে মশগুল থাকতেন। আসলে তিনি বলতেন, অভিনয় জগতটাকে একেবারে ফেলনা বলে মনে করাটা খুবই ভুল। অভিনয় শুধু দর্শকদের বিনোদন করতে হবে তার কোনও মানে নেই। অভিনয়টা হচ্ছে একটি শিল্প। শিল্প গড়তে গেলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ভাবতে হয়। মনের মধ্যে দিয়ে গবেষণা করতে হয়। কীভাবে অভিনয়টাকে সত্যে পরিণত করতে হবে তার পথ খুঁজে বর করতে হয়। সেই কারণে তিনি অন্য সব অভিনেতা থেকে একেবারে আলাদা ছিলেন। শুধু তিনি অভিনয় করতেন তা নয়, সঙ্গীতের সঙ্গে আসাধারণভাবে লিপ দিতেন। গানের সঙ্গে শরীরিক সম্পর্ক রয়েছে। গানের মধ্যে দিয়ে মনের ভাবকে তিনি প্রকাশ করতেন পর্দায়। মনে হত তিনি সত্যিকারের ছবিতে গান গাইছেন। গানে লিপ দেওয়ার সময়ে তিনি মোহিত হয়ে যেতেন। তার একটি মাত্র কারণ তিনি স্বয়ং ভালো সঙ্গীত গাইতে পারতেন। তবলাও বাজাতে পারতেন। পিয়ানো ও হারমোনিয়াম বজাতেও পারতেন। ফলে তাঁকে যে গান মোহিত করে ফেলবে তা বলা যেতেই পারে। উত্তমকুমারের বেশির ভাগ গানে অংশ নিয়েছিলেন মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে থাকতেন নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরডি বর্মন, অনিল বাগচী, রবিন চ্যাটার্জি সহ আরও অনেকে। উত্তমকুমারের ‘দুইভাই’ ছবি (১৯৫৭) কথা সবার মনে আছে। সেখানে উত্তমকুমার ফেরিওয়ালা হয়ে খেলনা বিক্রি করছেন। গান গাইতে শুরু করেছেন ‘ নিলামবাবু ছ’আনা লে লে বাবু ছ’আনা’। সেই গান বিখ্যাত হয়েছিল। তখন কলকাতার সবার মুখে মুখে সেই গান ঘুরতো। এই গানটি সুর দিয়েছিলেন নচিকেতা ঘোষ। উত্তমকুমারের বেশিভার ছবিতেও সুর দিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। তার কারণ নচিকেতা রোমান্টিক গানের সুরটা ভালো করে দিতে পারতেন। তিনি আবার তাঁর গানে শিল্পী ছিলেন মান্না দে। বেশিরভাগ মান্না দে গানের সুর দিয়েছেন নচিকেতা। যদিও অন্য সঙ্গীত পরিচালকেরা মান্না দে’র গানে সুর দিয়েছিলেন। দেয়ানেয়া (১৯৬৩) সালে ছবিতে শ্যামল মিত্র সুর দিয়েছিলেন। সেই সুরে উত্তমকুমার গান গেয়েছিলেন ‘আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন’। উত্তমকুমার সব সঙ্গীত শিল্পীর গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। তবুও বলা যেতে পারে যে শ্যামল মিত্রের বেশ কয়েকটি গান তাঁর গলায় ভালো হয়েছিল। ‘ভালোবাসার আগুন জ্বালাও’ - এই বিখ্যাত গানটি ছিল সন্ন্যাসী রাজা’র (১৯৭৫)। গানটি গেয়েছিলেন মান্না দে। সুর দিয়েছিলেন নচিকেতা ঘোষ। জমিদারবাড়ির নাচঘরের বেশির ভাগ গানের সুর দিয়েছিলেন নচিকেতা ঘোষ। তিনি তখন এই নাচঘরের গানের সুর ওস্তাদ বলা যেতে পারে। ‘ যে বাড়িতে যাওনা সখি’। এই ছবির গানটিও বিখ্যাত হয়েছিল। আসলে সন্ন্যাসী রাজা ছবিটি বাঙালিদের মনে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এবারে দেখতে পেলাম কিশোর কুমারের গানে লিপ দিচ্ছেন উত্তমকুমার। ছবির নাম ‘রাজকুমারী’ (১৯৭৫) । সুর দিয়েছিলেন আরডি বর্মন। গানটি হল ‘এ কি হলো কেন হলো জানিনা’। বিষাদ ছোঁয়া রোমান্টিক গান বলা যেতে পারে। ‘তবুও পরেও বলার ছিল’ এই ছবির গান। গেয়েছিলেন কিশোর কুমার। ‘দুইভাই’ ছবির কথা নিশ্চয় কেউ ভুলে যাননি। সেই বিখ্যাত গান -‘তারে বলে দিও সে যেন আসে না আমার দ্বারে তারে বলে দিও’। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন। তিনিও ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানে বহু লিপ দিয়েছেন উত্তমকুমার। শাপমোচন ছবিতে উত্তমকুমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছেন,- ‘শোন বন্ধু শোন, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা।’ আবার মান্না দে’র গানে লিপ দিলেন উত্তমকুমার। ‘আমি এসেছি এসেছি’- ‘হার মানা হার’ (১৯৭২) ছবির গান। সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত। ‘ওগো কাজল নয়না হরিণী’ গানটি ‘মন নিয়ে’ (১৯৬৯) ছবির গান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন। আবার ‘বড় একা লাগে’ চৌরঙ্গী (১৯৬৮) ছবির গান। এই ছবিতে তিনি স্যাটা বোসের অভিনয় করেছিলেন। মান্না দে গানটি গান। আর সুর দিয়েছিলেন অসীম ভট্টাচার্য। ‘তা বলে কি প্রেম দেবো না’- ‘মৌচাক’ (১৯৭৪) ছবির গান। মান্না দে গানটি গেয়েছিলেন। সুরকার নচিকেতা ঘোষ। এই গানটি বাংলার ঘরে ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। লোকেদের মুখে এটা প্রবাদ বাক্য হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সময়ে ‘তা বলে কি প্রেম দেবো না’ বলে গানটি ব্যবহার করতো মানুষেরা। গানগুলি কখন যে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে গিয়েছিল তা কারোর জানা ছিল না। উত্তমকুমারের প্রতিটি গানই ঘরে ভিতরে প্রবেশ করেছে। বিশেষ করে মহিলা জগতকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল উত্তমকুমার। তখনকার সময়ে মহিলারা ছিলেন উত্তমকুমারের বড় ফ্যান। উত্তমকুমারের নামে কোনও নিন্দা কথা শুনতে তারা নারাজ ছিল। কেউ যদি উত্তমকুমারের নামে বদনাম করতো তাহলে তার রক্ষা পাওয়া খুবই মুশকিল ছিল। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা না থাকলে এত বড় শিল্পী হওয়া একেবারে অসম্ভব। ‘জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লেখ হিসাব নিকাশ কিছুই রবে না’- দেয়ানেয়া (১৯৬৩) ছবির গান। গেয়েছেন শ্যামল মিত্র। শ্যামল মিত্রের ওপরে উত্তমকুমারের একটি অনুরাগ ছিল। কেন সেটা বোঝা খুবই মুশকিল। তবে মনে হয় ‘সাড়ে ৭৪’ ছবির সময় থেকেই উত্তমকুমার শ্যামল মিত্রের ওপরে বেশি নজর দিতে থাকেন। শ্যামল মিত্র বড় শিল্পী ছিলেন নিশ্চয়। তবুও তিনি কেন যেন একঘরে হয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। হেমন্ত, মান্না দে, মানবেন্দ্র এর পাশাপাশি শ্যামল মিত্র নিজেকে দাঁড় করাতে পারছিলেন না। যদিও শ্যামল মিত্র কোনও রকম ভাবে ঈর্ষান্বিত ছিলেন না। তবুও বলা যেতে পারে উত্তমকুমার প্রায় সময়ে শ্যামল মিত্রের নাম স্মরণ করতেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে তো ছিলেন তাঁর কাছে দেবতার মতো। তিনি ইনাদের দেবতার মতো ভক্তি করতেন। শ্রদ্ধা করতেন। দেখলেই নমস্কার করতেন। আপ্লুত হতেন। একবার মুম্বইতে গিয়েছেন উত্তমকুমার। রাস্তায় পার হচ্ছেন। গাড়িতে ছিলেন মান্না দে। গায়ক মান্না দে উত্তমকুমারকে ডাকলেন। উত্তমকুমার মান্না দেকে দেখতে পেয়ে আপ্লত হলেন। তিনি মান্না দে’কে বললেন, দাদা আপনি কি গান গেয়েছেন। ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’র ছবির গান। উত্তমকুমার গানের টেপ নিয়ে লিপ প্রাকটিশ করছেন দিনরাত। কথ কঠিন গান আপনি গেয়েছেন। প্রতি গানই এত সুন্দর যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ছবির নাম ‘শ্যামলী’ (১৯৬৮)। গানট হচ্ছে ‘দেখোনি কি পাথরেও ফোটে ফুল’। গেয়েছেন মান্না দে। লিপ দিয়েছেন উত্তমকুমার। সুরকার ছিলেন গোপেন মল্লিক। ‘বন পলাশির পদাবলী’ ছবিতে সুরকার ছিলেন শ্যামল মিত্র। ‘ভোলামন মন আমার’ । ‘বন পলাশির পদাবলী’ ছবিটি ছিল মাটির ছবি। মাটির ছবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গানগুলিতে মাটির টান রেখে গাওয়া হয়েছিল। আবার সেই বিখ্যাত গান যা বাংলাকে আলোড়িত করেছিল। ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’ ছবিটা বাংলার চলচ্চিত্রে অন্যতম সেরা ছবি বলে গণ্য হয়। ‘আমি যামিনী তুমি শশী হে ভাতিছ গগন মাঝে’- এই গানটি গেয়েছেন মান্না দে। সুর দিয়েছেন অনিল বাগচী। আবার এই ছবির বিখ্যাত গান ‘আমি যে জলসা ঘরে’ এবং ‘তুই আমায় শক্তি দিবি কিনা বল মা’। আসলে অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি সব ছবিটাই বিখ্যাত হয়েছিল। তার গানগুলোও বিখ্যাত ছিল। ভোলা ময়রার সঙ্গে কবি গানের লড়াইয়ের গানটাও বিখ্যাত ‘কেউ বা করছেন জর্জগিরি’। কবি গান দিয়ে ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’র (১৯৬৭) গানটি উজ্জ্বলময় হয়ে উঠে। ‘কাহার বানায় দাদরা বাজাও’ সন্ন্যাসী রাজা (১৯৭৫)। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন নচিকেতা ঘোষ। এরপরে যে বইটির নাম উল্লেখ করতে হয় তার নাম ‘নিশিপদ্ম’। ছবিটি রিলিজ করেছিল ১৯৮৬ সালে। নিশিপদ্ধ ছবির গান গেয়েছিলেন মান্না দে। এ ছবিতে গান গেয়ে মান্না দে রাষ্ট্রপতি পদক পান। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন নচিকেতা ঘোষ। ‘না না আজ রাতে যাত্রা শুনতে যাব না’। কতখানি দরদ দিয়ে গানটি গেয়েছিলেন সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ‘রাজার পঙ্খী উইড়া গেলে রাজা সোনার ঘাঁচা বান্ধে’। এই গানটি বিষাদের গান। গেয়েছিলেন শ্যামল মিত্র। ‘যা খুশি ওরা বলে বলুক’ গানটি গেয়েছিলেন মান্না দে। লিপ দিয়েছিলেন উত্তমকুমার। সঙ্গীত না থাকলে কোনও ছবি কর্মাশিয়াল ভালো হয় না। ভালো কর্মাশিয়াল ছবি করতে গেলে ভালো গান দরকার। সেই কারণে পরিচালকেরা আগেই গান পচ্ছন্দ করতেন। তারপরে সেই গানে সুরকার এবং গায়ক পচ্ছন্দ করতেন। উত্তমকুমারের গলায় কার গান বেশি মানায় সেই কথা পরিচালকদের মনে রাখতে হতো। বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বিখ্যাত গায়কের অভাবে ছবি একেবারে মাটি হয়ে গিয়েছে। আবার উত্তমকুমারের গান পচ্ছন্দ না হলে তিনি লিপ দিতে চাইতেন না। বাংলার চলচ্চিত্র জগত এক সময়ে উত্তমকুমারের নির্দেশে পরিচালিত হতো বলা যেতে পারে। কর্মাশিয়াল ছবি করতে গেলেই উত্তমকুমারকে দিয়ে ছবি করতে হবে সেই একটি ধারনা বয়ে চলেছিল চলচ্চিত্র মহলে বিশেষ করে প্রযোজক মহলে। প্রযোজকেরা টাকা ঢালতো। তারা টাকাকে উসুল করার কথা ভাবতো। ফলে উত্তমকুমারের অভিনয় মানেই ঘরে টাকা আসা। তার সঙ্গে যদি হেমন্ত, মান্না দে এবং শ্যামল মিত্র থাকতো তাহলে তো আর কথাই নেই। চোখকান বুজে পরিচালক এবং প্রযোজক ছবি করতো। বিশেষ করে পুজোর সময়ে বাংলার প্রতি প্রেক্ষাগৃহে উত্তমকুমারের ছবি দেখতে পাওয়া যেত। পুজোর ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এমনকী দশমীর দিনের টিকিট পাওয়া মুশকিল ছিল। কালীপুজো পর্যন্ত উত্তমকুমারের ছবি দেখতে ভিড় লেগে থাকতো প্রেক্ষাগৃহে। তখন ছবিঘর, উজ্জ্বলা, অরুণা, পূরবী, প্রাচী, রাধা, উত্তরা বহু নামকরা প্রেক্ষাগৃহে উত্তমকুমারের ছবি। সেই সঙ্গে ছবির গানের ক্যাসেট বের হতো। সেই কাসেটের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। উত্তমকুমার একা ঘরে টাকা তুলতেন না। তাকে ঘিরে যারা ছিল সবাই অর্থ লাভ করতেন। উত্তমকুমার ছিলেন একটি বিসনেজ ইন্ডাস্ট্রি। ছবি করে কী করে অর্থ উপায় করদ্ধকতে হয় বাংলা ছবির জগতকে ধনী করতে হয় সেই কৌশল উত্তমকুমারের ছিল। তিনিও কোনও সময়ে অভিনয়ে খানতি দিতেন না। অভিনয় করতেন মন দিয়ে। বাংলার সিনেমা যাতে মর্যাদা লাভ করতে পারে তার কথা তিনি ভাবতেন। সেই পথ ধরে চলতেন।

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে কলকাতার নিউটাউনে মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ‘উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার-এর শিলান্যাস করলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ও মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক, মিঠুন চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শ্রীমতি রূপা গাঙ্গুলী, শ্রীমতি পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, হীরনময় চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক তরুণজ্যোতি দেওয়ারি এবং মহুয়া চট্টোপাধ্যায় এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উত্তমকুমারকে নিয়ে একটি আকাদেমি গড়ে তোলার কথা ভাবতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি তৈরি করা হবে আর্কাইভও। আর্কাইভ তৈরি করে সেখানে উত্তমকুমারের অভিনীত সব ছবিকে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এবারে উত্তমকুমারকে নিয়ে কোনও ছাত্ররা যদি গবেষণা করতে চায় তাহলে তাকে সব দিক দিয়ে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

শিক্ষক দিবসের প্রেক্ষাপট

ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

‘পাণ্ডিত্য থেকে প্রতীকে ভারতে শিক্ষক দিবসের প্রেক্ষাপট।’

৫ সেপ্টেম্বর সম্বর্ধনার পুষ্পস্তবক দেয়া, সম্মানসূচক বক্তৃতা কিংবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষকদের সম্মান প্রদর্শনের মূল উৎস খুঁজতে হলে তামিলনাড়ুর দক্ষিণাঞ্চলীয় ক্ষুদ্র শহর তিরুট্টানির এক বিনম্র বালকের জীবনযাত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। পার্থিব সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম। প্রতিকূল পরিবেশে তেলের প্রদীপের ম্লান আলোয় ধার করা বই পড়া এবং দার্শনিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়, যা তাঁর বিদ্যোৎজনের কাছে প্রশংসা লাভ করেছিল। সেই প্রখর ও অনুসন্ধিৎসু মেধা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হতে থাকে। এই বৌদ্ধিক কৌতূহল তাঁকে মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে শুরু করে মহীশূর, কলকাতা এবং অক্সফোর্ডের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সেই কৌতূহলী বালকটিই পরবর্তীতে শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন, যাঁর নাম ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ। তাঁর কাছে শিক্ষা শুধু পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল প্রাণবন্ত অন্বেষণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনার একটি প্রক্রিয়া। তিনি বিশ্বদরবারে ভারতীয় দর্শনের সূক্ষ্মতা ও সমৃদ্ধি উপস্থাপন করেছিলেন, যার ফলে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব আন্তর্জাতিক স্তরে মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৬২ সালে ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর, তাঁর প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিন অত্যন্ত মহিমান্বিতভাবে পালন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তবে রাধাকৃষ্ণণ ব্যক্তিগতভাবে সেই সম্মান গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। পরিবর্তে, তিনি প্রস্তাব করেন যে এই দিনটি যেন সমগ্র দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়। নিজের মাহাত্ম্য ত্যাগ করে তিনি ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষককে পিতামাতার পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা গঠনের ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য ও পূজনীয় সত্তা হিসেবে বিবেচনা করতেন। তথাপি, রাধাকৃষ্ণণ স্বীকার করে ছিলেন যে এই দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য কোনো বিশেষ ব্যক্তিতে নয়, বরং দেশের সকল শিক্ষকের নিরলস অবদানের মধ্যে নিহিত। এটি জ্ঞানের সেই চিরায়ত ধারার অংশ যা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রাচীন মহাকাব্যের ঋষিদের জ্ঞান ও চাণক্যের প্রজ্ঞাময় কৌশল থেকে শুরু করে প্রান্তিক অঞ্চলের অখ্যাত শিক্ষক;যাঁরা জ্ঞান বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের সকলের কাছেই আমরা ঋণী। প্রতি বছর ৫ সেপ্টেম্বর যখন শিক্ষার্থীরা হাতে লেখা বা মুদ্রিত শুভেচ্ছা পত্র দিয়ে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, তখন তারা মূলত এই অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

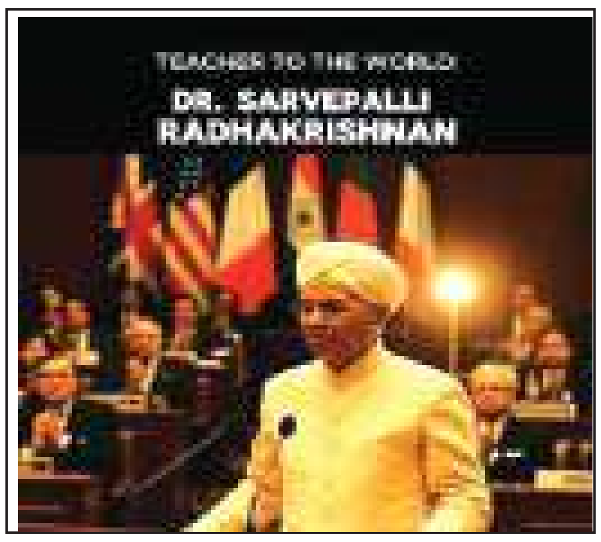

তাঁর রচিত "Political Thinkers of Modern India" গ্রন্থে তিনি তৎকালীন প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নীত গণতান্ত্রিক ভারতের প্রেক্ষাপটে শিক্ষক এবং শিক্ষার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা বিদগণ একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেন। ফলস্বরূপ, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি একান্ত কর্তব্য।

Before September 5th became associated with bouquets– greeting cards– and accolades within educational institutions– its roots can be traced to a modest youth from the small southern hamlet of Tiruttani in Tamil Nadu. Despite lacking socioeconomic privileges– Sarvepalli Radha krishnan maintained an unquenchable passion for learning. During his formative years– he engaged in philosophical discourse within his community and studied borrowed manuscripts under the faint glow of oil lamps.

ঃ পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ঃ
উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টারে মুখ্যমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা

তিনদিন ব্যাপী উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ পালনের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে ছিল একটি বিশেষ আকর্ষন যার জন্য বাংলার সমস্ত উত্তমপ্রেমিরা দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করছিলেন। কলকাতার নিউ টাউনে উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টারের শিল্যানাস উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টারে উত্তমকুমারের বেশি ভাগ ছবির সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। থাকছে প্রেক্ষাগৃহ। সেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ব্যবস্থা থাকবে। ভবিষ্যতে উত্তমকুমারকে নিয়ে কেউ যদি গবেষণা করতে চায় তাহলে তাহলে তাকে সরকার থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। থাকছে উত্তমকুমারকে নিয়ে একটি বড় গ্রন্থাগার। সেখানে উত্তমকুমারের ওপরে প্রকাশিত সব গ্রন্থ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক, মিঠুন চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শ্রীমতি রূপা গাঙ্গুলী, শ্রীমতি পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, হীরনময় চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক তরুণজ্যোতি দেওয়ারি এবং মহুয়া চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টার নির্মাণের জন্য ভূমিপুজা, প্রতিষ্ঠিত ফলক এবং উত্তমকুমারের একটি বিশাল ছবিও থাকছে। এদিন থেকে শুরু হল উত্তমকুমারের ছবি নিয়ে উৎসব। উদ্বোধনী ছবি হিসাবে দেখানো হচ্ছে ‘নায়ক’ নন্দন-১ তে। তারপরে রয়েছে ‘ঝিন্দের বন্দী’। রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যসভার সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিন ভারতীয় ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে উত্তমকুমারের ওপরে স্পেশাল

কভার এবং ডাক টিকিট প্রকাশ করা হয়। এদিন বাংলার বর্ষীয়ান শিল্পীদের সম্বর্ধনা দেওয়া ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। শ্রীমতি সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতি মাধবী চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, দীপঙ্কর দে, মহুয়া চক্রবর্তী, কল্যাণী মণ্ডল, রত্না ঘোষাল, শকুন্তলা বড়ুয়া, প্রভাত রায়, বীরেশ চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক মণ্ডল, বিশু দাস, মিতা চ্যাটার্জি প্রমুখদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ইনারা সকলেই উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। সঞ্চালনায় ছিলেন অঞ্জনা বাসু এবং অরিন্দম গাঙ্গুলী। বর্ষীয়ানদের আড্ডার আসর বসেছিল। উপস্থিত ছিলেন যিশু সেনগুপ্ত ও অবীর চট্টোপাধ্যায়। সব শেষে দেখানো হল উত্তমকুমারকে নিয়ে একটি তথ্য চিত্র ‘মহানায়ক- এ সুপারস্টারস জার্নি’। পরিচালক স্বপন দাস। ফিল্ম ডিভিশন।

অরুণ থেকে উত্তম, সাদাকালোর সহজ সরণি নয়, আশা-হতাশার চোরা বাঁক সামলেই শিখরজয়
তিনি আটপৌরে বাঙালির জীবনে কোনও আদর্শপুরুষ নন। তিনি বাঙালির কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত এক পুরুষ। স্বাধীনোত্তর দেশে চিরকাল স্বপ্নভঙ্গে অভ্যস্ত বাঙালির যাবতীয় ইচ্ছাপূরণের জীবন্ত প্রতীক। তিনি উত্তমকুমার। তাঁর নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে আজও আমরা আনমনা হই। কেমন ছিল সেই স্বপ্নপুরুষের যাত্রাপথের শুরুর দিনগুলি, কেমনই বা ছিল তাঁর জনপ্রিয়তার নানা বাঁক বা বাঁকবদল দেশ ব্রিটিশমুক্ত হল, তিনি ‘মুক্তি’ পেলেন না সবে দেড়-দু’বছর হয়েছে কলেজের পড়া ছেড়ে সাধারণ একটা চাকরিতে ঢুকেছেন উত্তমকুমার। অফিস করে সন্ধেবেলায় ঢুঁ মারেন থিয়েটারে, কখনও সিনেমা দেখতে চৌরঙ্গী পাড়ার সাহেবি হলে। পাশাপাশি, গানবাজনাও চলছে। চলছে ক্লাবের নাটকে অভিনয়ও। হলিউডের তারকাদের অভিনয় দেখতে দেখতেই মাথায় চাপল সিনেমায় অভিনয়ের পোকা। (ক্রমশ)

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

নিউ ফারাক্কায় ভূমিধসের কারণে ট্রেন চলাচলে পরিবর্তন

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ ফারাক্কায় ভূমিধসের কারণে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির চলাচলে পরিবর্তন আনা হয়েছেঃ ট্রেন বাতিল (৪.০৯.২০২৬ তারিখে যাত্রারম্ভকারী)ঃ ১২০৪১ /১২০৪২ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস, ১৩১৬১ কলকাতা - বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস, ১৩০১১ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ১৩১৪১ শিয়ালদহ - নিউ আলিপুরদুয়ার তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস, ১৩৪৬৫ / ১৩৪৬৬ হাওড়া - মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ৫৩০২৮ মালদা টাউন - আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার। এছাড়া, ১৩৪২৯ মালদা টাউন - আনন্দ বিহার টার্মিনাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (৪.০৯.২০২৬ তারিখে যাত্রারম্ভকারী)- এর যাত্রাপথ পরিবর্তন করে একলাখি - কুমেদপুর - কাটিহার - মানসি - মুঙ্গের - কিউল হয়ে চালানো হবে।

গ্রেফতার নানুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে বীরভূমের একটি পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা গেছে, গ্রেফতার করা হয়েছে বীরভূম জেলার চণ্ডীদাস নানুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নানুর থানার সাকুলিপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত উপপ্রধানকে শুক্রবার আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গেছে। শুক্রবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে গ্রামে একাধিক বাড়ি ভাঙচুর, মারধর, হেনস্থার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সাকুলিপুর গ্রামেরই এক বাসিন্দা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

সেবক রোডে প্রশাসনের বড় পদক্ষেপ, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার পাওয়ায় রান্নাঘর সিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ শহরের অন্যতম প্রধান সেবক রোড এলাকায় হোটেল ও রেস্তোরাঁর খাবারের মান এবং পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষার জন্য একটি ব। যৌথ অভিযান চালাল প্রশাসন। জলপাইগুড়ি সদর এসডিও-র নেতৃত্বে ফুড সেফটি দফতর, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল প্ল্যানেট মল, কসমস মলসহ আশেপাশের একাধিক মল, হোটেল ও রেস্তোরাঁয় আচমকা পরিদর্শন চালায়। অভিযান চলাকালীন আধিকারিকরা খাদ্যসামগ্রীর গুণমান, রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা, খাবারের মেয়াদ এবং কাঁচামালের লেবেলিং খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। এই সময় সেবক রোডের একটি নামী বারের রান্নাঘরে একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, রান্নাঘরে ব্যবহৃত কিছু মশলা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর মেয়াদের তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও তা রেখে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া রান্নাঘরের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন আধিকারিকরা। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে জলপাইগুড়ি সদর এসডিও সংশ্লিষ্ট বারের রান্নাঘরটিকে তাৎক্ষণিকভাবে অস্থায়ীভাবে সিল করার নির্দেশ দেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে একটি লিখিত নির্দেশিকাও জারি করা হবে। অন্যদিকে, অভিযান চলাকালীন সেবক রোডের আরও কয়েকটি হোটেল ও রেস্তোরাঁতেও পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক লেবেলিং সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘাটতি সামনে এসেছে। আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে খাদ্য সুরক্ষা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশাসন পরিস্কার করে জানিয়েছে যে, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও খাদ্য সুরক্ষার সাথে কোনোভাবেই আপস করা হবে না। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম পুনরায় পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রেলের পর এবার সড়ক পথে বাধা, ফরাক্কায় বন্ধ হলো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা

মিঠুন হালদার, ফরাক্কা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার নামা ভূমি

ধসের কারণে গতকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়েছে। নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ধস সারিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার আগেই এবার ফরাক্কা দিয়ে ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে ঝাড়খণ্ডের পাহাড় নদী জল নিশিন্দ্রা কাটান এলাকায় রাস্তার ওপর দিয়ে বইতে শুরু করায় নিরাপত্তার কারণে ফরাক্কা ব্লক প্রশাসন ওই রাস্তা দিয়ে সমস্ত রকম যানবাহনে চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে রাস্তার দু'ধারে প্রচুর পাথর বোঝাই লরি সহ অন্যান্য পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রশাসনের আশঙ্কা যে গতিতে পাহাড়ি নদীর জল রাস্তার উপর দিয়ে বইছে তাতে নিশিন্দ্রা কাটানের ওই অংশে রাস্তাটি ভেঙে যেতে পারে। রাস্তা একবার ভেঙে গেলে নতুন করে সেখানে রাস্তা তৈরি না করে কোনও গাড়ি চলাচল করানো সম্ভব হবে না। ফরাক্কায় ফিডার ক্যানেলের পশ্চিম পাড়ে বেওয়া থেকে সামশেরগঞ্জের পুটিমারি রোড পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের অফ্ল্যাক্স রোড। এই এলাকাতেই নিশিন্দ্রা গ্রামের পাশে রয়েছে ফরাক্কা এনটিপিসি কর্তৃপক্ষের একটি বড় ছাইপুকুর। প্রত্যেক বছর বর্ষার সময় ঝাড়খন্ডের পাহাড়ি নদীর জল নেমে এসে ওই এলাকাকে ভাসিয়ে দেয়। তার ফলের সমস্যায় পড়েন বেওয়া -১, বেওয়া -২, বাহাদুরপুর এবং ইমামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটির ওপর দিয়ে ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ি নদীর জল প্রবাহিত হতে শুরু করায় একদিকে পণ্যবাহী গাড়ি যেমন দাঁড়িয়ে পড়েছে তেমনই অ্যাম্বুলেন্স সহ অন্যান্য গাড়িও রাস্তা পারাপার করতে পারছে না। এর ফলে স্কুলে যেত সমস্যায় পড়ছেন এলাকার ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষ। ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উম্মেতুমিমা বলেন, গোটা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ওই এলাকার এনটিপিসির বেদখল হওয়া জমি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলে তবেই নিশিন্দ্রা কাটান এলাকায় জল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য তারা ক্যানাল তৈরি করে দেবেন। ওই এলাকার বাসিন্দা স্বাধীন ঘোষ বলেন, নিশিন্দ্রা কাটানের রাস্তাটি ব্যবহার করে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ঝাড়খন্ড, রাজমহল সহ একাধিক এলাকায় যাওয়া যায়। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ি নদীর জল প্রবল বেগে রাস্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করায় বর্তমানে প্রশাসন রাস্তার দু'ধারেই ব্যারিকেড করে দিয়েছে। ওই ব্যক্তি বলেন, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম এই এলাকায় একটি ব্রিজ নির্মাণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস বিধায়ক এবারের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকে ব্রিজ নিয়ে কোনও আলোচনাই হচ্ছে না, বিধায়ককেও এলাকায় দেখা যায় না। অন্যদিকে নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ধস নামার পর শুক্রবার সেখানে পৌঁছান মালদা (উত্তর) লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। এলাকা পরিদর্শন করার পাশাপাশি কথা বলেন রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে। পরিদর্শন করার পর তিনি দাবি করেছেন, শুক্রবার রাত বারোটার মধ্যে স্বাভাবিক হবে ট্রেন চলাচল। অপর একটি ঘটনায় প্রবল বর্ষণের কারণে শুক্রবার সকালে দুর্বল বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হল এক যুবকের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার অন্তর্গত বড়কাপসা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই ব্যক্তি্র নাম বিপদতারণ বাগদী। গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণের ফলে বিপদতারণবাবুর মাটির বাড়িটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। গতকালই তাঁর বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। শুক্রবার সকালে ভেঙে পড়া বাড়ি থেকে বিভিন্ন জিনিস বার করে নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই হুড়মুড়িয়ে গোটা বাড়িটির তার ওপর ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত বিপদতারণ বাগদীকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি গত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণ এবং বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে ময়ূরাক্ষী নদীতে জলের পরিমাণ বাড়তে শুরু করায় বড়ঞা ব্লকের সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আরও কিছু গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করেছে। জলস্তর আরও বাড়লে বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের সুতি এলাকায় কাঁকসা নদীতে জলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় উমরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আরও কয়েকটি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।

কৌশিকী অমাবস্যায় ভিড় ও অশান্তি এড়াতে বন্ধ রাখা হচ্ছে গর্ভগৃহের ভেতরের প্রবেশাধিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারাপীঠ, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আসছে কৌশিকী অমাবস্যা। কালীভক্তদের কাছে কৌশিকী অমাবস্যা তিথিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে বীরভূম জেলার তারাপীঠ মন্দিরে ভক্তের ঢল নামে এই তিথিতে। প্রতি বছর এই বিশেষ তিথিতে মা তারার দর্শন ও পুজো দিতে দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয়। চলতি বছর কৌশিকী অমাবস্যা তিথি শুরু হবে পঞ্জিকা অনুযায়ী, ২০২৬ সালে কৌশিকী অমাবস্যা পালিত হবে ১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। অমাবস্যা তিথি শুরু হবে ওই দিন সকাল ১০টা ১১ মিনিটে এবং শেষ হবে তার পরের দিন অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকাল ৮ টা ৫০ মিনিটে। তাই সূর্যোদয়ের সময় ধরলে, ১০ সেপ্টেম্বরই কৌশিকী অমাবস্যার প্রধান দিন হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এই বছর কৌশিকী অমাবস্যার দিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তারাপীঠ মন্দির কমিটি ও প্রশাসন। বিশেষ করে এই কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে তারাপীঠ চত্বর জুড়ে লক্ষ লক্ষ পর্যটকদের সমাগম ঘটে। সেই সমস্ত ভক্তরা মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে পুজো দিতে গিয়ে ঝগড়া ঝামেলা অশান্তি এবং ধাক্কাধাক্কির শিকার হন।

সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় মন্দিরে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। সেই কথা মাথায় রেখে মন্দির কমিটির তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এই বছর কোনও ভক্তরা মন্দিরের গর্ভগৃহের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায় জানান শুধুমাত্র সাধারণ পর্যটক না, এর পাশাপাশি কোনও মন্ত্রী, প্রশাসনিক কর্তা, এমনকী তারাপীঠ মন্দিরের সেবায়েতেরাও কৌশিকী অমাবস্যা তিথি চলাকালীনকেও মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে পারবেন না। শুধুমাত্র সেই দিন মন্দিরের যে পালিদার থাকবেন, শুধুমাত্র সেই গর্ভগৃহের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন। অন্যদিকে, রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক ধ্রুব সাহা জানান, মন্দির কমিটির এই সিদ্ধান্তকে আমরা সহমত জানাচ্ছি। মূলতঃ ভক্তদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই জন্যই মন্দির কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গেছে, কৌশিকী অমাবস্যার দিন ভক্তরা নির্দিষ্ট লাইন দিয়ে গর্ভগৃহের বাইরে থেকে মা তারার দর্শন করবেন। অমাবস্যা তিথি শেষ হওয়ার পর আবার যথারীতি ভাবে গর্ভগৃহের ভেতরে ঢুকে পুজো দিতে পারবেন ভক্তরা।

গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ এলাকায় জুয়া ও সাট্টার কারবার বন্ধ করতে অভিযানে নেমেছে জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এস আই শান্তনু ব্যাধ, এ এস আই বিশ্বজিত সরকার সহ পুলিশ টিম বৃহস্পতিবার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,এই অভিযানের সময় জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত বাজার এলাকায় জুয়া ও সাট্টার আসর চালানোর অভিযোগে বাবুরাম সর্দার (৫২) ও সাইদুল মোল্লা (৩৫) নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁদেরকে জয়নগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জুয়া ও সাট্টার মতো বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে। ধৃতদেরকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

দুই বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার রঘুনাথগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে ফের দুই বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতারকে ঘিরে চাঞ্চল্য। তবে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথেই পুলিশের গাড়ি থেকে দুই আসামির পালানোর ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। পলাতক দুই আসামির মধ্যে একজনকে পরবর্তীতে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, মোহাম্মদ রুবেল শেখ নামে অপর আসামি এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রঘুনাথগঞ্জ থানার কৃষ্ণশাইল মোড় এলাকা থেকে সন্দেহজনক অবস্থায় পাঁচজনকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর তাঁদের মধ্যে আনারুল শেখ এবং মোহাম্মদ রুবেল শেখের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়। শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ পাঁচ আসামিকে নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথে কিছু কাগজপত্রের জেরক্স করানোর জন্য এক পুলিশকর্মী গাড়ি থেকে নামেন। সেই সুযোগেই দুই বাংলাদেশি আসামি পুলিশের গাড়ি থেকে চম্পট দেয় বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় তল্লাশি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক পলাতক আসামিকে খুঁজে পায় পুলিশ। তবে মোহাম্মদ রুবেল শেখ খড়খড়ি নদী পার করে গোপালনগর এলাকার একটি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে বলে জানা গেছে। এরপর থেকেই জঙ্গল ঘিরে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে জঙ্গলের ভিতরে পলাতক বাংলাদেশি আসামির খোঁজ চলছে। একবার স্থানীয় বাসিন্দারাও জঙ্গলের মধ্যে রুবেলকে দেখতে পান বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ পৌঁছনোর আগেই ফের জঙ্গলের ভিতরে গা-ঢাকা দেয় সে। কীভাবে দুই আসামি পুলিশের নিরাপত্তা এড়িয়ে গাড়ি থেকে পালাল, সেই ঘটনায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না-তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পলাতক মোহাম্মদ রুবেল শেখকে ধরতে জঙ্গলের বিভিন্ন অংশে তল্লাশি চালাচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। কী উদ্দেশ্যে ওই বাংলাদেশি নাগরিকরা ভারতে এসেছিল এবং তাঁদের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চলছে।

পুরুলিয়ায় রাজ্য স্তরের 'তাল মেলা ও প্রদর্শনী'র শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ তাল গাছের বহুমুখী ব্যবহারকে কাজে লাগিয়ে তালজাত পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পুরুলিয়ার এম.এস.এ. ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হলো রাজ্য স্তরের 'তাল মেলা ও প্রদর্শনী'। আজ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

এই মেলার শুভ উদ্বোধন ঘটে। উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী নদীয়া চাঁদ বাউরী, পুরুলিয়ার জেলাশাসক সুধীর কোন্থাম (আইএএস), পুরুলিয়া বিধানসভার বিধায়ক সুদীপ কুমার মুখার্জী, সকল অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পদস্থ আধিকারিকেরা। এই মেলায় তালের তৈরি হরেক রকমের খাদ্যসামগ্রী ও পণ্যের মোট ৩০ টি দৃষ্টিনন্দন স্টল দেওয়া হয়েছে। মেলার মূল আকর্ষণ হিসেবে জেলার তালচাষি ও তালগাছের মালিকদের জন্য একটি বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রশাসনের আশা, পুরুলিয়ায় তালজাত পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন ও তা বাজারজাতকরণের এই উদ্যোগ জেলার ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের আর্থিক ও সামাজিক মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

ABRIDGED TENDER NOTICE

SNIT No. : 3/SNIT/EE-I/LDCD/IWD of 2026-2027 Dtd. 04-09-2026

Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of W.B. from the bonafide agencies for 7 nos. Emergent work [3 nos. emergent water hyacinth clearing work and 4 nos. emergent restoration work]. Last date of application for Tender is: **06.09.2026 upto 12.00 noon.** Other details may be seen in the website: **https://iwd.wb.gov.in** and also in the office of the undersigned.

sd/-
Executive Engineer-I
Lower Damodar Construction Division
Fuleshwar, Uluberia, Howrah-711316

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি পার্বতী খাঁড়া,স্বামী-শ্রী অসিত খাঁড়া,সাং + পোষ্ট-দেউলপুর, ১)শ্রীমত্যা মঞ্জুশ্রী সরকার, স্বামী- স্বর্গীয় মানিক সরকার,২) শ্রী সৌমেন সরকার, পিতা-স্বর্গীয় মানিক সরকার৩) শ্রীমতি রিতা মিত্র, স্বামী-শ্রী চিন্ময় কুমার মিত্র,সর্ব সাং + পোষ্ট-দক্ষিণ ঝাঁপরদহ, ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার - শ্রী চিত্তরঞ্জন মাল, পিতা- স্বর্গীয় পঞ্চুচরণ মাল, সাং + পোষ্ট - রুদ্রপুর, ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৪০২৬২১/২০২১ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়, মৌজা- দক্ষিন ঝাঁপরদহ, জে.এল নং-১৫,হাল খতিয়ান ৫৬১১,৫৬১২ ও ৫৯০১ নং হাল ১৮৬১ নং দাগে ০২ শতক সম্পত্তি ADSR DOMJUR অফিসে ২৬৪১/২১ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O ডোমজুড় অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য্য গ্রহণ হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) গায়ত্রী বিশ্বাস,স্বামী- স্বর্গীয় সনু বিশ্বাস,২) সন্তোষ রায়,পিতা-দীনবন্ধু রায়,৩) প্রিয়াঙ্কা রায়, স্বামী-সন্তোষ রায়, ৪) শশীবা দেবী, স্বামী-রবীন্দ্র সিং,৫) রাকেশ সিং, পিতা - সুরজ সিং, সর্ব সাং + পোষ্ট-লিলুয়া হাওড়া, ১) শ্রী রমেশ চন্দ্র পাল ওঃ রমেশ কুমার পাল,২) শ্রী প্রশান্ত পাল ওঃ প্রশান্ত কুমার পাল, উভয়ের পিতা- রামচন্দ্র পাল, ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার- সনোজ কুমার সাউ, পিতা- মান্নালাল সাউ, সাং + পোষ্ট-হাওড়া, DSR হাওড়া ১ নং অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০১০৩৭০০/২০২৪ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়, মৌজা- দক্ষিণবাড়ি, জে.এল নং-১৪,হাল খতিয়ান ১১৬৫ নং, হাল ৩৯৮ নং দাগে ১০.৭৪ শতক সম্পত্তি ADSR DOMJUR অফিসে ১৮৮৫/২৬, ১৮৮৬/২৬, ১৮৮৭/২৬, ১৮৮৪/২৬ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O ডোমজুড় অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য্য গ্রহণ হবে।

SHREE GANESH IRON INDUSTRIES LIMITED
CIN: L27109WB1974PLC029471
Regd.Off: 8, A J C Bose Road, Circular Court, 3rd Floor, Kolkata-700017,West Bengal,India
Phone: 033 40075608, E-mail : shreeganeshnbfc@gmail.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **Annual General Meeting** of the members of the company will be held on Wednesday, 30th September, 2026 at the Registered Office of the Company at 8, AJC Bose, Road ,Circular Court, 3rd Floor, Kolkata-700017 at 4:00 P.M. inter-alia, to:

1. To consider and adopt the Audited Financial Results for the year ended 31st March, 2026 along with Auditor Report and Directors Report as on that date.
2. Approval for Delisting of Equity Shares of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited, only Stock Exchange where the equity shares of the Company are presently listed.
3. Any other matter, if required with the permission of the chair. Kindly take the same on record.

For **Shree Ganesh Iron Industries Ltd**
Sd/-
Munna Lal Gupta
Director
DIN: 01166785
Place : Kolkata
Date: 04.09.2026

দান্তা ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড
সিআইএন নং.ঃ এল৫১২২৬ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৫৪৬৭
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১, ক্রুকড লেন, নিচতলা, রুম নং. জি২, কলকাতা-৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ, যোগাযোগ নং. +৯১ ৯০৭৩৯৮০৮৩১
ইমেলঃ dantavyapar@hotmail.com ওয়েবসাইটঃ https://dantavyapar.com/

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য এবং বুক ক্লোজার

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **মেসার্স দান্তা ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড-এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সোমবার সকাল ১০:০০টায়** কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-১, ক্রুকড লেন, নিচতলা, কক্ষ নং জি২, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ-এ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় ২০শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত বইসমূহ ২২.০৯.২০২৬ থেকে ২৮.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
কোম্পানি ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সদস্যদের কাছে ৪৪তম এজিএম-এর নোটিশ এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুলিপি ডাকযোগে বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রেরণ করেছে।
কোম্পানি অত্যন্ত আনন্দের সাথে সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত সকল প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের সুযোগ প্রদান করছে এবং এ লক্ষ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর সেবা গ্রহণ করেছে, যা **https://www.evoting.nsdl.com** ঠিকানায় পাওয়া যাবে।
সকল সদস্যকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যেঃ
ক) রিমোট ই-ভোটিং ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ৯:০০টায় শুরু হবে এবং ২৭.০৯.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০টায় শেষ হবে। এরপর এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।
খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা সেইসব সদস্যদের জন্য উপলব্ধ থাকবে যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি।
গ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখটি হলো ২১.০৯.২০২৬।
ঘ) নোটিশ পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ২১.০৯.২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তবে তিনি **evoting@nsdl.co.in**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, যদি কোনো ব্যক্তি ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভোট প্রদানের জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে।
ঙ) ই-ভোটিং বা ব্যালট ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে শেয়ারহোল্ডাররা নোটিশে প্রদত্ত ভোটিং নির্দেশাবলী দেখতে পারেন অথবা **evoting@nsdl**.co.in বা **dantavyapar@hotmail.com**-এ ই-মেইল করতে পারেন কিংবা কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।
৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://dantavyapar.com**, এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **https://www.evoting.nsdl.com** এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ বা সিএসই **(https://www.cse-india.com)**-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
দান্তা ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(অর্ণব গাঙ্গুলি)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলদ্বয় (১) সেখ মোবারক আলি, (২) আনোয়ার আলি সেখ উভয়ের পিতা-মৃত ওলিয়া সেখ, সাং-ও পোঃ- ডোমজুড়, থানা-ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া, রসিদা বেগম ওরফে মুসাম্মাদ রসিদা খাতুন, স্বামী-মৃত সেখ আব্দুল রহিম ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ ইন্দাদুল রহমান এর নিকট হইতে ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজেস্ট্রিকৃত 40-2404/26 নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-ডোমজুড়, মৌজা- ডোমজুড়, জে. এল নং ৩৩ ভুক্ত হাল ৪৪৯৪ নং খতিয়ানে, হাল ১৯০০ নম্বর দাগে মোট ০.৫০ শতক সম্পত্তি ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজেস্ট্রিকৃত 40-2552/2026 নম্বর দলিলমূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন, উক্ত বিষয়ে দাতার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O ডোমজুড় অফিস এর নিকট আপীল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Govt. of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Arambagh, Hooghly

Notice Inviting E-Tender

E- Tender is invited vide no. 5525/VBG RAM G/2026 dated 03/09/2026. For details, please visit **https://etender.wb.nic.in**

Sd/-
Block Development Officer,
Arambagh Development Block
Arambagh. Hooghly

HOWRAH GASES LIMITED.
CIN:L24111WB1985PLC038480
Reg. Office: 1, Crooked Lane, Ground Floor, Room No. G2, Kolkata -700 069, West Bengal,Contact No. +91 9830024305
E-Mail:howrahgasesltd@gmail.com, Website:www.howrahgases.com

NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **41st Annual General Meeting (AGM)** of M/s Howrah Gases Limited will be held on Monday, 28th September, 2026 at 01.30 P.M. at the Registered Office of the Company at 1, Crooked Lane, Ground Floor, Room No. G2, Kolkata- 700 069, West Bengal to transact the business as set out in the notice of 41st AGM dated 20th August, 2026.
The Register of the Members and Transfer Books of the Company will remain closed from 22.09.2026 to 28.09.2026 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.
The Company has mailed/dispatched the copy of Notice of 41st AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2026, to the Members of the Company on 03rd September, 2026.
The Company is pleased to provide the members facility to exercise their right to vote electronically on all resolutions set out in the notice of AGM and has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) available at https://www.evoting.nsdl.com/.
All the Members are hereby informed that :
a) Remote e-voting will commence on 25.09.2026 at 9.00 A.M. and end on 27.09.2026 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
b) The facility for the casting the vote through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
c) The cut-off date for the purpose of remote e-voting is on 21.09.2026.
d) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 21.09.2026, may obtain the login ID and password by sending a request at the evoting@nsdl.co.in.However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
e) In case of any queries or issues relating to e-voting, ballot voting the Shareholders may refer the voting instructions provided in Notice or write an email to evoting@nsdl.co.inor howrahgasesltd@gmail.comor contact at the Registered Office of the Company.
Notice of 41st Annual General Meeting and Annual Report for the year ended 31st March, 2026 are also available on the website of the Company, http://howrahgases.com/ and NSDL's website at https://www.evoting.nsdl.com/ and also available on Calcutta Stock Exchange, i.e. CSE (https://www.cse-india.com/).

By Order of the Board.
For **Howrah Gases Limited**
Sd/- **(Ashish Pratihast)**
Company Secretary & Compliance officer
Place : Kolkata
Date : 04.09.2026.

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড
CIN: L27209WB1971PLC028015
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ২৪০ বি, দ্বিতীয় তল, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০ টেলিফোনঃ (০৩৩)-৭৯৬৬০৪৫৮
ইমেলঃ bansalramesh@hotmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.indianbasemetals.com

৫৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়মকানুন মেনে, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সোমবার) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানির ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার ('এজিএম') বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন-যাদের ই-মেইল আইডি নথিভুক্ত রয়েছে-সেইসব সদস্যের কাছে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে। এই নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.indianbasemetals.com), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বা 'সিডিএসএল'-এর ওয়েবসাইট (www.evotingindia.com) এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও (www.cse-india.com) পাওয়া যাচ্ছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর বিধান অনুযায়ী, ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিবেচ্য প্রস্তাবসমূহ 'রিমোট ই-ভোটিং' (সভার বাইরে থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) এবং সভার চলাকালীন 'ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে এই কাজের জন্য কোম্পানি সিডিএসএল -এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।
কাট-অফ তারিখে (২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬) যেসব সদস্য ভৌত বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড উভয় পদ্ধতির যেকোনো একটিতে শেয়ার ধারণ করবেন, তাঁরা এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন। কাট-অফ তারিখে সদস্য নন এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে গণ্য হবে। কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে এরপর এই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি আর কার্যকর থাকবে না। যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করবেন, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না। যে সকল ব্যক্তি এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু 'কাট-অফ' তারিখের মধ্যে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং অথবা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড চেয়ে bansalramesh@hotmail.com ঠিকানায় কোম্পানির কাছে লিখিত অনুরোধ জানাতে পারেন।
ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার পদ্ধতিঃ
যেসব সদস্য ফিজিক্যাল মোডে (কাগজের শেয়ার সার্টিফিকেট আকারে) শেয়ার ধারণ করছেন এবং এখনও কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে 'Form ISR-1' (যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.indianbasemetals.com-এ পাওয়া যাবে) যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ 'Niche Technologies Private Limited'-এর ঠিকানায় (3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A 7B, Kolkata-700 017) জমা দিতে অথবা nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় ই-মেইল (নাম ও ফোলিও নম্বর উল্লেখপূর্বক) করতে।
যেসব সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে (ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে) শেয়ার ধারণ করছেন এবং এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করতে, যেখানে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টটি রয়েছে।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk evoting@cdslindia.com ঠিকানায় ই-মেইল করতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১০৯৯১১ (১৮০০ ২১০৯৯১১)-এ কল করতে পারেন।
ডিপোজিটরি (যেমন CDSL এবং NSDL)-এর মাধ্যমে লগ-ইন সংক্রান্ত যেকোনো কারিগরি সমস্যার জন্য ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটিজ ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারদের সহায়তা কেন্দ্রঃ

লগইন এর ধরন	হেল্পডেস্কের বিবরণ
CDSL-এর কাছে ডিমেট পদ্ধতিতে সিকিউরিটিজ ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারগণ	লগ-ইন করার সময় কোনো কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হলে সদস্যরা helpdesk.evoting@cdslindia.com- এ অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১০৯৯১১-এ যোগাযোগ করে CDSL-এর হেল্পডেস্কের সহায়তা নিতে পারেন।
NSDL-এর কাছে ডিমেট পদ্ধতিতে সিকিউরিটিজ ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারগণ	লগ-ইন করার সময় কোনো কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হলে সদস্যরা evoting@nsdl.co-তে অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ ও ০২২-২৪৯৯ ৭০০০-এ কল করে NSDL হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্ত হওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.indianbasemetals.com) ও সিডিএসএল -এর ওয়েবসাইটে (www.evotingindia.com) প্রকাশ করা হবে। এছাড়া, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ-যেখানে কোম্পানিটির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে-সেখানেও এই ফলাফল জানানো হবে।

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে,
রমেশ বনসাল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও
ডিআইএনঃ ০০৪২০৫৮৯
স্থান- কলকাতা
তারিখ- ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

Banglar Dairy Limited
(A Government of West Bengal Organization)

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the Managing Director, Banglar Dairy Limited, LB-2, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 for the following:

Sl. No.	Description of Items/Works	Bid submission starts on	Bid submission Closes on
1.	Supply of Various Items on Annual Rate Contract Basis to Banglar Dairy Limited	05.09.2026	14.09.2026
2.	Development of Infrastructure for Marketing of Milk and Milk Products under Banglar Dairy Limited, LB-2, Sector-III, Salt Lake, Kolkata 700106	05.09.2026	28.09.2026
3.	Supply of Food Grade Poly Films for Packaging of Various Bakery Items to Banglar Dairy Limited	05.09.2026	21.09.2026

The detailed e-NIT may be obtained from the e-Tender portal : **https://www.wbtenders.gov.in/**
Sd/- **Managing Director, Banglar Dairy Limited**

Office of The
PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT
(UNDER DOMJUR DEVELOPMENT BLOCK)
UTTAR JHAPORDAH, DOMJUR, HOWRAH
Email ID: - parbatipurgp11@gmail.com

E- TENDERS NOTICE

NOTICE INVITING COMPETA TIVE E-QUOTATIONS/E- TENDERS ARE HEREBY INVITED BY THE PRADHAN, PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT VIDE **E-NIT – WBZP/PGP/NIT-02/26-27. DATED 03/09/2026 (4 NOS OF WORKS)** BID SUBMISSION IS STARTED FROM **04/09/2026 10 AM** & SUBMISSION OF LAST OR END DATE **12/09/2026 UPTO 2.00 PM.**, BID OPENING DATE **14/09/2026, 2.00 PM**. FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT **https://tenders.wb.gov.in/**.

Sd/- Pradhan
Parbatipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT
UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR,DIST.-HOWRAH, PIN-711404
CONTACT- 03214-2554 Email- bargachiaii_gp@rediffmail.com
MEMO NO– BAR-II/128/2026 DATE- 03/09/2026

E- TENDER INVITING NOTICE

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works: 07 (SEVEN) nos of schemes from CFC (TIED) scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential.
NIT NO- BAR-II/127/CFC/2026, DATE: 03/09/2026 (SL NO- 01 TO 07)
Last date of submission of tender: 12/09/2026 (09:00 AM)
For further details see wbtenders.gov.in & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.

Sd/-
Pradhan
Bargachia-II Gram Panchayat

ধবল এক্সপোর্টস লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ পি-৯, শিবতলা স্ট্রীট, ৪ তলা, কলকাতা-৭০০ ০০৭
টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৭৪৭১২১, ৯৮৮৩৯৮১৯৮২ ই-মেইলঃmrgroup.del@gmail.com
CIN: L51900WB2005PLC101305

বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার-এর তারিখ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ধবল এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর সদস্যদের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার সকাল ১০.৩০টায় পি-৯, শিবতলা স্ট্রিট, ৪র্থ তলা, কলকাতা ৭০০০০৭ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা অনুযায়ী আরও জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আয়োজন এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ (যদি ঘোষণা করা হয়) পাওয়ার যোগ্য সদস্যদের তালিকা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
সদস্যবৃন্দ জেনে রাখতে পারেন যে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রক্সি ফর্ম এবং উপস্থিতি স্লিপ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড -এর মাধ্যমে প্রদত্ত ই-ভোটিং ব্যবস্থার সাহায্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে। ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, রবিবার সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০টার পর ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং এরপর আর কোনো ই-ভোটিংয়ের সুযোগ থাকবে না।
বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ)-এ কোনো সদস্যের হাতে থাকা ইকুইটি শেয়ারের সংখ্যার ভিত্তিতে ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে। উক্ত কাট-অফ তারিখে ফিজিক্যাল (কাগজের সনদ) বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক)-যেকোনো পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরাই ইলেকট্রনিকভাবে ভোট প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে এবং CDSL-এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, আপনি https://www.evotingindia.com/ helpdesk.evoting@cdslindia.com-এর 'হেল্প' বা 'কন্টাক্ট' বিভাগে থাকা সদস্যদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' এবং 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখে নিতে পারেন।

ধবল এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
আশিস মোরে
পরিচালক
তারিখঃ ২৬.০৮.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

‘অন্যের স্বপ্ন পূরণ করছি’, গুগল ছেড়ে কৃষিকাজে নামলেন ইঞ্জিনিয়ার, এখন শতাধিক পরিবারের ভরসা

গুগলে চাকরি-বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রযুক্তি সংস্থায় কাজ করার স্বপ্ন দেখেন বহু তরুণ-তরুণী। মোটা বেতন, বিদেশে থাকার সুযোগ এবং ঝাঁ চকচকে জীবন-সব মিলিয়ে এমন চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবাও অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু সেই অসম্ভবকেই বাস্তবে পরিণত করেছেন পাঞ্জাবের পাটিয়ালার ইঞ্জিনিয়ার মনতাজ সিধু। বছরে প্রায় ৮৩ লক্ষ টাকার প্যাকেজের চাকরি, আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে বিলাসবহুল জীবন-সব পিছনে ফেলে তিনি ফিরে এসেছেন নিজের দেশে। বেছে নিয়েছেন কৃষিকাজের পথ। আর আজ সেই জৈব চাষ থেকেই করছেন মোটা অঙ্কের আয়। মনতাজের কর্মজীবনের শুরু হায়দরাবাদে গুগলের চাকরি দিয়ে। পরবর্তীকালে তিনি চলে যান আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে। সেখানে গুগলের ইউরোপীয় টিমের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। বাইরে থেকে তাঁর জীবন ছিল স্বপ্নের মতো। ভালো বেতন, বিদেশের জীবন এবং বহুজাতিক সংস্থায় প্রতিষ্ঠিত কেরিয়ার-কিছুই কম ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে, এই জীবন কি সত্যিই তাঁকে মানসিক শান্তি দিচ্ছে? মনতাজের কথায়, জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় অন্য কারও স্বপ্ন পূরণ করতে ব্যয় করার অনুভূতি তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। তাঁর সিনিয়র সহকর্মীদের মধ্যে মানসিক চাপ এবং দীর্ঘ কর্মঘণ্টার প্রভাবও তিনি কাছ থেকে দেখেছিলেন। তখনই তাঁর উপলব্ধি হয়, শুধু মোটা অঙ্কের বেতন পেলেই জীবনে সুখ বা শান্তি নিশ্চিত হয় না। বিদেশে থাকার সময় আর একটি বিষয় তাঁকে বিশেষভাবে ভাবাত-খাবারের নিরাপত্তা। ভারতের বাজারে বিক্রি হওয়া সবজি ও অন্যান্য খাদ্যপণ্যে রাসায়নিক এবং কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে তাঁর উদ্বেগ বা।তে থাকে। বিশেষ করে নিজের পরিবার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তিনি অন্যরকম কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে ২০২২ সালে গুগলের চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে আসেন মনতাজ। পাঞ্জাবে ফিরে তুতো ভাই বলজি সিং গিলকে সঙ্গে নিয়ে পাটিয়ালায় শুরু করেন ‘গিল অর্গানিকস’।

লক্ষ্য ছিল একটাই-মানুষের কাছে রাসায়নিকমুক্ত, নিরাপদ এবং জৈব পদ্ধতিতে উপাদিত তাজা খাবার পৌঁছে দেওয়া। তাঁদের উদ্যোগের মডেলটিও বেশ অভিনব। বিভিন্ন খামারে জৈব পদ্ধতিতে ১৮টিরও বেশি প্রজাতির মরসুমি সবজি চাষ করা হয়। গ্রাহকদের জন্য নির্দিষ্ট প্লট বুক করার সুযোগ রয়েছে। পরিবারের নামে সেই প্লট বরাদ্দ করা হয়। চাইলে গ্রাহক নিজেরাই খামারে গিয়ে নিজেদের জমিতে উৎপাদিত সবজি তুলে নিয়ে যেতে পারেন। আবার ব্যস্ত গ্রাহকদের জন্য রয়েছে বাড়িতে সবজি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও। শুধু সবজি বিক্রি নয়, গ্রাহকদের কৃষির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করার চেষ্টা করেছে ‘গিল অর্গানিকস’। ফলে শহুরে মানুষও বুঝতে পারছেন, তাঁদের প্রতিদিনের খাবার কীভাবে উপাদিত হচ্ছে এবং জৈব চাষের গুরুত্ব কতটা। অল্প সময়ের মধ্যেই মনতাজের এই উদ্যোগ সাড়া ফেলেছে। বর্তমানে শতাধিক পরিবার নিয়মিত তাঁদের অর্গানিক ফার্ম থেকে সবজি সংগ্রহ করছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জৈব চাষের এই ব্যবসা থেকে মনতাজের আয় এখন তাঁর গুগলের চাকরির বেতনের থেকেও বেশি। তবে অর্থই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় সাফল্য নয়। মনতাজের কাছে আসল প্রাপ্তি হল নিজের পছন্দের কাজ করার স্বাধীনতা এবং মানসিক শান্তি। যে মানুষ একসময় ডাবলিনে বসে কর্পোরেট জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তিনিই আজ পাঞ্জাবের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। গুগলের মতো সংস্থার মোটা বেতনের চাকরি ছেড়ে কৃষিকাজে আসার সিদ্ধান্ত নিঃসঃদহে বড় ঝুঁকি ছিল। কিন্তু মনতাজ সিধুর গল্প দেখিয়ে দিয়েছে, সাফল্যের সংজ্ঞা সবার কাছে এক নয়। কারও কাছে সাফল্য হতে পারে বড় বেতন ও বিদেশের জীবন, আবার কারও কাছে নিজের মাটিতে থেকে পছন্দের কাজ করা এবং মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার উৎপাদন করাই হতে পারে সবচেয়ে বড় অর্জন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মনতাজের যাত্রা শুধু এক ইঞ্জিনিয়ারের পেশা বদলের গল্প নয়, বরং নিজের স্বপ্নকে বেছে নেওয়ার এক অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ।

অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের একাংশ খালি করার নোটিস দমকলের

১-র পাতার পর- পাশাপাশি সেখানে কোনও হিট ডিটেক্টর বা স্মোক ডিটেক্টর বসানো নেই বলেও অভিযোগ উঠেছিল। তারপরই শুক্রবার এই নির্দেশ। শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে দমকল বিভাগের একটি দল ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ভবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে বহুতলটির বাইরের অংশ ও আশপাশ ঘুরে দেখার পর তাঁরা ভিতরের প্রতিটি তলায় পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, এই ভবনটির সাত ও আট তলায় অবস্থিত ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান কার্যালয়। আধিকারিকরা সেই দুটি তলাতেও যান এবং আপৎকালীন অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও ফায়ার অ্যালার্মের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখেন। এর পাশাপাশি ভবনটি নির্মাণের সময় কলকাতা পুরসভায় জমা দেওয়া মূল নকশা বা প্ল্যান অনুযায়ী নির্মাণ হয়েছে নাকি কোনও ‘বেআইনি’ অংশ যুক্ত করা হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। পরিদর্শনের সময় ভবনের বাইরের একটি শেড নিয়ে আপত্তি জানান তাঁরা। পরবর্তীতে বহুতলের বেসমেন্ট ও ভূগর্ভস্থ পার্কিং এলাকায় গিয়ে সেখানকার সার্বিক অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়।

‘অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে জল ছাড়তেই হবে’

১-র পাতার পর-বলেন, ‘‘ডিভিসি খুব ভাল কাজ করছে। একটাও বাঁধ ভাঙেনি। আমাদের মতো বালির ব্যাগ নিয়ে উৎসব করতে হচ্ছে না। ড্যামের ক্যাপাসিটির বাইরে বৃষ্টি হলে জল তো ছাড়বেই!’’ অন্যদিকে, মালদহ ও মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙন দীর্ঘদিনের সমস্যা বলে স্বীকার করে তিনি জানান, এর স্থায়ী সমাধানের জন্য বড় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কানপুর আইআইটি, বিশেষজ্ঞ টিম, জলশক্তি মন্ত্রক এবং বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ, এই তিন রাজ্যের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন মিটিং করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। এনডিএমএ (ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট) এবং রাজ্য তহবিলের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও অতিরিক্ত তহবিলের আবেদন জানানো

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

দুরন্ত বার্তা

ধ্বংসস্তূপের মাঝে ‘ঈশ্বরের দূত’! শত শত প্রাণ বাঁচালেন ক্যাপ্টেন প্রিয়া

কাটমান্ডু, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ প্রকৃতির ভয়ংকর রুদ্ররূপ। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা আর মৃত্যুর আতঙ্ক। নেপালের ভয়াবহ বন্যা ও হড়পা বানের সেই দুঃসময়ে যখন দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছনোর প্রায় সব পথ বন্ধ, তখন আকাশপথই হয়ে উঠেছিল একমাত্র ভরসা। আর সেই আকাশপথে একের পর এক উদ্ধার অভিযান চালিয়ে শত শত মানুষের জীবন বাঁচালেন নেপালের প্রথম মহিলা হেলিকপ্টার ক্যাপ্টেন প্রিয়া অধিকারী। বিপর্যস্ত নেপালে তাঁর সাহসিকতা ও মানবিক উদ্যোগের জন্য অনেকেই তাঁকে এখন ‘ঈশ্বরের দূত’ বলে অভিহিত করছেন। গত ২৬ আগস্ট ভয়াবহ হড়পা বানে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় রসুয়া ও নুয়াকোট জেলা। প্রবল স্রোতে ভেসে যায় বহু রাস্তা ও সেতু। কোথাও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, কোথাও আবার কাদামাটি ও ধ্বংসাবশেষে আটকে পড়েন অসংখ্য মানুষ। দুর্গতদের উদ্ধারে তাই হেলিকপ্টারই হয়ে ওঠে প্রধান অবলম্বন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ৪১ বছর বয়সি প্রিয়া অধিকারী টানা প্রায় ছয় দিন ধরে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ১০০টিরও বেশি মিশনে উড়ান চালিয়ে মৃত্যুর মুখে আটকে থাকা বহু মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন। প্রতিকূল আবহাওয়া, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা এবং সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যেও থামেনি তাঁর উদ্ধার অভিযান। এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়া জানিয়েছেন, তাঁর পেশাজীবনের অন্যতম কঠিন অভিজ্ঞতা ছিল এই উদ্ধারকাজ। এমনকি ২০১৫ সালের ভয়াবহ নেপাল ভূমিকম্পের সময়ের উদ্ধার অভিযানের তুলনায় এবারের

পরিস্থিতি আরও কঠিন ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, বিপর্যয়ের মূল কেন্দ্র ছিল একটি সংকীর্ণ উপত্যকা। ফলে প্রতিটি উড়ানই ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। টানা কাজ করতে গিয়ে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরাও শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে ঝুঁকি নেওয়া প্রিয়ার কাছে নতুন কিছু নয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে একজন অভিজ্ঞ ‘ হেলিকপ্টার পাইলট হিসেবে কাজ করছেন। হিমালয়ের দুর্গম এলাকায় পর্বতারোহীদের উদ্ধার, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া কিংবা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আটকে পড়া মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া-বিভিন্ন কঠিন অভিযানে তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশেষ কিছু অভিযানে তাঁকে প্রায় ৬,২০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত হেলিকপ্টার নিয়ে যেতে হয়েছে। ২০১৫ সালের ভূমিকম্পের পরও উদ্ধারকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। প্রিয়ার পাইলট হয়ে ওঠার গল্পটিও অনুপ্রেরণার। পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার পর তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল কেবিন ক্রু হিসেবে। কিন্তু জীবনে প্রথমবার হেলিকপ্টারে চড়ার পরই বদলে যায় তাঁর স্বপ্ন। আকাশে উড়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা থেকেই পাইলট হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। স্বপ্নপূরণের জন্য এরপর ফিলিপিন্সে গিয়ে হেলিকপ্টার চালানোর প্রশিক্ষণ নেন প্রিয়া। প্রয়োজনীয় ‘ফ্লাইং আওয়ার্স’ সম্পূর্ণ করার পর ২০১৭ সালে পেশাদার হেলিকপ্টার পাইলট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সময়ের সঙ্গে অর্জন করেন উচ্চ পার্বত্য এলাকায় উদ্ধার অভিযানের বিশেষ দক্ষতা। আজ নেপালের বিপর্যয়ের দিনে সেই দক্ষতাই হয়ে উঠেছে অসংখ্য মানুষের জীবনরক্ষার হাতিয়ার। ধ্বংসের মাঝেও তাঁর হেলিকপ্টারের শব্দ যেন দুর্গত মানুষের কাছে নতুন আশার বার্তা। ভয়কে জয় করে আকাশে উড়ে চলা প্রিয়া অধিকারী তাই শুধু একজন পাইলট নন-দুর্যোগের সময়ে মানবিক সাহসের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের

১-র পাতার পর-করে ‘ডেস্টিনেশন সুন্দরবন’ গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি আগামী ২ অক্টোবর বন দফতরের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঘ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। বাঙালির আড্ডা ও ঐতিহ্যের সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে পর্যটন দফতর বিশেষ ১২টি নির্দিষ্ট দিন চিহ্নিত করেছে, যে দিনগুলিতে দফতরের সমস্ত কর্মী ও আধিকারিকেরা বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে কার্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন। পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, নির্দিষ্ট দিনগুলি ছুটির দিন হলে তার আগের কাজের দিনটিতে যেন এই পোশাক পরা হয়। সেই দিনগুলি হল - সরস্বতী পুজো, দোল, বুদ্ধ পূর্ণিমা, পয়লা বৈশাখ, জামাইষষ্ঠী, রথযাত্রা, রাখি পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপুজোর অষ্টমী, কালীপুজো, ভাইফোঁটা, পৌষ সংক্রান্তি। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, ‘‘বর্ন টু লিড, রেডি টু রাইস’-এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা গত তিন মাস ধরে মুখ্যমন্ত্রীর ভরসায় বিশ্বমানচিত্রে বাংলাকে তুলে ধরতে কাজ করছি। এই লোগো উন্মোচন রাজ্য পর্যটনের এক নতুন দিগন্তের সূচনা। ধনধান্যে প্রেক্ষাগৃহের এই অনুষ্ঠান থেকে নতুন বার্তা পাওয়ার পর ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সরকারি এই মেগা পরিকল্পনা ও ৫০০ কোটি টাকার অর্থবরাদ্দ রাজ্যের পর্যটন ব্যবসাকে নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

কাশ্মীরে গুলির লড়াইয়ে খতম

১-র পাতার পর-করেছে। বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আশদার গলিতে সেনা, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও সিআরপিএফ যৌথ তল্লাশি শুরু করে। সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসার পর জঙ্গিদের চ্যালেঞ্জ করা হলে তারা গুলি চালায়। পাল্টা অভিযানে এক জঙ্গি নিহত এবং একটি একে রাইফেল উদ্ধার হয়েছে। এলাকায় তল্লাশি এখনও চলছে। বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া এই জঙ্গি দমন অভিযান শুক্রবার দ্বিতীয় দিনে পড়েছে। অভিযানের এলাকা দুধপাথরির কাছাকাছি হওয়ায় পর্যটকদের জন্যও সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

সন্তানদের অপেক্ষায় দিন কাটছে না

১-র পাতার পর- নুয়াকোট জেলাতেই অন্তত ৩০০ জন শিক্ষার্থী নিখোঁজ রয়েছে। অন্যদিকে, ওই পৌরসভার শিক্ষা ইউনিটের স্কুল পরিদর্শক নবরাজ সপকোটা বর্তমান পরিস্থিতিকে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও বেদনাদায়ক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানান, এমনও দেখা যাচ্ছে যে বেঁচে থাকা বাবা-মা তাঁদের হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে খুঁজে পাচ্ছেন না, আবার অন্যদিকে কোনও কোনও পরিবারে বেঁচে যাওয়া শিক্ষার্থীরা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের নিখোঁজ বাবা-মাকে। এই শিশু সংকটের নেপথ্যে রয়েছে গোটা নেপাল জুড়ে ছড়িয়ে পড়া এক বিশাল প্রাকৃতিক ট্র্যাজেডি। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স তাদের এক রিপোর্টে প্রকাশ করেছে, ২৬ আগস্ট হিমবাহ ধসের ফলে সৃষ্ট এই ভয়াবহ বন্যা ও ধসে পুরো নেপালে অন্তত ৪,২০০-রও বেশি মানুষ এখনও নিখোঁজ এবং ১,২০০-র বেশি মানুষের প্রাণহানি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। দুটি জেলা জুড়ে শিক্ষা পরিকাঠামোর যে চরম বিপর্যয় ঘটেছে, তা শিশুদের উপর পড়া এই দুর্যোগের গভীরতাকে স্পষ্ট করে দেয়। ‘দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট’-এর তথ্য অনুযায়ী, রসুয়ার ৪টি এবং নুয়াকোটের ৮টি, মোট ১২টি বিদ্যালয় একবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আর যে স্কুলগুলি কোনওক্রমে টিকে রয়েছে, সেগুলিও হাজার হাজার শিশুর কাছে পৌঁছনোর অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কারণ বিভিন্ন গ্রামের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা, সেতু ও পাহাড়ি পথগুলি বন্যার তোড়ে ভেসে গেছে। নুয়াকোটের একটি ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিষণ্ণ কণ্ঠে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘‘আমাদের গোটা স্কুল প্রাঙ্গণটি আজ খাঁ-খাঁ করা এক নদীর চরে পরিণত হয়েছে। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে যেন আমরা আবার এক ঝটকায় আদিম প্রস্তর যুগে ফিরে গেছি।’’ জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ‘ইউনিসেফ’ আলাদা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, রসুয়া, নুয়াকোট এবং ধাদিং জেলা জুড়ে অন্তত ১৭,০০০ শিশু এই আকস্মিক বন্যায় প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক শিশুর জন্য অবিলম্বে জরুরি ত্রাণ ও মানবিক সহায়তার প্রয়োজন বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ। শিশুদের এই নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন পুরো নেপাল জুড়েই মানুষ তাঁদের হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের সন্ধানে মরিয়া হয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাজধানী কাঠমান্ডুর ‘ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং হাসপাতাল’-এর দেওয়ালে তৈরি করা হয়েছে একটি ওয়াল অব দ্য মিসিং বা নিখোঁজদের ছবি টাঙানোর বিশেষ দেওয়াল। সেখানে স্বজনহারা মানুষজন এসে ছবি, পরিচয় ও প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিচ্ছেন এবং প্রিয়জনের খোঁজে ব্যাকুল হয়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো স্ক্যান করছেন। রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, হাসপাতাল মর্গে আসা পরিচয়হীন মরদেহগুলির সঙ্গে ছবি মিলিয়ে নিজেদের স্বজনদের শনাক্ত করার জন্য পরিবারগুলির মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এই দেওয়ালটি। তবে দুর্গম পাহাড়ি ভূখণ্ড, ধসে যাওয়া রাস্তা, ভেঙে পড়া সেতু এবং অচল মোবাইল নেটওয়ার্কের কারণে উদ্ধারকাজ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নেপালের কঠিনতম ভৌগোলিক অঞ্চলে দাঁড়িয়ে উদ্ধারকারী দলগুলি জীবন বাজি রেখে কাজ করে চলেছে। আশঙ্কার খবর মিলছে, ধসে পড়া একাধিক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও প্রজেক্ট সাইটের ভেতর এখনও বহু মানুষ আটকে রয়েছেন। তবে ধ্বংসস্তূপ আর অন্ধকারের বাধা ঠেলে অবশেষে মিলছে আলোর দিশা। নেপালের ত্রিশূলী ৩-এ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বন্ধ সু।ঙ্গে টানা ন’দিন বন্দি থাকার পর অলৌকিকভাবে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে দু’জন শ্রমিককে। নেপালের ছ’টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে ৯০০-র বেশি শ্রমিক আটকে পা।ছিলেন, যার মধ্যে কেবল এই রাসুয়া জেলার ত্রিশূলী কেন্দ্র থেকেই নিখোঁজ ছিলেন ৪০ জন। শুক্রবার সকালে সেনাবাহিনী চরম কাদা ও ধসে আটকে থাকা সুড়ঙ্গের মুখ কেটে বের করে আনে প্রকল্পের মেকানিক্যাল ফোরম্যান সঞ্জয় শাহ ও মেকানিক্যাল সুপারভাইজর কবীর মহারাজনকে। দু’জনকেই বর্তমানে জরুরি অক্সিজেন সাপোর্ট দিয়ে রাখা হয়েছে। নিখোঁজ ৬০০ শিশুর খবর নেপালের এই বিপর্যয়ে এক নতুন ও মর্মান্তিক মাত্রা যোগ করেছে, যা পরিসংখ্যানের থেকেও অনেক বেশি গভীর ও বেদনাদায়ক। যতক্ষণ না পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল হচ্ছে এবং আধিকারিকরা সরজমিনে প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হওয়া অসম্ভব।

নতুনগ্রাম ইয়ং কমিটির সদস্যরা অনবরত মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন, এবং আজকে নতুনগ্রাম ইয়ং কমিটির পক্ষ থেকে আবারও এক ব্যক্তিকে রক্ত দিয়ে সাহায্য করা হলো। রক্তদাতার নাম টিঙ্কু সেখ এবং গ্রহীতার নাম হরিপদ প্রমানিক। ছবি- সাবিরুল সেখ

গোরখপুরের রেল স্টেডিয়াম কলোনিতে পুনর্নির্মিত নন্দন বন পার্কের উদ্বোধন করেন জিএম শ্রী উদয় বরওয়ানকর

গোরখপুর, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকর, গোরখপুরের রেলওয়ে স্টেডিয়াম কলোনিতে অবস্থিত পুনর্নির্মিত নন্দন বন পার্কের উদ্বোধন করেন। কলোনিরই এক শিশু অভিব্যক্তি ফিতা কাটার মাধ্যমে এই উদ্বোধন সম্পন্ন করে। এই অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, ঊর্ধ্বতন রেল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।এই উপলক্ষে, জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকর এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

পুনর্নির্মিত নন্দন বন পার্কে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। পার্কের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রজাতির ২০০টি চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার পার্কের জৈব উদ্ভিদ, সবুজ ঘাস, সীমানা প্রাচীর, হাঁটার পথ এবং হাই মাস্ট লাইটগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং মন্তব্য করেন যে পার্কটিকে সুন্দর ও আধুনিক করা হয়েছে। তিনি কলোনির বাসিন্দাদের এর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবং এর সুবিধাগুলো গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান।রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশবান্ধব পরিবেশ প্রদানের লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং বাসিন্দারা এটিকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। পুনর্নির্মিত পার্কটিতে একটি সুন্দর ত্রিভুজাকার হাঁটার পথ, আকর্ষণীয় এলইডি লাইট, হাই-মাস লাইট এবং একটি আকর্ষণীয় নকশার প্রবেশদ্বার রয়েছে। পার্কটিতে মৌলশ্রী, ময়ূর, মুনলাইট, অশোক, চম্পা, জুঁই এবং কাশ্মীরি গোলাপসহ ২০০ প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছে, যা বাসিন্দাদের আকর্ষণ করছে। এই পার্কটি বাসিন্দদের জন্য বিনোদন, শারীরিক সুস্থতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক যোগাযোগের প্রসার ঘটাবে। শিশুরাও খেলার জন্য একটি উপযুক্ত ও সুসজ্জিত জায়গা পাবে।

বিজেপি নেতা বাপি প্রামাণিক খুনে গ্রেফতার আরও ২

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলতলি, ৪ সেপ্টেমন্বর ঃ বারুইপুর থানার হাড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর টাঙ্গাইলবেরিয়া এলাকায় বিজেপি নেতা বাপি প্রামাণিক খুনের ঘটনায় কুলতলি থেকে আরও দু’জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম সনাতন মণ্ডল ও শুভঙ্কর প্রসাদ। বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলতলিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গত ২৩ আগস্ট স্থানীয় একটি পুজো কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধে। সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে বাপি প্রামাণিকের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।এই ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই বিজেপির সাসপেন্ডেড মণ্ডল সভাপতি সুজন মণ্ডল-সহ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তবে বাপি প্রামাণিক খুনের ঘটনায় আরও কয়েকজন অভিযুক্ত ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের সন্ধানে বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে কুলতলি এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই সনাতন মণ্ডল ও শুভঙ্কর প্রসাদকে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার ধৃত দু’জনকে কুলতলি থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নেয়।

ব্লু চিপ ইন্ডিয়া লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১০ প্রিন্সেপ স্ট্রিট, দ্বিতীয় তল, কলকাতা - ৭০০ ০৭২
ইমেলঃ bluechipindialimited@gmail.com : www.bluechipind.com
ফোনঃ ৯১-৩৩-৪০০২ ২৮৮০, ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-২২৩৭ ৯০৫৩
CIN : L65991WB1993PLC060597

ভিডিও কনফারেন্স / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত ব্যবস্থা সহ ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের বিষয়ে তথ্য।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **ব্লু চিপ ইন্ডিয়া লিমিটেড** (কোম্পানি)-এর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী **২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সোমবার দুপুর ২.০০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্স বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে উক্ত সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (MCA) কর্তৃক ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯২০২৪ এবং সেবি (SEBI)-র ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/ HO/ CFD/ CFDPoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 ("SEBI বিজ্ঞপ্তি)-এবং MCA ও SEBI কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশনাবলী (যৌথভাবে MCA ও SEBI-র বিজ্ঞপ্তি)-অনুসারে (যার মধ্যে বর্তমানে বলব কোনো বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন এবং সময়ে সময়ে আনীত সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত), কোম্পানিগুলিকে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছা।াই ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে, বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর সাহায্যে পরিচালনা করা হবে।

উল্লিখিত এমসিএ (MCA) সার্কুলার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-এর সার্কুলারসমূহ-যথা ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 ১৩ মে ২০২২ তারিখের SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 ৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD PoD-2/P/CIR/2023/167 (যাকে একত্রে সার্কুলারসমূহ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে)-অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট -এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

এছাড়া, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bluechipind.com), স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং সিডিএসএল (CDSL)-এর ওয়েবসাইটে (www.cdslindia.com) পাওয়া যাবে। শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র ভিসি (VC) বা ওএভিএম (OAVM) সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং উক্ত আইনের ১০৩ ধারার অধীনে কোরাম (quorum) নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের উপস্থিতি গণ্য করা হবে। এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

কোম্পানি সকল শেয়ারহোল্ডারকে বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেওয়ার জন্য 'রিমোট ই-ভোটিং' (remote e-Voting) সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা 'রিমোট ই-ভোটিং' অথবা বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL)-এর ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিমেট) এবং ফিজিক্যাল-উভয় পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা থাকবে। কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের (DP) কাছে নিবন্ধিত ইমেইল আইডি থাকা শেয়ারহোল্ডারদের কাছেও তা পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া সকল স্টেকহোল্ডার বা সদস্য www.bluechipind.com-এ ক্লিক করে বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেখতে পারবেন। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১-এর বিধানাবলি (কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ১০(১)-এর সাথে পঠিত) এবং সেবি (SEBI)-এর তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশনা প্রয়োজনীয়তা (LODR) বিধিমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪২ অনুযায়ী, কোম্পানির 'বেনিফিশিয়াল ওনার্স রেজিস্টার' (সুফলভোগী মালিকদের রেজিস্টার), 'সদস্য রেজিস্টার' এবং 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত বই' (Share Transfer Books) মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে। এছাড়া, ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেওয়ার বা সভায় অংশগ্রহণের যোগ্য সদস্যদের নির্ধারণের জন্য কোম্পানি সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬-কে 'কাট-অফ' তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়সীমা বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ৯.০০টায় (IST) শুরু হবে এবং রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিকেল ৫.০০টায় (IST) শেষ হবে এরপর CDSL কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। MCA এবং SEBI-এর প্রযোজ্য নির্দেশিকা বা সার্কুলারসমূহ মেনে কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডার ও স্টেকহোল্ডারদের অবগতি ও সুবিধার্থে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।

ব্লু চিপ ইন্ডিয়া লিমিটেডের জন্য,

স্বাক্ষরিত /-
অরিহন্ত জৈন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ডিআইএনঃ ০০১৭৪৫৫৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৬

নিরাপত্তা ও যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর রাতে ফারাক্কা এলাকায় অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে নিউ ফারাক্কা ও তিলডাঙার মধ্যবর্তী রেলপথের বাঁধ বরাবর মাটি বসে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। টানা বৃষ্টির কারণে UP ও DN লাইনের মধ্যবর্তী বাঁধ দিয়ে জল চুঁইয়ে প্রবেশ করতে থাকে। এর পাশাপাশি ঙ্গণ্ড লাইনের পাশের একটি পুকুর পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। উপরিভাগ দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়া এবং পাশের জলাশয়ের সম্মিলিত প্রভাবে ব্যাপক মাটি ক্ষয় হয়। ফলে কাদামাটিতে ভরা জমি নরম হয়ে গিয়ে UP লাইনের ট্র্যাক বসে যায়। বর্ষাকালীন নজরদারির জন্য নিযোজিত সতর্ক টহলদার কর্মীরা ট্র্যাকের অসামঞ্জস্যতা শনাক্ত করেন। এরপর পার্মানেঃট ওয়ে ইন্সপেক্টর এবং জরুরি মেরামতি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিরাপত্তার স্বার্থে অবিলম্বে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্থগিত করে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ শুরু হয় এবং পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের সরাসরি নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সেই কাজ আরও জোরদার হয়। তাঁর সঙ্গে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী বিক্রম গুপ্ত, মালদা ডিভিশনের ডিভিশনাল আধিকারিকরা, অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন।

ঘটনাস্থলে কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে বলেন, এ ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল রেল পরিষেবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও আপস না করা এবং দ্রুত পরিষেবা পুনরুদ্ধার করা। আমাদের টহলদার দলের দ্রুত সতর্কতা এবং ঘটনাস্থলে কর্মীদের ২৪ ঘণ্টার নিরলস নিষ্ঠা যাত্রী নিরাপত্তা ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

NAME CHANGE

I, Soma Mondal (Old Name) W/O–Jagannath Biswas resident of Rajapur, Mahula, Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Soma Mondal to Soma Biswas and henceforth I shall be known as Soma Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/09/2026. My name Soma Biswas & Soma Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ganga Biswas (Old Name) S/O–Gouranga Biswas resident of Rajapur, Mahula, Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Ganga Biswas to Gangarani Biswas and henceforth I shall be known as Gangarani Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/09/2026. My name Gangarani Biswas & Ganga Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rehana Bibi (Old Name) W/O–Mahibulla Mallick residing at Vill-Krishnabati , PO-Shimulia Danga , PS-Mongalkote , Dist-Purba Bardhaman, West Bengal 713143 do hereby declared that I have changed my name from Rehana Bibi to Raihana Bibi and henceforth I shall be known as Raihana Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 03/09/2026 . My name Raihana Bibi & Rehana Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Siran Sekh (Old Name) S/O–Abdul Salam resident of Vill-Gakunda , Po-Gajdharpara, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Siran Sekh to Siran Sk and henceforth I shall be known as Siran Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit no-81 sworn before the Judicial 1st class Magistrate Berhampore court dated on 03/09/2026 . My name Siran Sk & Siran Sekh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Bimal Mondal S/o- Late Haripada Mondal residing at Vill-Dhulani, P.O.-Kaniara, P.S.-Bagdah, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743251 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Haripada Mondal(New Name) instead of Haricharan Mondal(Old Name) vide an affidavit No. 6483 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 03/12/2025. Haripada Mondal(New Name) and Haricharan Mondal(Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Baishakhi Halder (old name) D/o-Biswajit Halder W/o Sariful Mondal residing at 14 A, Ultadanga Road, Shyambazar Mail, Kolkata-700004 W.B, do hereby declare that I have changed my name from Baishakhi Halder to Baishakhi Mondal(New Name) and henceforth I shall be known as Baishakhi Mondal(New Name) in all purpose vide an affidavit no. 18780 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 03/09/2026. Baishakhi Halder to Baishakhi Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, RINA DAS, W/O RAMEN DAS, RESIDING AT VILL NAPIT SATBERIA, P. O. NAGARUKHRA, P.S. HARINGHATA, DIST- NADIA. MY SON'S ACTUAL NAME IS AKASH DAS (DOB 25/11/2008) IN AADHAR CARD HIS NAME WAS WRONGLY RECORDED AS RITAM DAS & DOB 6/7/2007. NOW IT IS RECTIFIED IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO. 92. SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KALYANI ON 18/4/2026. AKASH DAS & RITAM DAS BOTH ARE SAME & ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, AMIT PAUL S/O- LATE SIDDHI KUMAR PAUL aged about 45 years, residing at Nalhati Nichu Bazar, Ward No. 05, P.O.+P.S. Nalhati, Dist. Birbhum, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my actual name AMIT PAUL instead of AMIT PAL and my father's actual name SIDDHI KUMAR PAUL instead of SIDDHI PAL alias SIDDHI PAUL vide an affidavit No. 5152 dated-03/08/2026 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Rampurhat, Birbhum dated 03/08/2026. AMIT PAUL S/O-LATE SIDDHI KUMAR PAUL, AMIT PAUL S/O-LATE SIDDHI PAUL, AMIT PAUL S/O-SIDDHI PAUL and AMIT PAL-S/O SIDDHI PAL is the same and one identical person. SIDDHI KUMAR PAUL, SIDDHI PAL and SIDDHI PAUL S/O-LATE DASARATH PAUL is the same and one identical person.

দুর্গার আসনে মনসা ফুলঘরায় তিন শতকের ছকভাঙা পুজো ঢাক বাজে চণ্ডীপাঠ হয় শুধু প্রতিমায় নেই দশভুজা

রতন দে, বালুরঘাট, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ ঢাক বাজে। চণ্ডীপাঠ হয়। দুর্গাপুজোর তিথি মেনেই চলে

পুজোর আচার। মণ্ডপে ভিড়ও হয়। শুধু প্রতিমার সামনে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে ব্যতিক্রমটি-দশভুজা দুর্গার বদলে সেখানে পূজিতা হন মা মনসা। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলঘরা গ্রামের এই পুজো তাই জেলার শারদোৎসবের মানচিত্রে আলাদা। দুর্গাপুজোর সময়েই এখানে মনসার আরাধনা হয়। পুজোটির বয়স নিয়ে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক নথির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ২০১৬ সালের আনন্দবাজারের প্রতিবেদন-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই পুজোর বয়স প্রায় ৩০০ বছর বা তার বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুজোর সূত্র নিয়ে প্রচলিত রয়েছে একটি লোককথা। আত্রেয়ী নদীর পশ্চিম পাড়ের এই এলাকায় এক সময় সাপের উপদ্রব ছিল বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। সেই সময় গ্রামের বাসিন্দা গুদর মণ্ডল স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন- এমনই লোকশ্রুতি। পরে আত্রেয়ী নদীতে স্নান করতে গিয়ে তিনি মনসার কাঠামো ভেসে আসতে দেখেন এবং সেটি উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন বলেও প্রচলিত কাহিনি রয়েছে। সেই থেকেই পুজোর সূচনা বলে ফুলঘরায় বিশ্বাস প্রচলিত। প্রথম দিকে শ্রাবণ মাসে মনসার পুজো হত বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। পরে আশ্বিনে দুর্গাপুজোর সময়েই মনসার আরাধনা শুরু হয়। সেই রীতিই পরবর্তী সময়ে ফুলঘরার পুজোর বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। ফলে শরৎকালে দুর্গোৎসবের আবহ থাকলেও ফুলঘরার মণ্ডপে দেবীর রূপ মনসারই। প্রতিমাতেও রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। মাঝখানে মনসা এক পাশে লক্ষ্মী অন্য পাশে সরস্বতী। দুর্গাপ্রতিমার বদলে এই রূপেই দেবীর আরাধনা হয়। পুজোর সঙ্গে চণ্ডীপাঠের পাশাপাশি মনসামঙ্গল গানেরও যোগ রয়েছে। কয়েক দিন গ্রামের বহু পরিবার নিরামিষ আহার করেন বলেও বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পুজো ঘিরে ধর্মীয় আচারের পাশাপাশি বসে সাংস্কৃতিক আসরও। নাটক যাত্রা পালাগান-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথা সংবাদ প্রতিবেদনে এসেছে। পুজোর সময়ে বাইরে থাকা গ্রামের মানুষজনও ফিরে আসেন। ফলে কয়েক দিনের উৎসব ঘিরে ফুলঘরায় তৈরি হয় সামাজিক মিলনের আবহ। এক সময়ে যে পুজো নির্দিষ্ট একটি পরিবারের জমিতে শুরু হয়েছিল বলে গুদর মণ্ডলের উত্তরসূরিদের বক্তব্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমানে তা বারোয়ারি পুজো হিসেবে পালিত হয়। পুরনো পুজোর সঙ্গে যুক্ত পুরোহিত বাদ্যকর ও মৃৎশিল্পীদের বংশপরম্পরার যোগ থাকার কথাও বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। তবে এই পুজোর ইতিহাসের সঙ্গে লোকশ্রুতি ও নথিভুক্ত তথ্যকে এক করে দেখা ঠিক নয়। তিন শতাব্দীর বেশি পুরনো হওয়ার কথাটি মূলত প্রচলিত ইতিহাস ও সংবাদপ্রতিবেদনে থাকা দাবি। লিখিত প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে পুজোর সঠিক বয়স নির্ধারণ করা যায় কি না তা স্পষ্ট নয়। তবু ইতিহাসের হিসাবের বাইরে ফুলঘরার পুজোর আলাদা পরিচয় অস্বীকার করার উপায় নেই। আশপাশের গ্রামে যখন শরতের উৎসবে উমার আরাধনা তখন ফুলঘরায় একই উৎসবের দিনগুলিতে পূজিতা হন মনসা। দুর্গাপুজোর সময় দুর্গার বদলে মনসা-প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই ব্যতিক্রমী রীতিই ফুলঘরার শারদোৎসবকে দিয়েছে নিজস্ব পরিচয়।

কৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিতে মায়াপুরে উৎসবের আবহ, জন্মাষ্টমী ঘিরে দেশ-বিদেশের ভক্তদের সমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ মহা অধিবাসের পর শুক্রবার মায়াপুর ইসকন মন্দিরে পালিত হল শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর মূল উৎসব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

৫২৫৩ তম আবির্ভাব তিথিকে সামনে রেখে সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হয় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মায়াপুরে ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছেন দেশ-বিদেশের বহু ভক্ত। তিন দিনের উৎসবের সূচনা হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহা অধিবাসের মধ্য দিয়ে। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪ টায় মঙ্গল আরতির পর শুরু হয় মূল জন্মাষ্টমী পর্ব। দিনভর চলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও জন্মকথা নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় আলোচনা। এর পাশাপাশি নামসংকীর্তন, হরিনাম, মহাযজ্ঞ, আরতি-সহ একাধিক ধর্মীয় কর্মসূচিতে অংশ নেন ভক্তরা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল শ্রীকৃষ্ণের মহাঅভিষেক। রাত ১০টা নাগাদ শুরু হয় বিশেষ অভিষেকের আয়োজন। মধ্যরাতে আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও অভিষেকের পর হয় আরতি এবং পুষ্পাঞ্জলি। পরে ভক্তদের মধ্যে অনুকল্প ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভোরের মঙ্গল আরতি থেকে রাত ১টা পর্যন্ত চলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মায়াপুর ইসকন মন্দির ও আশপাশের এলাকা সাজানো হয়েছে আলোকসজ্জায়। বিপুল ভক্ত সমাগমের কথা মাথায় রেখে মন্দির চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। উৎসবের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন আয়োজনে অংশ নিয়েছেন ইসকনের দেশ-বিদেশের ভক্তরা। ইসকন মায়াপুর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু মায়াপুর নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ইসকন কেন্দ্রেও একই দিনে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে জন্মাষ্টমী পালন করা হয়েছে। শনিবার তিন দিনের উৎসবের শেষ দিনে পালিত হবে নন্দোৎসব। একই সঙ্গে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ১৩০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে থাকছে বিশেষ অনুষ্ঠান। বিশ্বজুড়ে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা স্মরণ করা হবে এদিন। ইসকন মায়াপুরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিতে বিশ্বে শান্তি, মৈত্রী ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রান্তে শক্তিশালীদের দ্বারা দুর্বলদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, অশুভ শক্তির বিনাশ এবং বিশ্বশান্তির কামনায় ভক্তরা প্রার্থনা করছেন। মহা অধিবাস দিয়ে শুরু হয় জন্মাষ্টমীর মূল উৎসব পেরিয়ে শনিবার নন্দোৎসব ও প্রভুপাদের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মায়াপুরে শেষ হবে তিন দিনের এই মহোৎসব।

চোখে জল নিয়ে আবার ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ মনসা পুজোর আনন্দের রেশ কাটার আগেই ঘরের মায়া কাটিয়ে বিষাদের সুর পুরুলিয়া রেলওয়ে স্টেশনে। উৎসবের কয়েকটা দিন পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে কাটিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে ফের পরবাসে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন জেলার শতাধিক শ্রমিক। কারও গন্তব্য কর্ণাটক বা তামিলনাড়ু, তো কেউ ছুটছেন অন্ধ্রপ্রদেশ কিংবা কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে। নিজের জেলায় উপযুক্ত কাজের সুযোগ না থাকায় বছরের পর বছর ধরে চলা এই চেনা পরিযায়ী জীবনের ছবিটাই ফের ফুটে উঠল পুরুলিয়া স্টেশন চত্বরে। মনসা পুজো উপলক্ষেই বাড়ি ফিরেছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী এই মানুষগুলো। কিন্তু উৎসব মিটতেই আবার সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ানো। প্রিয়জনকে স্টেশনে বিদায় জানাতে এসে চোখের জল ধরে রাখতে পারছেন না মা-বাবা, স্ত্রী বা সন্তানেরা। বিদায়বেলার এই করুণ দৃশ্যে স্টেশনের হাওয়া ভারী হয়ে উঠছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের বক্তব্য স্পষ্ট-স্থানীয় স্তরে দৈনন্দিন ২০০ থেকে ২৫০ টাকার মজুরিতে এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসার চালানো অসম্ভব। পরিবারকে একটু সুখে রাখতে এবং পেটের ভাত জোগাতেই বাধ্য হয়ে হাজার মাইল দূরে পাড়ি জমাতে হচ্ছে তাঁদের। প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশন চত্বরে ট্রেনের অপেক্ষায় থাকা এক শ্রমিকের গলায় ঝরে পড়ল ক্ষোভ আর একরাশ হতাশা। তিনি বলেন, সরকার বদলায়, কিন্তু আমাদের ভাগ্য বদলায় না। আগেও কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যেতে হতো, আজও যেতে হচ্ছে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবন যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলবে-কোনও পরিবর্তন হবে না। উৎসব শেষ হতেই স্টেশন চত্বর জুড়ে এখন কেবলই প্রিয়জনকে হারানোর নীরব যন্ত্রণা এবং জীবনসংগ্রামের কঠিন বাস্তব। প্রতিবছরের এই চেনা ছবি আবারও আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল জেলার কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনীতির করুণ অবস্থাকে।

NOTICE

This is to inform that **GREENSTATE MEDICARE PVT. LTD.** of 170, Sodepur Road West Madhyamgram, Kolkata - 700130 **had been closed down w.e.f 31st August, 2026**

Licensee Name : Greenstate Medicare Pvt. Ltd.

Centre Name : Apollo Clinic, Madhyamgram

Sandeep Agarwal, Director

দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন উৎসবের মরসুমে অতিরিক্ত যাত্রা বিকল্প প্রদানের লক্ষ্যে এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দুই জোড়া 'ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল' ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। মেয়াদ বৃদ্ধি করা পরিষেবার মধ্যে ট্রেন নং. ০৯১৮৯ /০৯১৯০ (মুম্বাই সেন্ট্রাল - কাটিহার - মুম্বাই সেন্ট্রাল) এবং ০৪১২৭/০৪১২৮ (কানপুর সেন্ট্রাল - গুয়াহাটি - কানপুর সেন্ট্রাল) ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন রয়েছে। উৎসবের মরসুম ও অতিরিক্ত ভিড়ের সময় যাত্রীদের সম্ভাব্য ভিড় সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে এই পরিষেবাগুলির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেনগুলি বর্তমানের সময়সূচি, গঠন ও স্টেপজ অনুযায়ী চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৯১৮৯ (মুম্বাই সেন্ট্রাল - কাটিহার) ফেস্টিভাল স্পেশাল ৫ ও ১২ সেপ্টেম্বর ১৭, ২৪ ও ৩১ অক্টোবর এবং ৭ ও ১৪ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে আরও ৭টি ট্রিপের জন্য চলবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৯১৯০ (কাটিহার-মুম্বাই সেন্ট্রাল) ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ৮ ও ১৫ সেপ্টেম্বর ২০ ও ২৭ অক্টোবর এবং ৩, ১০ ও ১৭ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত ৭টি ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং. ০৪১২৭ (কানপুর সেন্ট্রাল - গুয়াহাটি) ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অতিরিক্ত ১৪টি ট্রিপের জন্য চলবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৪১২৮ (গুয়াহাটি - কানপুর সেন্ট্রাল) ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অতিরিক্ত ১৪টি ট্রিপের জন্য চলবে। এই স্পেশাল ট্রেন পরিষেবাগুলির চলাচল ও পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি এবং ব্যস্ত রুটে ভিড় কমিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ রয়েছে। যাত্রা শুরুর আগে এই তথ্যগুলি যাচাই করে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শালবনের শহরে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ, বরাদ্দ হচ্ছে ১২১.৩৯ কোটি

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ অরণ্য শহর ঝাড়গ্রামে এবার মাটির নীচ দিয়ে যাবে বিদ্যুতের লাইন। ঝাড়গ্রাম শহরের বিদ্যুৎবাহী ওভারহেড লাইনকে ভূগর্ভস্থ ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ১২১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানান ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। তাঁর দাবি, পুরসভার এলাকার সমস্ত বিদ্যু লাইন মাটির নীচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রায় ২১ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা ঝাড়গ্রাম শহরের সঙ্গে এখনও অরণ্যের নিবিড় সম্পর্ক। শহরের প্রধান রাস্তা পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়কের দু'পাশে বহু পুরনো শালগাছ রয়েছে। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারেও রয়েছে শালগাছ। ঝোড়ো হাওয়া কিংবা বজ্রবিদ্যুতের সময়ে সেই গাছের ভারী ডাল ভেঙে বিদ্যুতের তারের উপর পড়ে বিপত্তি ঘটার আশঙ্কা থাকে। তার ছিঁড়ে রাস্তার উপর ঝুলে পড়া কিংবা পড়ে যাওয়ার ঘটনায় পথচারী ও যানবাহনের আরোহীদের প্রাণহানির আশঙ্কাও তৈরি হয়। মাস খানেক আগেই শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা পাঁচ মাথার মোড়ের কাছে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুতের অভিঘাতে বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে দেখা যায়। অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান পথচারী ও যানবাহনের আরোহীরা। এমন পরিস্থিতিতে ঝাড়গ্রাম শহরে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালুর দাবি দীর্ঘদিনের। মাটির নীচ দিয়ে বিদ্যুৎবাহী তার চলে গেলে ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে তার ছিঁড়ে যাওয়া, বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়া এবং রাস্তার উপর বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে পড়ার মতো ঝুঁকি এড়ানো যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি রাস্তার উপর বিদ্যুতের খুঁটি ও তারের জট কমায় শহরের সৌন্দর্যও বাড়বে। বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ জানান, ঝাড়গ্রাম শহরের জন্য ১২১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুরসভার মধ্যে সমস্ত বিদ্যুৎ লাইন মাটির নীচ দিয়ে যাবে। অরণ্য শহর ঝাড়গ্রামকে সুন্দর শহর হিসেবে গড়ে তুলবে সরকার। বিধায়ক হিসেবে ঝাড়গ্রামবাসীর পূর্ণ সমর্থন ও ভালোবাসার জন্যও তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান।

হুগলি জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর 'সিল' করলো ধনিয়াখালির একটি নার্সিংহোম

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ এই নিয়ে ধনিয়াখালির ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে নোটিস দেওয়াও হয়। নিয়ম না মেনেই চলছিল বেসরকারি নার্সিংহোম বলে অভিযোগ। তার পরেও নিজেদের ভুল সংশোধন করেননি ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। এর পরেই পদক্ষেপ করল হুগলি জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর। বৃহস্পতিবার রাতে 'সিল' করে দেওয়া হয়েছে ধনিয়াখালির ওই নার্সিংহোমটি। পরিকাঠামোর কিছু অভাব আছে তা স্বীকার করেছেন ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। এরই সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা। হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধনিয়াখালির মদনমোহনতলা এলাকার একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এসেছিল। ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিসমেন্ট অ্যাক্ট না মেনেই ওই বেসরকারি নার্সিংহোমটি চলছিল বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে ওই নার্সিংহোমে ন্যূনতম পরিকাঠামোর বালাই ছিল না বলেও অভিযোগ। সেখানে আরএমও, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সিং স্টাফ এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না বলেও অভিযোগ। জানা গেছে, গত জুলাই মাসেই নার্সিংহোম বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। দিন কয়েক বন্ধ থাকলেও সেখানে আবার রোগী ভর্তি শুরু হয়। এই নিয়ে ফের অভিযোগ আসতেই ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন হুগলি জেলার মুখ্য

স্বাস্থ্য আধিকারিক (CMOH) মৃগাঙ্ক মৌলিক। এর পরেই বৃহস্পতিবার রাত ১০ টা নাগাদ গিয়ে নার্সিংহোম সিল করে দেন ডেপুটি সিএমওএইচ-১ ত্রিদীপ মুস্তাফি এবং ধনিয়াখালির বিএমওএইচ। ডেপুটি সিএমওএইচ ১ বলেন, 'এই নার্সিংহোমে স্বাস্থ্য আইনের কোনও নিয়ম-কানুনই মানা হয়নি। এই জন্য একাধিকবার নোটিস দেওয়াও হয়। কিন্তু তার পরেও সেগুলি মানা হয়নি। এই কারণেই সিএমওএইচের নির্দেশে এই নার্সিংহোম সিল করে দেওয়া হয়েছে।' স্বাস্থ্য দপ্তরের অভিযোগ যে কিছুটা হলেও সত্যি না স্বীকার করেছেন ওই নার্সিংহোমের পরিচালক কেনারাম দে। সেই সঙ্গেই স্বাস্থ্য আধিকারিকদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। কেনারাম দে বলেন, 'এই নার্সিংহোমে আরএমও, জিএনএম নার্সিং স্টাফ সব সময় থাকেন না। আগে থাকে না জানিয়ে পরিদর্শন করতে এলে তা দেখতে পারবেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।' ব্যক্তিগত আক্রোশের জেরেই ওই নার্সিংহোম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি তাঁর। সব কিছু ঠিক করে লাইসেন্স রিনিউ করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সুপারি পাচার চক্রের মূল পান্ডা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ সুপারি পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল রায়দিঘি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সুপারি পাচার চক্রের অন্যতম মূল পান্ডাকে কলকাতার কসবা এলাকা থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম দ্বীপেন মন্ডল। তার বাড়ি রায়দিঘি থানার নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গার মোড় এলাকায় সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের নির্দেশে সুন্দরবন পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও রায়দিঘি থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে কসবা এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। রাতেই তাকে রায়দিঘি থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের বিরুদ্ধে ৩০৩(২) ও ৩০৭(২) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শুক্রবার তাকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

আদিবাসী তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার ৫, পলাতক ২ অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে এক আদিবাসী তরুণীকে ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে সাত জন মিলে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় অভিযোগ পাওয়ার পরই পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে লালগড় থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজনের বয়স ১৮ বছর। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে লালগড় থানা এলাকার একটি গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা হল লালগড় থানা এলাকার বাগনাদা গ্রামের বছর আঠারোর চন্দ্র সরেন, জয়পুর গ্রামের বছর চব্বিশের সুজল হেমব্রম ওরফে তুরুক, ন্যাড়চা গ্রামের বত্রিশ বছরের মঙ্গল সরেন ওরফে মধূ, ছোটপেলিয়া গ্রামের পঁচিশ বছরের নবীন মুর্মু ওরফে নিমুন এবং জয়পুর গ্রামের পঁচিশ বছরের ঠাকুর দাস টুডু। ধৃতদের শুক্রবার ঝাড়গ্রাম এসিজেএম আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে পাঁচ জনকেই সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০ আগস্ট এই ঘটনা ঘটে। ওই বছর চব্বিশের মহিলা বিবাহিত হলেও স্বামীর সঙ্গে থাকেন না। তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে চার বছরের কন্যাসন্তানকে নিয়ে থাকেন। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, ঘটনার দিন তাঁরই গ্রামের এক পূর্বপরিচিত যুবক তাঁকে গ্রামে ছেড়ে দেওয়ার নাম করে বাইকে নিয়ে যায়। পথে ওই যুবক তার পিসির সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে তাঁকে একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে প্রথমে ওই যুবক তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এর পর বাইরে বেরিয়ে ওই যুবক আরও দু'জন যুবককে ডেকে নিয়ে আসে। তাঁরাও তাঁকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। পরে আরও কয়েক জন সেখানে আসে। ওই মহিলা জানিয়েছেন, পরে আসা যুবকেরা বোধ হয় তাঁকে বাঁচাতে এসেছে বলে তিনি প্রথমে মনে করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগ, তাঁরাও তাঁকে গণধর্ষণ করেন। ঘটনায় পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন ওই মহিলা। পাশাপাশি তাঁকে হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। বৃহস্পতিবার কিছুটা মানসিক যন্ত্রণা কাটিয়ে লালগ। থানায় সাত জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাকি দু'জন পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এদিন ওই মহিলার মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়েছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, মাস দেড়েক আগে বেলিয়াবেড়া থানা এলাকায় বছর বাহান্নর এক মহিলাকে ধর্ষণ করে পেট্রোল ঢেলে খুনের চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনাতেও অভিযুক্ত ছিলেন ওই মহিলার পূর্বপরিচিত এক ব্যক্তি। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হলেও পরে মৃত্যু হয় ওই মহিলার। আবার কিছু দিন আগে শিলদা এলাকাতেও এক আদিবাসী নাবালিকা পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত বর্তমানে জেলবন্দি। পর পর ধর্ষণের ঘটনায় ঝা।গ্রাম জেলা জুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড

CIN: L70102WB1988PLC045587

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৪ বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

ফোন নম্বরঃ ০৩৩-৪০৬৫ ০৩৭৪, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫ ০৩৭৮

ই-মেইলঃ investors@insel.com, ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড'-এর সদস্যদের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, মঙ্গলবার সকাল ১১.০০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') ও এর অধীন প্রণীত বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর প্রাসঙ্গিক বিধান এবং এ বিষয়ে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশিকা মেনে এই সভাটি আহ্বান করা হয়েছে। ৬ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উক্ত আইনের ১০৩ ধারার অধীনে সভার কোরাম (ন্যূনতম উপস্থিতি)-এর জন্য গণ্য করা হবে। কোম্পানির যে সকল সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, তাঁদের সকলের কাছেই কেবল ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এজিএম-এর নোটিশ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৩৬(১)(খ) প্রবিধান অনুযায়ী, যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / আরটি/ এডিপি-র কাছে নিবন্ধিত নেই, তাঁদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যাবে এমন ওয়েব-লিঙ্ক (সঠিক পাথ বা পথসহ) উল্লেখ করা হয়েছে।

এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (https://lnsel.com/), স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইট-যেমন বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com)-এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর ওয়েবসাইটেও (www.evoting.nsdl.com) পাওয়া যাচ্ছে উল্লেখ্য যে, এনএসডিএল (NSDL)-কে কোম্পানিটি দূরবর্তী ই-ভোটিং (remote e-Voting) সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেছে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যকে-যাদের নাম 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সদস্য রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবনাগুলোর ওপর ভোট প্রদানের জন্য 'রিমোট ই-ভোটিং' এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিংই-ভোটিং এবং ভিসি / ওএভিএম -এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি/ IST) শুরু হবে এবং সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি / IST) শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা আর পাওয়া যাবে না এবং এরপর ভোট গ্রহণের জন্য এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।

শুধুমাত্র সেইসব সদস্যই এজিএম -এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন, যারা ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং যারা এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেননি (এবং যাদের ভোট প্রদানে অন্য কোনো বিধিনিষেধ নেই)। সদস্যদের (যার মধ্যে কোম্পানি / আরটি/ এডিপি-র কাছে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয় এমন সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত) দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সদস্যরা এজিএম-এর তারিখের আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা ভিসি/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার যোগ্য হবেন, তবে এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না। বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি শেয়ার অর্জন করে কোম্পানির সদস্য হলে এবং 'কাট-অফ' তারিখে ইকুইটি শেয়ারের মালিক হলে, তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ই-ভোটিং পদ্ধতি অনুসরণ করে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করতে পারবেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যে ই- ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি লগ-ইন করতে এবং ই- ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে তার বিদ্যমান পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। ডিমেটেরিয়ালাইজড বা ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণকারী যেসব সদস্য তাদের ডিপি -র কাছে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা সংশ্লিষ্ট ডিপি-র কাছে (যেখানে তাদের ডিমেট অ্যাকাউন্ট রয়েছে) তা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করে নেন।

কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' এবং 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল'-যা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে পাওয়া যাবে-সেগুলো দেখে নিতে পারেন। এছাড়া ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন, অথবা evoting@nsdl.com-এ সিনিয়র ম্যানেজার মিস পল্লবী মহাত্রের কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন কিংবা সদস্যরা investors@lnsel.com-এ কোম্পানির সচিবের কাছেও চিঠি লিখতে পারেন।

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /-
প্রতিকা গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৬

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ই-টেন্ডার/২০২৬/৩৫ **তারিখ: ০৩/০৯/২০২৬**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর- ৭২১৩০১ আইটেমগুলির জন্য উল্লেখিত তারিখে **১৫:০০ টার পূর্বে** নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং **খোলা হবে ১৫:৩০ টায় , যথাক্রমে টেন্ডারের বিবরণ নীচে দেওয়া হলো। ক্রম নং, টেন্ডার নং, কাজের বিবরণ, টেন্ডার মূল্য, বায়না টাকা; (১) ই-কেজিপি-সাউথ-২৯-২০২৬;** এডিইএন/সাউথ/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন এসএসই (পি.ওয়ে)/হিজলি-র সেকশনে ৩০.০৯.২০২৮ তারিখ পর্যন্ত বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাকের কাজ; ₹ ৩,৬৯,৫০,০৪১.৯২; ₹ ৭,৩৯,০০০.০০; **(২) ই-কেজিপি-সাউথ-৩০-২০২৬;** এডিইএন/বালেশ্বর/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন এসএসই (পি.ওয়ে)/এসএফও-র সেকশনে ৩০.০৯.২০২৮ তারিখ পর্যন্ত বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাকের কাজ; ₹ ৪,৬৬,০৭,৮২৬.৪৮; ₹ ৯,৩২,২০০.০০; **(৩) ই-কেজিপি-সাউথ-৩১-২০২৬;** এডিইএন/বালেশ্বর/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন এসএসই (পি.ওয়ে)/রূপসা জংশন-এর সেকশনে ৩০.০৯.২০২৮ তারিখ পর্যন্ত বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাকের কাজ; ₹ ৪,৬৫,৬২,১৯৭.২৮; ₹ ৯,৩১,৩০০.০০; **(৪) ই-কেজিপি-সাউথ-৩২-২০২৬;** এডিইএন/বালেশ্বর/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন এসএসই (পি.ওয়ে)/বালেশ্বর-এর সেকশনে ৩০.০৯.২০২৮ তারিখ পর্যন্ত বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাকের কাজ; ₹ ৪,৬৬,০৭,৮৩২.০৮; ₹ ৯,৩২,২০০.০০ **(৫) ই-কেজিপি-সাউথ-৩৩-২০২৬;** এডিইএন/সাউথ/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন এসএসই (পি.ওয়ে)/জলেশ্বর-এর সেকশনে ৩০.০৯.২০২৮ তারিখ পর্যন্ত বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাকের কাজ; ₹ ৩,৭১,১৫,১০৮.৯২, ₹ ৭,৪২,৩০০.০০; **(৬) ই-কেজিপি-সাউথ-৩৪-২০২৬;** এডিইএন/সাউথ/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন এসএসই(পি.ওয়ে)/দাঁতন-এর সেকশনে ৩০.০৯.২০২৮ তারিখ পর্যন্ত বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাকের কাজ; ₹ ৩,৭১,১৫,১০৮.৩৭; ₹ ৭,৪২,৩০০.০০; **(৭) ই-কেজিপি-সাউথ-২৮-২০২৬;** এডিইএন/বালেশ্বর-এর এক্তিয়ারাধীন বেতনটীতে বিদ্যমান আরই সাইডিংকে ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ে রূপান্তর। (২য় কল); ₹ ৫৭,০৮,২৮৪.৭৯; ₹ ১,১৪,২০০.০০; **(৮) ই-কেজিপি-সাউথ-৩৫-২০২৬;** সিনিয়র ডেন/সাউথ/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন ১০,০০০-এর উপরে টিভিইউ বিশিষ্ট ০৯টি নন-ইন্টারলকড এলসি গেটে গেট সিগন্যালিংয়ের জন্য রিলে হাট নির্মাণ; ₹ ২,১৯,৭২,২১৮.০৫; ₹ ৪,৩৯,৫০০.০০; **(৯) ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪০-২০২৬;** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন এসএসই(ডব্লিউ)/ওয়েস্ট/খড়গপুর-এর সেকশনে রেলওয়ে কোয়ার্টার এবং সার্ভিস বিল্ডিংয়ের উন্নতির জন্য ডাইরেক্ট বিল্ডিং মেইনটেন্যান্সের কাজ; ₹ ৪,৭৭,৯৩,০০৬.৮৯; ₹ ৯,৫৫,৯০০.০০ **(১০) ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪১-২০২৬;** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন এসএসই(ডব্লিউ)/সাউথ-ওয়েস্ট/খড়গপুর-এর সেকশনে রেলওয়ে কোয়ার্টার এবং সার্ভিস বিল্ডিংয়ের উন্নতির জন্য ডাইরেক্ট বিল্ডিং মেইনটেন্যান্সের কাজ; ₹ ৪,৭৪,৫৩,৬৫৪.৮৩; ₹ ৯,৪৯,১০০.০০ **(১১) ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪২-২০২৬;** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন এসএসই(ডব্লিউ)/নর্থ-ওয়েস্ট/খড়গপুর-এর সেকশনে রেলওয়ে কোয়ার্টার এবং সার্ভিস বিল্ডিংয়ের উন্নয়নের জন্য ডাইরেক্ট বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স কাজ; ₹ ৪,৮৯,০১,৯৯০.০৯, ₹ ৯,৭৮,০০০.০০; **(১২) ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪৩-২০২৬;** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন (i) খড়গপুরে আরপিএফ জোনাল ট্রেনিং সেন্টারের নতুন সুযোগ-সুবিধা তৈরি, আধুনিকীকরণ, সিমুলেটর স্থাপন এবং উন্নয়ন, (ii) খড়গপুরে আরপিএফ-এর ইটিসি ব্যারাকের মেরামত ও সংস্কার এবং (iii) খড়গপুরে নতুন ইলেকট্রিক্যাল প্যানেল রুম, স্টোর রুম নির্মাণ এবং ৪টি বিদ্যমান ইলেকট্রিক্যাল সাব-স্টেশনের (সাব-স্টেশন নং ৭, ৮, ৯ এবং ১০) অন্যান্য মেরামতের জন্য সিভিল কাজের সম্পাদন; ₹ ২,২৮,০০,২০০.৪০; ₹ ৪,৫৬,০০০.০০ **(১৩) ই-কেজিপি-ইস্ট-৫৯-২০২৬;** সিনিয়র ডেন ইস্ট/খড়গপুর-এর এক্তিয়ারাধীন ১) এসআরসি-তে বিদ্যমান সিমেন্ট গোডাউনের উন্নয়ন/সংস্কার ২) বীরশিবপুর-খড়গপুর-এর মধ্যে ডুয়াল ডিটেকশন অব ট্র্যাক কাজের ১৪টি এস অ্যান্ড টি গুমটি ৩) সাঁকরাইল গুডস টার্মিনাল ইয়ার্ড-আমতা সেকশনের মধ্যে ডিসি ট্র্যাক সার্কিট কাজের ৫টি এস অ্যান্ড টি গুমটি কাজের সম্পাদন; ₹ ৫,৪২,১৫,৯৩৩.৭৬; ₹ ১০,৮৪,৩০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য (ক্রম নং ১ থেকে ১৩ এর জন্য); **খোলার তারিখ :** ২১/০৯/২০২৬ (ক্রম ১ থেকে ৬ এর জন্য), ২৪/০৯/২০২৬ (ক্রম ৭ এবং ৮ এর জন্য), ৩০/০৯/২০২৬ (ক্রম ৯ থেকে ১৩ এর জন্য); **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা:** ২৪ মাস (ক্রম নং ১ থেকে ৬-এর জন্য) এবং ১২ মাস (ক্রম নং ৭ থেকে ১৩-এর জন্য); **ক্রম নং ১ থেকে ৬ এর জন্য বিডিং শুরুর তারিখ** ০৭/০৯/২০২৬ থেকে এবং ২১/০৯/২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত; **ক্রম নং ৭ ও ৮ এর জন্য বিডিং শুরুর তারিখ** ১০/০৯/২০২৬ থেকে এবং ২৪/০৯/২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত ; **ক্রম নং ৯ থেকে ১৩ এর জন্য বিডিং শুরুর তারিখ** ১৬/০৯/২০২৬ থেকে এবং ৩০/০৯/২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বিশদ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: "সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।"

(PR-723)

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

সিআইএনঃ এল২৪২৩২ডব্লিউবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ইউনিট নং. ১৯০১, ১৯তম তল, বায়োওয়ান্ডার – ব্লক 'এ', ৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০০১৭, ফোনঃ ০৩৩-৬৯০৪ ৫৭০০

ইমেলঃ cs@kilburnengg.com, ওয়েবসাইটঃ www.kilburnengg.com

এজিএম, রেকর্ড ডেট এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যেঃ

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') আগামী **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, মঙ্গলবার দুপুর ২:৩০-এ (ভারতীয় মান সময়)** ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে উক্ত সভায় এজিএম আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') তাদের ৫ই মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ২০/২০২০ এবং পরবর্তী সময়ে সময়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তিসমূহ, যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫-এগুলিকে (একত্রে 'এমসিএ' বিজ্ঞপ্তি) বলা হয়েছে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('এসইবিআই')-এর প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তিগুলোর (যাকে একত্রে 'এসইবিআই' বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে) মাধ্যমে কোনো সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর সাহায্যে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে। তাই, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে কোম্পানির এজিএম-টি ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে আয়োজন করা হচ্ছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি এবং সংশ্লিষ্ট এমসিএ ও এসইবিআই সার্কুলারসমূহ মেনে, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাঁরা তাঁদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেছেন অন্যদিকে, যাঁরা ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাঁদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেখার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়েব-লিঙ্ক বা সঠিক পাথ-এর উল্লেখ রয়েছে।

নিয়ন্ত্রক সংস্থার আবশ্যিক শর্তাবলী মেনে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন-সেই সাথে সংশ্লিষ্ট চিঠিটি-ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এই নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এ পাওয়া যাচ্ছে এছাড়াও স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ডিপোজিটরি অর্থাৎ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com থেকেও এগুলি দেখা বা সংগ্রহ করা যাবে।

সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১০৮ নম্বর ধারার বিধানাবলি দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সাধারণ সভা সংক্রান্ত জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সংশোধিত তালিকাভুক্তি প্রবিধানের ৪৪ নম্বর প্রবিধান এবং সংশ্লিষ্ট এমসিএ ও এসইবিআই-র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী-কোম্পানি তার সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এর মাধ্যমে সদস্যরা ৩৮তম এজিএম-এ গৃহীতব্য প্রস্তাবগুলোর ওপর ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন।

কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে তারা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং সভার কার্যক্রম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে সদস্যদের ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করবে।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী এ. কে. লাভ (FCS: 4848/CP: 3238)-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

যেসব সদস্যের কাছে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর,** ২০২৬-এ ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে শেয়ার রয়েছে, তাঁরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর সিডিএসএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ('রিমোট ই-ভোটিং') ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের ধারণ করা ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে তাঁদের ভোটিং অধিকার নির্ধারিত হবে। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী কোরাম গঠনের উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।

সকল সদস্যকে জানানো হচ্ছে যেঃ

i. এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি দূরবর্তী ই-ভোটিং অথবা সভার সময় ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে।
ii. এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য নির্ধারিত তারিখটি হবে **মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।**
iii. দূরবর্তী ই-ভোটিং **২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শনিবার সকাল ৯:০০টায় (ভারতীয় মান সময়)** শুরু হবে।
iv. দূরবর্তী ই-ভোটিং কার্যক্রমটি **সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০টায় (ভারতীয় মান সময়)** শেষ হবে।
v. **২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সোমবার বিকেল ৫:০০টার (ভারতীয় মান সময়)** পর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।
vi. সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যেঃ
a. কোনো প্রস্তাবের ওপর কোনো সদস্য ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তাঁকে সেই ভোট পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে না,
b. এজিএম-এর সময় ভোট প্রদানের ব্যবস্থাও চালু থাকবে এবং যে সকল সদস্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকবেন-এবং যারা ইতিপূর্বে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট প্রদান করেননি কিংবা অন্য কোনো কারণে ভোট প্রদানে বাধাগ্রস্ত নন-তাঁরা সভার চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন,
c. যে সকল সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করেছেন, তারাও বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু তারা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না, এবং
d. শুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তি-যাদের নাম কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে-তাঁরাই বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং-এর সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
vii. ডিমেটেরিয়ালাইজড ও ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-এমন সদস্যদের জন্য দূরবর্তী বা রিমোট ভোটিং-এর প্রক্রিয়াটি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnenag.com-এ-ও পাওয়া যাবে।
viii. ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী যে সকল সদস্য তাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করেননি, তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের মাধ্যমে ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল আইডি এবং অন্যান্য কেওয়াইসি বিবরণ নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী যে সকল সদস্য তাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করেননি, তাদের www.kilburnengg.com থেকে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ ফর্ম আইএসআর-১ জমা দিয়ে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে তাদের ইমেল আইডি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং অন্যান্য কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যদের যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্মটি contact@mdplcorporate.com এই ঠিকানায় ইমেল করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এর ফলে সদস্যরা বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৫-২৬)-এর ইলেকট্রনিক কপি, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ ও দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী গ্রহণ করতে পারবেন পাশাপাশি তাঁরা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জমা পাওয়ার সুবিধাও পাবেন। লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য ব্যাংক ম্যান্ডেট নিবন্ধনে আগ্রহী সদস্যরা কীভাবে তা করতে পারবেন, তার বিস্তারিত প্রক্রিয়া বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির (বা ব্যক্তিদের) যোগাযোগের বিবরণঃ

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের সুবিধা-সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানানো যেতে পারেঃ

বিবরণ	সিডিএসএল	মহেশ্বরী ডেটামেডিকস প্রাইভেট লিমিটেড (আইটিএ)
ব্যক্তির নাম	শ্রী রাকেশ দালভি, সিনিয়র ম্যানেজার	শ্রী সুভব্রত বিশ্বাস, কমপ্লায়েন্স অফিসার
ঠিকানা	সেন্ট্রাল ডিপোসিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম তল, ম্যারাথন ফিউচুরেক্স, মফতলাল মিল কমপাউন্ডস, এন.এম. যোশি মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩	২৩, আর.এন. মুখার্জী রোড, ৫তম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং.	১৮০০ ২১ ০৯৯১১ (টোল ফ্রি)	(০৩৩) ২২৪৩ ৫৮০৯/৫০২৯ (০৩৩) ২২৪৮ ২২৪৮
ইমেল	helpdesk.evoting@cdslindia.com	contactmdplcorporate.com

বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এ পাওয়া যাচ্ছে।

চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে রেকর্ড তারিখ হলো মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে এই চূণন্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

কিলবার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ/-
অভিজিৎ মেহতা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৬

আচমকা কেন ব্যান করা হলো? মুখ খুলল চার্চিল

সংবাদ সংস্থা, মারগাঁও, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ফিফা ট্রান্সফার ব্যান করেছে চার্চিল ব্রাদার্স এফসি গোয়াকে। এ বার সেটা নিয়ে মুখ খুলল ক্লাব। জানাল, সমস্যা মিটে গিয়েছে এবং পুরো বিষয়টাকে তারা প্রযুক্তিগত ত্রুটি বলে বর্ণনা করে। এই বিষয়ে তারা আশাবাদী দ্রুত ব্যান উঠে যাবে এবং দল গঠনের কাজ শুরু করতে পারবে। ২ সেপ্টেম্বর, বুধবার এআইএফএফ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যেখানে বলা হয় চার্চিল ব্রাদার্স এফসি গোয়া দল নতুন প্লেয়ার সই করাতে পারবে না। ফেডারেশন জানিয়েছে, এই নির্দেশ গত ১ সেপ্টেম্বর ফিফা দিয়েছে এআইএফএফ-কে। তবে নিষেধাজ্ঞার কারণ জানায়নি এআইএফএফ। পরে জানা যায়, ইংল্যান্ডের ফরওয়ার্ড কার্টিস ওয়েন গাটরির বেতন বকেয়া থানার জন্য ফিফা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৪-২৫ মরশুমে কার্টিস যোগ দিয়েছিলেন চার্চিলে, এ বার তিনি আইএসএল-এ খেলবেন। এই বিষয়ে চার্চিল ব্রাদার্স জানিয়েছে, তারা এই সাসপেশনশনের ব্যাপারে শুরুতে জানতেন না। কারণ, তাদের অফিসিয়াল মেইলে প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য তারা মেইল পায়নি। কিন্তু মেইল পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তারা প্লেয়ারের বকেয়া মিটিয়ে দেয়। চার্চিল ফিফা-র কাছে আবেদন করেছে, তাদের ব্যান যাতে দ্রুত তুলে দেওয়া হয়। চার্চিল ব্রাদার্সের পাশাপাশি সাসপেন্ড করা হয়েছে মহামেডানকেও। ২০২৭ সালে ১ জানুয়ারি থেকে তারা নতুন প্লেয়ার সই করাতে পারে। এই বিষয়ে মহামেডান ক্লাবের বর্তমান কমিটি পূর্বতন কমিটিতে কাঠগড়ায় তুলেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্লাব তাঁবুতে সাংবাদিক বৈঠক করে বর্তমান সচিব ওয়াসিম আক্রম অভিযোগ করেন, ফিফার নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি বিদায়ী কমিটি বর্তমান কমিটিতে জানালেও মূল তথ্যে ইচ্ছাকৃত বড় ফাঁক রেখে দিয়েছিল। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ফ্রাঙ্কার বকেয়া অর্থ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি বজায় রেখে বর্তমান কমিটিকে বিপদে ফেলার ছক কষা হয়েছিল বলে দাবি তাঁর। এ বার মহামেডানের ব্যানের জল কোনদিকে গড়ায় সেইদিকে নজর সকলের।

বৈভবই কি হবে দ্বিতীয় সচিন?

বড় ঘোষণা বিসিসিআই-এর

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বরঃ আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটে উল্কার গতিতে উত্থান ঘটেছে ১৫ বছর বয়সি বৈভব সূর্যবংশীর। মাত্র ১৩ বছর বয়সে আইপিএল-এ সুযোগ পেয়ে রেকর্ড থেকে শুরু করে তারপর যতবার সে ব্যাট হাতে নেমেছে প্রত্যেকবারই বাজিমাত করেছে। এ বার বৈভবের এই উত্থান নিয়ে সতর্ক বিসিসিআই। স্টারডম থেকে হারিয়ে যাওয়া নয়, কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের মতো সে যেন আগামী দিনে ভারতীয় দলের এক স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে, সেই লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা নিচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা বিসিসিআই। মুম্বইয়ে আয়োজিত বোর্ডের বৈভব একটি সিরিজ বা এক বছর ভালো খেলে হারিয়ে না যায়। তার শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির দিকে নজর দিচ্ছে বোর্ড। আইপিএল ২০২৬-এ ঝোড়ো ব্যাটিং করার পর ভারতের সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয় বৈভবের। ইংল্যান্ড সিরিজে কিছুটা প্রতিকূলতার মুখে পড়লেও জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচে ১৫১ রান করে। এরপর চলতি দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে সেন্ট্রাল জোনের বিরুদ্ধে ৮১ বলে ৯২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ঝোড়ো ৪০ রান করে ইতিহাসের কনিষ্ঠতম ব্যাটার হিসেবে হাফসেঞ্চুরির নতুন নজির

পর্যালোচনা বৈঠকে বৈভব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানান, বৈভবের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখছে বোর্ড। সইকিয়ার কথায়, ''আমরা চাই বৈভব বা তাঁর মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা যেন সচিন তেন্ডুলকরের মতো দীর্ঘ সময় দেশের সেবা করতে পারে। আমরা ওকে গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওর নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'' বোর্ড কর্তারা কোনওভাবেই চাইছেন না তাড়াহুড়ো করে এই তরুণকে ক্লান্ত করে ফেলতে। সইকিয়া জোর দিয়ে জানান, বোর্ড কোনও স্বল্পমেয়াদি ফলের পিছনে ছুটছে না। বরং নিশ্চিত করা হচ্ছে যাতে গড়ে বৈভব। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির মেগা ফাইনালে সাউথ জোনের মুখোমুখি হবে বৈভবের দল ইস্ট জোন। প্রতিপক্ষ সাউথ জোনে খেলতে নামছেন কেএল রাহুল, দেবদত্ত পাডিক্কল ও মহম্মদ সিরাজের মতো তারকারা। তবে এই মহারণে বৈভবের নামা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সিদ্ধান্তের ওপর। এর পাশাপাশি ভিভিএস লক্ষ্মণের কোচিংয়ে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে গড়ে ওঠা যে ১০-১৫ জন তরুণ ক্রিকেটার রয়েছেন তাঁদের তালিকায় শীর্ষে থেকেই আসন্ন আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ ও এশিয়ান গেমসের দলে জায়গা ধরে রেখেছেন বৈভব।

বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগে বাংলার রোহিতকে ২ বছরের নির্বাসন!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বরঃ বয়স ভাঁড়ানোর দায়ে কড়া শাস্তির মুখে বাংলার লেগ-স্পিনার রোহিত যাদব। তাঁকে দু'বছরের জন্য নির্বাসিত করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা বিসিসিআই। কিছুদিন আগেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজের জন্য ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে ডাক পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার মধ্যেই এই বেনজির শাস্তি। শুধু রোহিত নন, বয়স এবং নথিপত্র সংক্রান্ত গরমিলের কারণে মোট ৬২ জন ক্রিকেটারকে ২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮ মরসুমের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। এই তালিকায় রয়েছেন ২০২২ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য রবি কুমারও। রোহিত ছাড়াও আরও ৬২ জন খেলোয়াড়কে আগামী দুই মরসুমের জন্য যে কোনও টুর্নামেন্টে নিবন্ধন বা বদলির অযোগ্য বলে ঘোষণা সিএবি-র। নথিপত্র এবং বয়স-সংক্রান্ত গরমিলের কারণেই এমন কড়া পদক্ষেপ। সবচেয়ে চমকপ্রদ নাম ভারতের প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী রবি কুমার।

প্রোটিয়াভূমে বিশ্বকাপের আগে মেগা মহড়া!

গম্ভীর-গিলের জোড়া আবদার রাখতে পারবে বিসিসিআই?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বরঃ লক্ষ্য ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ। মেগা ইভেন্টের এখনও এক বছরের বেশি সময় বাকি। তবে প্রস্তুতিতে ছিটেফোঁটা ফাঁক রাখতে নারাজ ভারতীয় দল। একেবারে আটঘাট বেঁধে আগেভাগেই ময়দানে নামতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। আর সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবেই মেগা টুর্নামেন্টের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একটি ওয়ানডে সিরিজ খেলার বিশেষ আর্জি জানালেন দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক শুভমান গিল। তাঁদের এই জোড়া আবদারের পরেই নড়েচড়ে বসেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। প্রোটিয়াভূমে মেগা সিরিজ আয়োজনের বিষয়ে ইতিমধ্যে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে কথাবার্তাও শুরু করে দিয়েছে বিসিসিআই। আগামী ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেই অনুষ্ঠিত হবে। নামিবিয়া এবং জিম্বাবোয়েও আয়োজক দেশের তালিকায় রয়েছে। তবে আসল লড়াই প্রোটিয়াদের ডেরাতে। চেনা পরিবেশ এবং বাউন্সি পিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই বিশ্বকাপের ঠিক আগে সে দেশে সিরিজ খেলার এই মাস্টারস্ট্রোক পরিকল্পনা। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে এই বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা সেরে ফেলেছে বোর্ড। সব ঠিক থাকলে বিশ্বকাপের আগে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ৪ থেকে ৬ ম্যাচের একটি ওয়ানডে সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। ২০২৭ সালের আইপিএলের পর ভারতের ক্রিকেট সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রামে (এফটিপি) পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা রয়েছে। ঠিক সেখানেই এই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজটি ঢুকিয়ে দেওয়ার জোরদার চিন্তাভাবনা চলছে। টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দিষ্ট আর্জির ভিত্তিতেই এই তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বোর্ডের। গম্ভীর এবং গিলের মতে, বিশ্বকাপের আগে আয়োজক দেশে সিরিজ খেললে ক্রিকেটাররা সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরি সড়গড়। হওয়ার সুযোগ মিলবে। মেগা টুর্নামেন্টে নামার আগে যা দলের প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাস কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। সেই কারণেই এই মহড়ার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন তাঁরা। বোর্ড কর্তারাও নাকি কোচ ও অধিনায়কের এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। সিরিজ আয়োজনের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের শারীরিক হালতের দিকেও কড়া নজর টিম ম্যানেজমেন্টের। বিশ্বকাপে যাতে সেরা ফিটনেস নিয়ে দল মাঠে নামতে পারে, তার জন্য আগেভাগে নিখুঁত ব্লু-প্রিন্ট তৈরি। স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লে রউক্স খেলোয়াড়দের জন্য একটি বিশেষ ফিটনেস প্রোগ্রাম বানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বোর্ডের হাই-প্রোফাইল রিভিউ বৈঠকে শুভমানকে মূলত ডেকে পাঠানো হয়েছিল ফিটনেস প্রোগ্রাম নিয়ে খেলোয়াড়দের দৃষ্টিভঙ্গি বোর্ডের সামনে তুলে ধরতে। বোর্ড চাইছে, খেলোয়াড়দের ফিটনেস নিয়ে সমস্ত স্টেকহোল্ডার যেন একই পঙক্তিতে থাকে। কোনওরকম যোগাযোগের অভাব বা 'কমিউনিকেশন গ্যাপ' যেন না দেখা দেয়। মেগা টুর্নামেন্টের আগে চোট-আঘাতই সবচেয়ে বড় শত্রু। বিশেষত জসপ্রীত বুমরাহ এবং হার্দিক পান্ডিয়ার মতো চোটপ্রবণ কিন্তু ম্যাচ-উইনিং খেলোয়াড়দের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর শেষ মুহূর্তে দল গোছাতে চাইছে না ভারত। বরং, আগে থেকেই সমস্ত ঘুঁটি সাজিয়ে নিচ্ছেন গম্ভীররা।

কোয়ার্টার ফাইনালে স্ট্রেট গেমে পরাজয় শ্রীকান্তের

সংবাদ সংস্থা, শেনঝেন, ৪ সেপ্টেম্বরঃ চিন মাস্টার্স থেকে বিদায় নিলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর দৌড় থেমে গেল হংকংয়ের লি চিউক ইয়ুর কাছে। শুক্রবার শেনঝেন-এর বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর সুপার ৭৫০ ইভেন্টে ২১-১৬, ২১-১৬ স্ট্রেট গেমে হারলেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর তারকা। প্রথম গেমে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন শ্রীকান্ত। দ্রুত দুটি পয়েন্ট তুলে নিয়ে লিড নেন। তবে তা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেননি। খুব তাড়াতাড়ি ম্যাচে ফেরেন হংকংয়ের শাটলার লি। এরপর থেকে গেমের রাশ নিজের হাতেই রাখেন। শ্রীকান্ত শেষের দিকে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। প্রথম গেম সহজেই পকেটে পোরেন লি। দ্বিতীয় গেমে শ্রীকান্তের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর

সুযোগ ছিল। ৪-০ ব্যবধানে এগিয়েও যান তিনি। কিন্তু টানা চারটি আনফোর্সড এরর করে সেই সুবিধা হাতছাড়া করেন ভারতীয় তারকা। লি ফের ম্যাচে ফিরে আসেন। তবে শ্রীকান্তও সহজে হার মানেননি। কয়েকটি দুরন্ত পয়েন্ট জিতে ১৫-১৪ ব্যবধানে ফের এগিয়ে যান। কিন্তু লি-র শক্তিশালী প্রত্যাঘাতের সামনে শেষরক্ষা হয়নি। স্ট্রেট গেমেই ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করেন হংকংয়ের শাটলার। লি চিউক ইয়ুর বিরুদ্ধে শ্রীকান্তের রেকর্ড মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। এই নিয়ে টানা চারটি ম্যাচে লি-র কাছে হারলেন। হংকংয়ের এই খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে তাঁর একমাত্র জয়টি এসেছিল ২০১৮ সালের ইন্ডিয়া ওপেনের প্রথম রাউন্ডে। আজকের হারের ফলে সেই ব্যবধান আরও বাড়ল।

এআইএফএফ-এর পকেটে মাত্র ১১ কোটি, আদৌ ব্রাজিল ম্যাচ হবে তো?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বরঃ যুবভারতীতে আগামী ৩ অক্টোবর পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত। এর পাশাপাশি পানামা ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধেও ফ্রেন্ডলি খেলার কথা রয়েছে ব্লু টাইগার্সদের। কিন্তু মাঠের বাইরে এই মেগা ইভেন্ট আয়োজন নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ভারতে ফুটবলের এই অবস্থায় কেন বিপুল খরচ করা হচ্ছে? এর পাশাপাশি আরও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, ফেডারেশনের খরচ নিয়ে। এই বিষয়ে সংবাদসংস্থা খেল নাও সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। যেখানে এআইএফএফ-এর সাম্প্রতিক ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট তারা সামনে আনে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ফেডারেশনের মোট আয় তিনটি ভাগে বিভক্ত-নিয়মিত অপারেটিং অ্যাকাউন্টে ১১.২৫ কোটি টাকা, ফিফা ও এএফসি-র বিশেষ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ২২.৪৫ কোটি টাকা এবং ফিক্সড ডিপোজিট ও বন্ডে ২১.৬৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট অঙ্ক ৫৫.৩৩ কোটি হলেও ফেডারেশনের দৈনন্দিন কাজ চালানোর মতো অর্থ মাত্র ১১.২৫ কোটি টাকা। যেখানে ব্রাজিল ম্যাচটি আয়োজন করতেই খরচ হচ্ছে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকা, সেখানে মোট সঞ্চিত তহবিল ভেঙেও এই খরচের সমান হওয়া অসম্ভব। পরিস্থিতি আরও জটিল

হয়েছে কারণ গত বছরের ৮ ডিসেম্বর এফএসডিএল-এর সঙ্গে ফেডারেশনের দীর্ঘ ১৫ বছরের ৭০০ কোটি টাকার মাস্টার রাইটস চুক্তি শেষ হয়ে গেছে এবং তা নবীকরণ হয়নি। প্রতি বছর এফএসডিএ যে ৫০ কোটি টাকা ফেডারেশনকে দিত তা এক লহমায় বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলে ১৩টি আইএসএল ক্লাবের থেকে ফেডারেশন বার্ষিক মাত্র ১৪.৩ কোটি টাকা পার্টিসিপেশন ফি পাবে, যা আগের আয়ের তুলনায় অনেকটাই কম। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে টাকা আসার কথা ছিল, সেই আসিয়ান কাপ থেকেও নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারত। আসিয়ান কাপে অংশ নিলে অংশগ্রহণ ফি ছাড়াও দল ও সাপোর্ট স্টাফদের ভ্রমণ ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করত বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা। খেল নাওয়ে প্রকাশ, এই বিপুল খরচের উৎস এবং সরকারি অনুদানের নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ফেডারেশনের এক শীর্ষ কর্তা দাবি করেন, ব্রাজিল চুক্তিতে 'গোপনীয়তা রক্ষার শর্ত' রয়েছে, তাই বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে ২১.৬৩ কোটির ফিক্সড ডিপোজিট বা বন্ড ভাঙা হয়নি। কিন্তু রাজ্য সরকারের তহবিল, টিকিট বিক্রি বা স্পনসরদের থেকে কী ভাবে এই বিপুল ক্ষতি পূরণ হবে, তার কোনও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি। ফলে মেগা ফ্রেন্ডলিকে ঘিরে এই আর্থিক বেট শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলের জন্য ভবিষ্যতে কী নিয়ে আসছে সেটা নিয়ে আলোচনা তৈরি হয়েছে।

'অপপ্রচার' চালাচ্ছে উয়েফা, অভিযোগ ফিফার

সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের দেখা আদালতের একটি নথি অনুসারে, 'অপপ্রচার অভিযান' চালানোর দায়ে উয়েফাকে অভিযুক্ত করেছে ফিফা। সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ও ফিফার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত এই অপপ্রচার চলছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিফার বাণিজ্যিক স্বত্বের একটি অংশ বিক্রির পরিত্যক্ত প্রস্তাব ঘিরে এই দুই সংস্থার চলমান বিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠছে এই অভিযোগে।

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ইনফান্তিনোর প্রস্তাব সম্পর্কিত প্রমাণ উদঘাটনের জন্য তিনটি মার্কিন আদালতে আবেদন করেছিল উয়েফা। এর মধ্যে গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউ.এস. ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে একটি আবেদন জমা দিয়েছে তারা, যেখানে সুইজারল্যান্ডে সম্ভাব্য ফৌজদারি মামলায় ব্যবহারের জন্য মার্কিন-ভিত্তিক সংস্থাগুলো থেকে সাক্ষ্য ও নথি সংগ্রহের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। আবেদনে ফিফা বলেছে, যদিও এই আবেদনগুলোকে শিরোনাম এবং ডকেট নম্বরসহ আইনি আবেদনপত্র হিসেবে দেখানো হচ্ছে, এগুলো ফিফা এবং এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উয়েফার অপপ্রচার অভিযানকে আরও সমর্থনকারী বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। মন্তব্যের জন্য ফিফা এবং উয়েফার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রয়টার্স। উয়েফা জানিয়েছে, ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) নিয়ে ইনফান্তিনো এবং ফিফার অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার কথা বিবেচনা করছে তারা। এফএফই ছিল প্রস্তাবিত সংস্থা, যা ফিফার বিশ্ব আসরগুলোর বাণিজ্যিক স্বত্ব ধারণ করত। উয়েফা অভিযোগ করে আসছে যে, ফিফার নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং ২১১টি সদস্য সংগঠনের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা ছাড়াই প্রস্তাবটি তৈরি করা হয়েছিল। রয়টার্সের দেখা, ফিফা (আমেরিকাস) ইনকর্পোরেটেড এবং এফডব্লিউসি২০২৬ ইউএস, ইনকর্পোরেটেড কর্তৃক ১ সেপ্টেম্বর দাখিল করা একটি হস্তক্ষেপের আবেদনে, উয়েফার আবেদনের উপর রায় স্থগিত করতে অথবা অনুরোধটির বিরোধিতা করার অনুমতি দিতে আদালতকে অনুরোধ করেছে ফিফা। ফিফা যুক্তি দেখিয়েছে যে, কথিতভাবে পরিকল্পিত (কিন্তু অস্তিত্বহীন) সুইস ফৌজদারি মামলার জন্য তথ্য উদঘাটন করতে চাইছে উয়েফা। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি আরও অভিযোগ করেছে যে, উয়েফা শুরু থেকেই এফএফই প্রস্তাবটি বানচাল করার চেষ্টা করেছিল। উয়েফা এবং আরও কয়েকটি আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর বিরোধিতার পর ৩১ জুলাই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হয়। তথ্য উদঘাটনের জন্য উয়েফার পক্ষ থেকে একটি আবেদন করা হয়েছে নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টে এবং এতে জশ কুশনার ও তার বিনিয়োগ সংস্থা থ্রাইভ ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে নথি প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের ছোট ভাই এই জশ কুশনার। বেসরকারি সংস্থা গড়ে ৪.২ বিলিয়ন ডলারে বিশ্বকাপের অংশীদারিত্ব বিক্রির জন্য ইনফান্তিনোর প্রস্তাবে জড়িত ছিল কুশনারের প্রতিষ্ঠান 'প্রাইড'। বিশ্বকাপ বিক্রির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রমাণ উদঘাটনের দাবিতে অন্যান্য আদালতের আবেদন ফ্লোরিডায় করা

হয়েছে, যেটি ছিল ফিফার ২০২৬ বিশ্বকাপের কার্যক্রমের কেন্দ্র, এবং ইনফান্তিনোর উপদেষ্টা গ্রেগ ম্যাফেইয়ের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে কলোরাডোতে, যিনি একসময় লিবার্টি মিডিয়ার প্রধান নির্বাহী ছিলেন। ২৭শে আগস্ট ইএসপিএন-এর দেখা নথি অনুযায়ী, উয়েফা জানিয়েছে যে তারা সুইজারল্যান্ডে সম্ভাব্য ফৌজদারি মামলার প্রস্তুতির জন্য নথিগুলো খুঁজছে। উয়েফার আইনজীবীরা আদালতকে বলেন, ''ইনফান্তিনো দাবি করেছিলেন যে এই পরিকল্পনা ফিফার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ও সুযোগকে উন্মোচন করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল ইনফান্তিনো এবং তার সেই ছোট চক্রের জন্য ফিফা, এর সদস্য এবং ফুটবল পরিবারের অন্যান্য পক্ষের ক্ষতির বিনিময়ে ফিফার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদে স্থায়ী অংশীদারিত্ব অর্জন এবং অন্যভাবে লাভবান হওয়ার একটি মাধ্যম।'' ফিফা যুক্তি দেখিয়েছে যে, এফএফই প্রস্তাব এবং ইনফান্তিনোর বিরোধিতার পেছনে উয়েফার উদ্দেশ্য হলো ছোট দেশগুলোকে ইউরোপীয় অভিজাতদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো আর্থিক শক্তি অর্জন থেকে বিরত রাখা। ফিফা আরও যোগ করেছে যে, ''উয়েফার অনুরোধে একটি মৌলিক ত্রুটি রয়েছেঃ উয়েফা এমন একটি বিদেশি ফৌজদারি মামলার সহায়তার জন্য তথ্য উদঘাটন করতে চাইছে, যার কোনো অস্তিত্বই নেই এবং যা শুরু করার কর্তৃত্ব উয়েফার নেই বলেও তারা স্বীকার করেছে।'' দাখিল করা নথিতে ফিফা অভিযোগ করেছে যে, ইউরোপীয় ফেডারেশনগুলোকে এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে বাধ্য করেছে উয়েফা। গত সপ্তাহে প্রকাশিত একটি পৃথক বিবৃতিতে উয়েফা এফএফই-এর উপত্তির বিষয়ে একটি স্বাধীন বাহ্যিক পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছে এবং বলেছে যে, যদি ইনফান্তিনো আগামী বছরের ফিফা কংগ্রেসে পুনর্নির্বাচনের জন্য দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন, তবে উয়েফা তার সহযোগী কনফেডারেশনগুলোর সঙ্গে একজোট হয়ে সদস্য সংগঠনগুলোকে একটি বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প প্রস্তাব দেবে-যা সততা, জবাবদিহিতা, উন্নয়ন এবং প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে। পরিত্যক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করার পর থেকেই প্রবল সমালোচিত হয়ে আসছেন ইনফান্তিনো। আগামী মার্চে চতুর্থ মেয়াদের জন্য পুনর্নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অপেক্ষায় থাকা সভাপতির ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে বেশ কয়েকটি দেশ ও সংস্থা। তিনটি কনফেডারেশনের পদত্যাগের চাপের মধ্যে রয়েছেন এই সুইস-ইতালীয় প্রশাসক, যার মধ্যে আছে উয়েফা, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন এবং কনক্যাকাফ (যা উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে)। আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অনাস্থা ভোট নিয়ে আলোচনা করেছে। আফ্রিকান এবং দক্ষিণ আমেরিকান কনফেডারেশনগুলোর সমর্থন ধরে রাখা ইনফান্তিনো আপাতত চেষ্টা করছেন কনফেডারেশনগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে সরাসরি স্বতন্ত্র সদস্যদের কাছে আবেদন করার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com